ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

তাৎপর্য সহিত

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

কলিকাতা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১, বিধান সরণী
১৯৭৫

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

দশম সংস্করণ
পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৫

মূল্য—১০'০০ টাকা

মুদ্রক : সুধাবিন্দু সরকার
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

দশম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের নবম' সংস্করণ আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সম্পাদন করেন। সেই সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়াতে উহার পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক হইয়াছে।

আচার্য সতীশচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণে মহর্ষিকৃত শেষ সংস্করণের (৬ষ্ঠ সংস্করণ) পাঠ যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া, কেবল সন্ধিবদ্ধ সংস্কৃত বাক্য বহুস্থলে বিযুক্ত করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছিল। ইহাতে অনেকেরই পাঠে একটু অসুবিধা বোধ হইতেছিল। এইজন্য বর্তমান সংস্করণে মূল শ্লোকের সন্ধিবদ্ধ সংস্কৃত বাক্যগুলি পুনর্বার যুক্ত করিয়া ৬ষ্ঠ সংস্করণের অনুরূপ মুদ্রিত হইল ; এবং বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বলিয়া যেখানে 'য়' উচ্চারণ করিতে হয়, সেখানে 'য' স্থলে 'য়' মুদ্রিত হইল।

৬ষ্ঠ সংস্করণের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্যে যেরূপ কমা, সেমিকোলনাদি ছিল, আচার্য সতীশচন্দ্র সম্পাদিত নবম সংস্করণে তাহার একটু পরিবর্তন স্থানে স্থানে লক্ষিত হইয়াছে। অর্থবোধের সাহায্যের জন্য তাহা অধিকতর উপযোগী বলিয়া বর্তমান সংস্করণেও কমা সেমিকোলনাদি নবম সংস্করণের অনুরূপ রক্ষিত হইল।

নবম সংস্করণে আচার্য সতীশচন্দ্র, এই গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের ভাব, বিভিন্ন অংশ রচনার ইতিহাস, পূর্ব পূর্ব সংস্করণের বিবরণ, রচনাবলীর মূল এবং ইহার কোন কোন বচন অবলম্বনে মহর্ষিদেবের ও অন্যান্য কয়েকজন আচার্যের প্রদত্ত ব্যাখ্যান-সূচী তিনটি পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণেও সেই পরিশিষ্ট যোজিত হইল। পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলে যে সামান্য নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পরিশিষ্টের শেষে অতিরিক্ত পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করা হইল।

অষ্টম সংস্করণ (পকেট সংস্করণ, ২৫শে জানুয়ারী ১৯২০ ইং ১১ই মাঘ, ১৮৪১ শক) ১৮৪৬ শকের ৪ঠা মাঘ পুনর্মুদ্রিত হইয়া নবম সংস্করণরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কিন্তু আচার্য সতীশচন্দ্র ঐ সংস্করণকে অষ্টম সংস্করণের হুবহু অনুরূপ বলিয়া স্বতন্ত্র সংস্করণরূপে না ধরিয়া তাঁহার সম্পাদিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত সংস্করণকেই

নবম সংস্করণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। (ঐ সংস্করণের ৩৪২ পৃঃ সংশোধন পত্র (correction slip) দ্রষ্টব্য)। ঐ সংশোধন পত্র নবম সংস্করণের সকল পুস্তকে সাঁটা নাই। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা দুইটি সংস্করণই নবম সংস্করণ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারেন। সেই জন্য বর্ত্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে ৮ম সংস্করণের বর্ণনায় সংশোধিত বিবরণ দেওয়া হইল। যাহা হউক, সতীশবাবু সম্পাদিত সংস্করণকে 'নবম' ধরিয়া লইয়া বর্ত্তমান সংস্করণকে দশম সংস্করণরূপে প্রকাশ করা হইল।

৬ই ভাদ্র, ১৩৫৬
২৩শে আগষ্ট, ১৯৪৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস
সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

সূচীপত্র

প্রথমখণ্ডম্, উপনিষৎ

দ্বিতীয়খণ্ডম্ অনুশাসনম্

ওঁ তৎসৎ

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

প্রথমখণ্ডম্

উপনিষৎ

প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্,

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ,

ব্রহ্মোপাসনা।

প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব,
মঙ্গল্য বিষ্ণো, ভবদাজ্ঞয়ৈব
হিতায় লোকস্য, তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।

হে লোকেশ, চৈতন্যময় অধিদেব। হে মঙ্গলময় বিভো! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্

১ ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি-সর্ব্বনিয়ন্তৃ-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মধর্মবীজ

১। পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্

ওঁ তৎসৎ

১ ওঁ ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ। তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ।

২ তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপীসর্ব্বনিয়ন্তৃ-সর্ব্বাশ্রয়-সর্ব্ববিৎ-সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি।

৩ একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ ভবতি।

৪ তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

—অস্মিন্ ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে বিশ্বাস্য ব্রাহ্মধর্ম্মং গৃহ্নামি।

১। ওঁ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তরি মুক্তিকারণে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বব্যাপিনি পূর্ণানন্দমঙ্গলে নিরবয়ব একমাত্রাদ্বিতীয়ে পরব্রহ্মণি প্রীত্যা, তৎপ্রিয়-কার্য্যসাধনেন চ, তদুপাস্যামি।

২। সর্ব্বস্রষ্টৃ পরব্রহ্মেতি সৃষ্টং কিঞ্চিন্নারাধয়িষ্যামি।

৩। অরুগ্নোঽবিপন্নশ্চেৎ প্রতিদিনং যদা চিত্তৈকাগ্রতা, তদা শ্রদ্ধয়া প্রীত্যা চ পরব্রহ্মণি মনঃ সমাধাস্যামি।

৪। সদনুষ্ঠানায় চ যতিষ্যে।

৫। দুষ্কৃতিভ্যো নিবৃত্ত্যৈ যত্নবান্ ভবিষ্যামি।

৬। যদি মোহাৎ কুকর্ম্ম কিঞ্চিৎ কৃতং স্যাৎ, তদৈকান্তত স্তস্মান্মুক্তিমন্বিচ্ছন্ ন প্রমদিষ্যামি।

৭। বর্ষে বর্ষে, মদীয়ে চ তাবৎ সাংসারিক-শুভকর্ম্মণি, ব্রাহ্মসমাজায় দাস্যামি।

হে পরমাত্মম্, মাং প্রতি এতৎপরমধর্ম্ম-প্রতিপালনসামর্থ্যমর্পয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীম্

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ

ওঁ তৎসৎ

১ পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনিই এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩ একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

৪ তাঁহাতে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

—আমি এই ব্রাহ্মধর্মবীজে বিশ্বাসপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেছি।

১। ওঁ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

৪। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকিব।

৫। পাপ কর্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব।

৬। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপাচরণ করি, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্বক তাহা হইতে বিরত হইব।

৭। ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি সাধনার্থে বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমাত্মন্! সম্যক্‌রূপে এই পরম ধর্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ

যদস্য জগতো জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাদিকারণম্,
অমৃতস্য চ যন্মূলমেকং ব্রহ্ম সনাতনম্,
প্রীত্যা পরময়া, তস্য প্রিয়কার্য্যনিষেবয়া,
উপাস্যং তন্ময়া, নান্যৎ স্পৃষ্টং কিঞ্চন তদ্ধিয়া।
যদা কদা প্রতিদিনং নাপন্নশ্চেন্নরোগবান্,
শ্রদ্ধাপ্রীতিযুতং চিত্তং সমাধাস্যে তদেশ্বরে।
সদনুষ্ঠাননিরতো বিরতশ্চ তথাঽসতঃ,
সর্ব্বদাহং ভবিষ্যামি প্রীণনায় পরাত্মনঃ।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ কুর্য্যাং কর্ম্ম বিগর্হিতম্
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ নাচরিষ্যামি তৎ পুনঃ।
প্রতিবর্ষে, তথা চৈব মঙ্গলে শুভকর্ম্মণি,
দেয়ং ব্রাহ্মসমাজায়,—প্রতিজ্ঞাতমিদং ময়া।

ব্রহ্মোপাসনা

অর্চ্চনা

ওঁ পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি,
নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব,
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দাও; তোমাকে নমস্কার। আমাকে মোহ পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না।

হে দেব! হে পিতা! পাপসকল মার্জনা কর। যাহা কল্যাণ, তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর, কল্যাণ ও কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

প্রণামঃ

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু,
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

সমাধানম্

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্।

যিনি আমাদের স্রষ্টা, পাতা ও সর্বসুখদাতা; যিনি আমাদের জীবনের জীবন ও সকল কল্যাণের আকর; আমরা যাঁহার প্রসাদে শরীর মন, যাঁহার প্রসাদে বুদ্ধি বল, যাঁহার প্রসাদে জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিয়াছি; যিনি আমাদের শরীর ও মন ও আত্মাকে নানাপ্রকার বিঘ্ন হইতে সর্বদাই রক্ষা করিতেছেন;—তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম; তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। অনন্যমনা হইয়া প্রীতি-পূর্বক স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গল-স্বরূপে সমাধান করি।

ওঁ স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্,
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্য॥
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ইঁহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

ধ্যানম্

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং।
ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

সর্বলোকপ্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণ-মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্রম্

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্!
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধি-পোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়,

তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চপদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম পালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম্।

অসৎ হইতে আমাকে সৎস্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতস্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

স্বাধ্যায়ঃ

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। যতো বাচো

নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বাঽনন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যে বা নন্দযাতি। যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতোভবতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরমালোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ-জীবন্তি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

উপসংহারঃ

ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতোর্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আনন্দ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

১

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি ॥ ১ ॥

'ওঁ ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি' ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবাদিরা বলেন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল-ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্ব-কার্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। তিনি আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল-রূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানসপটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন নিষ্পাপ যত্নশীল মহাত্মা তাহা প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মবিৎ; এবং যাঁহারা এই রূপে প্রতীতি করিয়া উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশ-বিশেষ কি কাল-বিশেষ কি জাতি-বিশেষের অপেক্ষা নাই। সকল দেশীয় ব্রহ্মবাদিদিগেরই ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার আছে। ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিরা ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল যথার্থ তত্ত্ব ও আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। অতএব ইহার প্রথমেই আছে যে, "ব্রহ্মবাদিরা বলেন" ॥ ১ ॥

২

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

'যতঃ' যস্মাৎ 'বৈ' 'ইমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'যেন' চ তানি 'জাতানি' জীবন্তি প্রাণান্‌ ধারয়ন্তি, অন্তে চ 'যৎ' ব্রহ্ম 'প্রয়ন্তি' প্রতিগচ্ছন্তি,

'অভিসংবিশন্তি' তমেব প্রতিপদ্যন্তে, প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ; 'তৎ' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব, 'তৎ ব্রহ্ম' ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে; তাঁহাকে বিশেষ-রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যাঁহা হইতে এই স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সকলে স্থিতি করিতেছে, এবং যাঁহার ইচ্ছা হইলে তাহারদিগের এক কণামাত্রও থাকিতে পারে না; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সত্য, তিনিই আমারদের প্রভু। সেই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সত্যকাম ও সত্য-সংকল্প; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। যে পূর্ণ পুরুষের শক্তি হইতে এই সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লাভ করিয়াছে, যদি তিনি তাহারদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছা করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শক্তির সহিত সেই সমুদয় বস্তু তাঁহার শক্তিতে লয় হইয়া তাঁহাতেই পুনর্বার গমন করিবেক, তাহারদিগের চিহ্নমাত্রও কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা কেবল একমাত্র পরমেশ্বর। আমরা কতকগুলি বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহারদিগের গুণ অবগত হইয়া এবং তাহারদিগকে উপযুক্ত মত সংযোগ করিয়া কোন এক অপূর্ব যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারি বটে, এবং তাহাকে পুনর্বার অনায়াসে ভগ্ন করিতেও পারি; কিন্তু আমারদিগের এমন শক্তি নাই যে, আমরা এক রেণু বালুকাকে সৃষ্টি করিতে পারি, অথবা এক রেণু বালুকাকে ধ্বংস করিতে পারি। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেতেই আছে ॥ ২ ॥

৩

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ ৩ ॥

'আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি' ॥ ৩ ॥

আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে ॥ ৩ ॥

এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা নির্বিশেষ পরমেশ্বরের কোন বিশেষ নাম নাই। যে সকল পূর্বতন ব্রহ্মবাদিরা আপনার অন্তরে সেই নিরতিশয় মহান সর্বব্যাপী সর্বগত মঙ্গলময় পুরুষকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তজ্জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরাও যখন তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া আনন্দরসে দ্রব হই, তখন আমরাও তাঁহাকে আনন্দ-স্বরূপ বলিতে থাকি ॥ ৩ ॥

৪

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ৪ ॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' ॥ ৪ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

সেই অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর পরিমিত বস্তু নহেন, তিনি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন। অতএব মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; মন যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে না পারিল, তবে বাক্যও সুতরাং তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিবৃত্ত হয়, এবং বাক্য তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। সেই অনন্ত পুরুষকে কেবল মনের মন বলিয়া, বাক্যের বাক্য বলিয়া, সকলের চেতনাবান কারণ ও আশ্রয় বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। যিনি এই নির্বিশেষ সর্বব্যাপী আনন্দ-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সর্বক্ষণ সাক্ষাৎ পাইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার সকল কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্ত-কাম হইয়াছেন। তিনি তাঁহার শরণাগত

অনুগত দাস হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনেই তৎপর থাকেন। তিনি লোকাপবাদ, কি দুঃসহ অপমান, কি অযোগ্য তিরস্কার, কি দুর্নিবার অত্যাচার-ভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে কদাপি পরাঙ্মুখ হয়েন না। সেই প্রিয়তমের আজ্ঞাপালন জন্য প্রাণ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার, অতএব তাঁহাকে কে আর ভয় প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি আপনার প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ অর্পণ করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন; সর্ব-সংহারক ভয়ানক মৃত্যু হইতেও তিনি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৪ ॥

৫

রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ ৫ ॥

'রসঃ' আনন্দকরতৃপ্তিহেতুঃ 'বৈ' 'সঃ' পর আত্মা। 'রসং হি এব' 'অয়ং' জীবঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'আনন্দী' সুখী 'ভবতি' ॥ ৫ ॥

সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন ॥ ৫ ॥

যে মঙ্গলময়ের প্রেমরস লাভ করিয়া জীব পরমানন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্য তাঁহাকে আপনা হইতেই রস-স্বরূপ বলিয়া উঠে ॥ ৫ ॥

৬

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দযাতি ॥ ৬ ॥

'কঃ হি এব' লোকে 'অন্যাৎ' চেষ্টাং কুর্য্যাৎ, 'কঃ' বা 'প্রাণ্যাৎ' প্রাণনং কুর্য্যাৎ, 'যৎ' যদি 'এষঃ আকাশে' 'আনন্দঃ' আনন্দরূপঃ পরঃ আত্মা 'ন স্যাৎ'। 'এষঃ' পরমাত্মা 'হি এব' 'আনন্দযাতি' আনন্দযতি সুখযতি লোকং ধর্ম্মানুরূপম্ ॥ ৬ ॥

কে বা শরীর-চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন।···ইনিই লোকসকলকে আনন্দ বিতরণ করেন ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা থাকাতেই এই অনুপম জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং জীবসকল জীবনের উপায় লাভ করিয়াছে। তিনি না থাকিলে ইহার কিছুই হইত না। কোথায় বা ভূলোক, কোথায় বা দ্যুলোক, কোথায় বা এই সকল প্রাণিজঙ্গম, কোথায় বা তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপ, কোথায় বা সুখ-সৌভাগ্য থাকিত, যদি সর্ব-স্রষ্টা, সর্বাশ্রয়, মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর এই জগৎ সংসার সৃজন না করিয়া এ প্রকার সুনিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন না করিতেন। তিনিই লোক-সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন। মঙ্গল-স্বরূপ বিশ্বপাতা আমারদিগের সকলের সুখ উদ্দেশ করিয়া যাহাতে যে প্রকার সুখ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, আমরা তাহা হইতেই সেই প্রকার সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। জগতের শোভা দর্শন, সুস্বাদ অন্নের রসাস্বাদন, পিতামাতার স্নেহ ও বন্ধুদিগের প্রণয় লাভ, জ্ঞান-শিক্ষা, ধর্মানুষ্ঠান, ইত্যাদি যে বস্তু হইতে যে উপায়ে যত প্রকার সুখ লাভ করি, সকলই তাঁহারই প্রসাদাৎ। আহা! তাঁহার কি করুণা। তিনি কেবল বিষয় দ্বারা নানাপ্রকার সুখ প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, প্রার্থী হইলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও প্রদান করিয়া আমারদের প্রাণকে শীতল করেন, মনকে পূর্ণ করেন, এবং স্পৃহাকে তৃপ্ত করেন। যে সকল শান্ত-প্রকৃতি ধীরেরা বিষয়-সুখে তৃপ্ত না হইয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তিনি অচিরাৎ হৃদয়-ধামে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারদের নয়ন-যুগলের শোকসন্তপ্ত অশ্রুসকল মার্জন করেন, এবং প্রচুর অমৃত-বারি বর্ষণ করিয়া তাঁহারদের শুষ্ক হৃদয়-পদ্মকে বিকশিত করেন। আহা! যিনি ক্ষণকালের নিমিত্তেও সেই অমৃতময় পূর্ণ পুরুষকে আপনার অন্তরে সাক্ষাৎ পাইয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মহিমা জানিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৭

যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি ॥ ৭ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে 'হি এব' 'এষঃ' সাধকঃ 'এতস্মিন্' 'অদৃশ্যে' অবিষয়ভূতে, 'অনাত্ম্যে' অশরীরে, 'অনিরুক্তে' অবিশেষে (বিশেষো হি নিরুচ্যতে, অবিশেষঞ্চ ব্রহ্ম তস্মাদনিরুক্তম্ 'অনিলয়নে') অনাধারে ব্রহ্মণি

'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিম্ 'অভয়ং' যথা স্যাৎ তথা 'বিন্দতে' ; 'অথ' তদা 'সঃ অভয়ং গতঃ ভবতি' অভয়ং প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয়প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

যেমন শিশু সন্তানেরা ভয় প্রাপ্ত হইলে মাতৃ-ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, তদ্রূপ আমরা সেই অমৃতময় পুরুষের সর্বত্র-প্রসারিত ক্রোড়কে আশ্রয় করিয়া এই ভয়াকীর্ণ সংসারের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই। তখন আমরা নির্ভয় হইয়া অদৃশ্য অথচ সকলের দ্রষ্টা, নিরাধার অথচ বিশ্বের আধার, সর্বাশ্রয় পরমেশ্বরকে একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করি, এবং তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া অপ্রতিহত চিত্তে তাঁহার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিতে থাকি ॥ ৭ ॥

৮

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥ ৮ ॥

'যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' ॥ ৮ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

পরমেশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে যাঁহার বিশ্বাস নাই এবং যিনি তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত না থাকেন, তিনি অখণ্ডনীয় পরিপাটী শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের মধ্যে থাকিয়াও অন্ধকারময় আগারস্থিত ব্যক্তির ন্যায় নানা ভয়ে ভীত হন ; কিন্তু যিনি পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের মঙ্গল-জ্যোতি বিশ্বসংসারে বিকীর্ণ দেখিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

৯

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোহস্য পরমোলোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৯ ॥

'অস্য' জীবস্য 'এষা' 'পরমা গতিঃ' আনন্দরূপঃ পর আত্মৈব পরমা গতিঃ। সর্ব্বাসাং সম্পদাং বিভূতীনাং মধ্যে 'এষা অস্য পরমা সম্পৎ'। (যেহন্যে কর্ম্মফলাশ্রয়া লোকাস্তেহস্য অপরমাঃ) 'এষঃ' পর আত্মা তু 'অস্য পরমঃ লোকঃ'। (যান্যন্যানি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতানি আনন্দজাতানি তান্যপেক্ষ্য), 'এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ'। 'এতস্য এব' 'আনন্দস্য' 'মাত্রাং' কলাং অংশং 'অন্যানি ভূতানি' 'উপজীবন্তি' অনুভবন্তি ॥ ৯ ॥

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীবসকল উপভোগ করে ॥ ৯ ॥

যত প্রকার সদ্গতি আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরই আমারদিগের পরম গতি ; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া পুণ্যের শেষ পুরস্কার। যত প্রকার সম্পদ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদের পরম সম্পদ ; এ সম্পদ যিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহার আর কোন সম্পদকে সম্পদই বোধ হয় না। যত যত লোক আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর আমারদিগের পরমাশ্রয়-স্বরূপ পরম লোক ; তাঁহাতে যিনি বাস করেন, তিনি আর কোন অনিত্য পরিমিত লোকের অস্থায়ী অপূর্ণ সুখ প্রার্থনা করেন না। যত প্রকার আনন্দ আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বর-লাভ আমারদিগের পরমানন্দের বিষয় ; এই ব্রহ্মলাভ-জনিত পরমানন্দের তুলনায় জীবদিগের আর আর সমুদয় আনন্দ এক কণা মাত্র ; তথাপি সেই কণামাত্র আনন্দকে উপভোগ করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে ॥ ৯ ॥

সৃষ্টি

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

১০

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ ॥ ১ ॥

'ইদং' জগৎ 'বৈ' 'অগ্রে' পুরা 'ন এব কিঞ্চিৎ আসীৎ'। 'সৎ' অস্তিতামাত্রং বস্তু, নির্বিশেষং নিরবয়বং, 'এব' হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন, 'ইদমগ্রে' অস্যাগ্রে, জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ, 'আসীৎ' 'একম্ এব', (তস্য একস্য সতঃ সহকারিকারণং দ্বিতীয়ং অনাদি বস্ত্বন্তরং প্রতিষিধ্যতে) 'অদ্বিতীয়ম্' ইতি। যৎ তৎ সৎ 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ' ॥ ১ ॥

এই জগৎ পূর্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে, হে প্রিয় শিষ্য! কেবল একই অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্ম বিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র সৎ পদার্থ পরব্রহ্ম ছিলেন, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু ছিল না; সৃষ্টির পরেও চেতনাচেতন সমুদয় বস্তু কেবল একমাত্র তাঁহারই আশ্রয়ে স্থিতি করিতেছে; এ নিমিত্তে তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি সৎস্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি চেতন পদার্থ; তিনি আপনাকে আপনি জানিতেছেন; এই হেতু তিনি আত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই আত্মা আমাদের আত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন; ইহা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে পরে উক্ত হইয়াছে যে তিনি জন্ম-বিহীন, মহান্ আত্মা; অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার ইচ্ছাতে পরিমিত শক্তি ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে, এবং যাবৎ তাঁহার সেই ইচ্ছা থাকিবেক, তাবৎ সে জীবিত রহিবে,—পরমাত্মার স্বরূপ সেরূপ নহে; তিনি স্বয়ম্ভু স্বতন্ত্র, এবং নিত্য ও পরিপূর্ণ ॥ ১ ॥

১১

স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ ॥ ২ ॥

'সঃ' অজ আত্মা 'তপঃ অতপ্যত' জগৎসৃষ্টিবিষয়ামালোচনামকরোৎ। 'সঃ' আত্মা 'তপঃ তপ্ত্বা' এবমালোচ্য প্রাণিকর্ম্মাদিনিমিত্তন্, 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ (দেশতঃ কালতোনাম্না রূপেণ চ), 'অসৃজত' সৃষ্টবান্, 'যৎ ইদং কিঞ্চ' যৎকিঞ্চেদমনবশিষ্টম্ ॥ ২ ॥

তিনি বিশ্ব-সৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥

সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ ছিল না, সুতরাং তিনি নির্মাতার ন্যায় অন্য কোন বস্তুর সহায়তা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি সৃষ্টি-ক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করিলেন, এবং আলোচনা করিয়া এই সমুদয় জগৎসংসার সৃষ্টি করিলেন। আমরা মৃৎ-পাষাণ-লৌহাদি দ্বারা দ্রব্যবিশেষ নির্মাণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। অন্য কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে স্বীয় ইচ্ছা দ্বারা বস্তুর উৎপাদন করার নাম সৃষ্টি। সুতরাং আমারদের কোন পদার্থ সৃষ্টি করিবার শক্তি নাই। সৃষ্টি করিবার শক্তি কেবল এক পরমাত্মারই আছে; তিনি একাকী কেবল আপনার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়া দ্বারা চেতনাচেতন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া এই আশ্চর্য বিশ্ব-যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

১২

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্বেবন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩ ॥

'এতস্মাৎ' পুরুষাৎ 'জায়তে' উৎপদ্যতে 'প্রাণঃ', এবং 'মনঃ' 'সর্বেন্দ্রিয়াণি চ' সর্ব্বাণি চ ইন্দ্রিয়াণি। তথা 'খং' আকাশঃ, 'বায়ুঃ', 'জ্যোতিঃ' অগ্নিঃ, 'আপঃ' উদকং, 'পৃথিবী' 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'ধারিণী' ॥ ৩ ॥

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥

জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বিশ্ব-নির্মাণের সকল উপকরণ এবং প্রাণ, মন ও

সমুদয় ইন্দ্রিয়, কেবল সেই সর্বশক্তিমান পূর্ণ পুরুষই আপন ইচ্ছাতে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩ ॥

১৩

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৪ ॥

'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ'। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৪ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য প্রকাশ পাইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। কোন পদার্থ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ; চন্দ্র সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র, জল বায়ু, ইহারা জড় পদার্থ হইয়াও তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কর্মে ধাবমান হইতেছে ॥ ৪ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১৪

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১ ॥

নিত্যেনামৃতেনাভয়েন কূটস্থেনাচলেন ধ্রুবেণার্থী সন্, 'সঃ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ অভয়ং শিবমমৃতং ব্রহ্ম যৎ 'তদ্বিজ্ঞানার্থং' তস্য বিশেষেণাধিগমার্থং 'গুরুং' আচার্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠং শমদমাদিসম্পন্নং 'এব' 'অভিগচ্ছেৎ'। 'তস্মৈ' ব্রহ্মজিজ্ঞাসবে 'স বিদ্বান্' গুরু ব্র্হ্মবিৎ 'উপসন্নায়' উপগতায় 'সম্যক্' 'প্রশান্তচিত্তায়' উপরতকাম-ক্রোধাদি-দোষায় 'শমান্বিতায়' শমেন ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-রহিতেন চ যুক্তায়, 'যেন' বিজ্ঞানেন যয়া বিদ্যয়া পরয়া, 'অক্ষরং' অক্ষরত্বাৎ, 'পুরুষং' পূর্ণত্বাৎ, 'সত্যং' পারমার্থ-স্বাভাব্যাৎ, 'বেদ' জানাতি, 'তাং' 'ব্রহ্মবিদ্যাং' 'তত্ত্বতঃ' যথাবৎ 'প্রোবাচ' প্রব্রূয়াৎ ॥ ১ ॥

পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য-সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত শমান্বিত-চিত্ত দেখিয়া, যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন ॥ ১ ॥

সকলের কর্তব্য, মনকে সংযত করিয়া প্রশান্ত হইয়া পরব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মবিৎ গুরুর নিকটে গমন করেন ; এবং সেই গুরুর কর্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন, তিনি তাঁহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন ; তাহাতে অবহেলা না করেন ॥ ১ ॥

১৫

অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো-ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর-মধিগম্যতে ॥ ২ ॥

'অপরা' অশ্রেষ্ঠা বিদ্যা 'ঋগ্বেদঃ যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ' ইত্যেতে

চত্বারোবেদাঃ। ‘শিক্ষা কল্পঃ ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দঃ জ্যোতিষম্ ইতি’ অঙ্গানি ষট্। ‘অথ’ ‘পরা’ শ্রেষ্ঠা বিদ্যা ‘যয়া’ ‘তৎ অক্ষরং’ ব্রহ্ম ‘অধিগম্যতে’ জ্ঞায়তে ॥ ২ ॥

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা ॥ ২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ক জ্ঞানলাভ মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে সেই পরম প্রার্থনীয় জ্ঞান-রত্ন লাভ করা যায় তাহাই প্রকৃত বিদ্যা; তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আর আর সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এ কারণ ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতির যে যে ভাগ এবং অন্যান্য যে সকল বিদ্যা ব্রহ্ম-বিষয়ক যথার্থ তত্ত্বের উপদেশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহা সর্বসাধারণের শিক্ষণীয় ॥ ২ ॥

১৬

যত্তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অগোত্রম্ অবর্ণম্ অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদ্ অপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৩ ॥

তদ্ অক্ষরং বিশিনষ্টি ‘যৎ তৎ’ ইতি বক্ষ্যমাণং বুদ্ধৌ সংহৃত্য সিদ্ধবৎ পরামৃশতি। ‘অদ্রেশ্যম্’ অদৃশ্যং সর্ব্বেষাং বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং ন গম্যম্, ‘অগ্রাহ্যং’ কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ং, ‘অগোত্রং’ অনন্বয়ং, ‘অবর্ণং’ শুক্লাদয়োঽবিদ্যমানা বর্ণা যস্য তৎ। চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ নামরূপবিষয়ে করণে সর্ব্বজন্তূনাং, তে অবিদ্যমানে যস্য তৎ ‘অচক্ষুঃশ্রোত্রম্’। ‘তৎ’ অপাণিপাদং কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতং, ‘নিত্যং’ অজমবিনাশি, ‘বিভুং’ ব্যাপিনং, ‘সর্ব্বগতং’ আকাশবৎ, ‘সুসূক্ষ্মং’ রূপাদি-রহিত্বাৎ। ‘তৎ’ ন ব্যেতীতি ‘অব্যয়ং’, ন হ্যনঙ্গস্য স্বাঙ্গাপচয়-লক্ষণোব্যয়ঃ সম্ভবতি শরীরস্যেব। নাপি পূর্ণস্বভাবস্য গুণদ্বারকোব্যয়ঃ সম্ভবতি মনস ইব। ‘যৎ’ এবম্ভূতলক্ষণং, ‘ভূতযোনিং’ ভূতানাং কারণং, ‘পরিপশ্যন্তি’ সর্ব্বতঃ পশ্যন্তি, ‘ধীরাঃ’ ধীমন্তঃ ॥ ৩ ॥

যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়, কর্মেন্দ্রিয়ের অতীত, জন্মরহিত, রূপ-রহিত, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-বিহীন, সেই হস্ত-পদ-শূন্য, জন্ম-মৃত্যু-বর্জিত, সর্বব্যাপী, সর্বগত, অতি সূক্ষ্ম-স্বভাব, হ্রাস-রহিত, সর্ব ভূতের কারণ পরব্রহ্মকে ধীরেরা সর্বতোভাবে দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সৃষ্টির অতীত পদার্থ; চক্ষু দ্বারাও দৃশ্য হন না, হস্ত দ্বারাও গ্রাহ্য হন না; তিনি কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর নহেন। তথাপি ব্রহ্মপরায়ণ ধীরেরা সেই সর্বভূতের কারণকে এই সৃষ্টির মধ্যে সর্বতোভাবে উপলব্ধি করেন ॥ ৩ ॥

১৭

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমোঽ-বায়্বনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাগ্ অমনোঽতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখমমাত্রম্ ॥ ৪ ॥

‘এতৎ বৈ তৎ’ ন ক্ষরতীতি ‘অক্ষরং’। হে ‘গার্গি’, গার্গী নাম্ কাচিৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুঃ, তস্যাঃ সম্বোধনং; যৎ ‘ব্রাহ্মণাঃ অভিবদন্তি’। ‘অস্থূলং’, তৎ স্থূলাদন্যং। তর্হি অণু? ন তৎ, ‘অনণূ’। অস্তু তর্হি হ্রস্বং? ন ‘অহ্রস্বং। এবং তর্হি দীর্ঘং? নাপি দীর্ঘং ‘অদীর্ঘং’। এতৈশ্চতুর্ভির্ব্বিশেষণৈঃ পরিমাণং প্রতিষিদ্ধম্। অস্তু তর্হি লোহিতগুণবিশিষ্টং? ততোঽপ্যন্যৎ’ ‘অলোহিতং’। ভবতু তর্হি অপাং স্নেহনং? ন, ‘অস্নেহং’। অস্তু তর্হি ছায়া? সর্ব্বথাপ্য-নির্দ্দেশ্যত্বাৎ ছায়ায়া অপ্যন্যৎ, ‘অচ্ছায়ং’। অস্তু তর্হি তমঃ? ‘অতমঃ’। ভবতু বায়ুস্তর্হি? ‘অবায়ু’। ভবেত্তর্হি আকাশঃ? ‘অনাকাশং’। ভবতু তর্হি সঙ্গাত্মকং? ‘অসঙ্গং’। রসোঽস্তু তর্হি? ‘অরসং’। তথা ‘অগন্ধম্। অস্তু তর্হি চক্ষুষ্কং? ‘অচক্ষুষ্কং’; ন হি চক্ষুরস্য করণং বিদ্যতে; পশ্যত্যচক্ষুরিতি তথা। ‘অশ্রোত্রং’, স শৃণোত্যকর্ণ ইতি। ভবতু তর্হি সবাক্? ‘অবাক্’। তথা ‘অমনঃ’। ‘অতেজস্কম্’, অবিদ্যমানং তেজোঽস্য; ন হ্যগ্ন্যাদিতেজোবদস্য তদ্বিদ্যতে। শারীরকঃ প্রাণবায়ুঃ প্রতিষিধ্যতে, ‘অপ্রাণং’। ন হ্যস্য মুখমিতি ‘অমুখং’। মীয়তে যেন তন্মাত্রং; ন তেন কিঞ্চিন্মীয়তে, ‘অমাত্রম্’ ॥ ৪ ॥

হে গার্গি! ব্রাহ্মণেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন, তিনি এই অবিনাশী ব্রহ্ম। তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব

নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন। তিনি অলোহিক, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন, তেজোবিহীন, শারীরিক-প্রাণবিহীন, মুখবিহীন। কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না ॥ ৪ ॥

তিনি স্থূল নহেন, তিনি অণু নহেন, তিনি হ্রস্ব নহেন, তিনি দীর্ঘ নহেন; তাঁহাতে কোন পরিমাণ নাই। তিনি অলোহিত, তাঁহাতে রক্তাদি কোন বর্ণ নাই। তিনি অস্নেহ, তিনি জলীয় বস্তু নহেন; তিনি অবায়ু, বায়বীয় পদার্থও নহেন, তিনি রসও নহেন, তিনি গন্ধও নহেন। এ সকল বাহ্য জড় বস্তুর স্বভাব। তিনি কদাপি জড় নহেন, সুতরাং এ সকল কিছুই তাঁহাতে নাই। তিনি যেমন জড় বস্তু নহেন, সেইরূপ আমারদিগের ন্যায় জড়-শরীর-বিশিষ্টও নহেন; তাঁহাতে শারীরিক প্রাণ নাই, এবং তাঁহার মুখাদি অঙ্গও নাই। আমাদিগের যেমন শরীর আর মনেতে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, এবং এই সম্বন্ধ জন্য যেমন আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি, বাক্য কহি, পরমেশ্বর তেমন শরীর-মন-মিলিত কোন জীব নহেন; সুতরাং আমারদিগের ন্যায় তিনি চক্ষু দ্বারা দর্শন করেন না, এবং মুখ দ্বারাও বাক্য কহেন না; তিনি অচক্ষুঃ, অকর্ণ, অবাক্। তিনি মনোবিহীন। তিনি দেহশূন্য মনও নহেন, তাঁহাতে মনের কার্য কিছুই নাই। তিনি অসঙ্গ, সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন। তিনি যদি জড়ও নহেন এবং মনও নহেন, তবে তিনি কি ছায়া, কি অন্ধকার, কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু হইবেন? না; তিনি ছায়া, কি অন্ধকার কি আকাশের ন্যায় কোন অবস্তু নহেন। তিনি নিত্য সত্য বস্তু, তিনি অনন্ত-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ; তাঁহার সহিত কাহারো উপমা হয় না। জড় হইতে যেমন মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে তদ্রূপ সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ! তাঁহার জ্ঞান, সৃষ্ট মানসিক জ্ঞানের ন্যায় নহে; জ্ঞানক্রিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ। কোন বস্তু জানিবার জন্য সেই সর্বজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় আবশ্যক করে না; পূর্ব-বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তেও তাঁহার স্মৃতি-শক্তি আবশ্যক হয় না। তিনি এক কালে সমুদয় বস্তু জানিতেছেন। আমারদিগের ন্যায় তাঁহার ক্রোধও নাই, দ্বেষও নাই, ঘৃণাও নাই, শোকও নাই, এবং আমারদিগের ন্যায় তাঁহার দয়াও নহে, স্নেহও নহে, প্রেমও নহে, হর্ষও নহে; তিনি মঙ্গল-স্বরূপ; তাঁহার সেই মঙ্গল-ভাবের অন্তর্ভূত স্নেহ, করুণা, প্রীতি, তাঁহা হইতে বহমান হইয়া জগৎকে

সিক্ত রাখিয়াছে। তিনি আমারদিগের মানসিক বৃত্তি ন্যায়, দয়া, স্নেহ, প্রেমকে অনন্ত গুণে অতিক্রম করেন। আমারদিগের প্রেম অনন্ত প্রেমের কণামাত্র ॥ ৫ ॥

১৮

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ ৫ ॥

যথা রাজ্ঞঃ প্রশাসনে রাজ্যম্ অস্ফুটিতং নিয়তং বর্ত্ততে, এবং 'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে', হে 'গার্গি', সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ', অহোরাত্র-যোর্ল্লোকপ্রদীপৌ, লোক-প্রয়োজনবিজ্ঞানবতা নির্ম্মিতৌ; 'বিধৃতৌ' 'তিষ্ঠতঃ' বর্ত্তেতে ॥ ৫ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৫ ॥

তাঁহার শাসনে সূর্য সৌর-জগতের মধ্যস্থিত হইয়া প্রদীপবৎ তাহার অন্তর্বর্তী ভূলোক ও গ্রহাদি অন্যান্য লোককে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা প্রকাশ করিতেছে, স্বীয় শক্তি দ্বারা তাহারদিগকে নিজ নিজ পথে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, এবং তেজ বিতরণ দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জন্তু ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিজ্জের জীবন ধারণ করিতেছে। সকলের রমণীয় সুধাংশু চন্দ্রও তাঁহারই নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া শূন্য-পথে বিচরণ করিতেছে, এবং প্রতি রজনীতে নূতন নূতন বেশ ধারণ করিয়া সকলের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিতেছে, ও স্বীয় মনোহর আলোক প্রদান দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগকে সতেজ ও সজীব রাখিতেছে ॥ ৫ ॥

১৯

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥ ৬ ॥

'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' 'বিধৃতে' 'তিষ্ঠতঃ'। এতদ্ব্যক্ষরং সর্ব্ব-ব্যবস্থাসেতুঃ সর্ব্ব-মর্য্যাদা-বিধরণম্। অতোনাক্ষরস্য প্রশাসনং দ্যাবাপৃথিব্যা-বতিক্রমিতুং শক্নুতঃ ॥ ৬ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৬ ॥

ভূলোক ভিন্ন সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদি অন্যান্য যত জ্যোতির্বিশিষ্ট লোক, সমুদয়ের সাধারণ নাম দ্যুলোক। আমারদের পদতলে যে এই ভূলোক, এবং মস্তকের উপরে যে দ্যুলোক, সকলই সেই মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বপাতার প্রশাসনে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। তাহাদের এক কণামাত্রও তাঁহার নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

২০

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরাইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৭ ॥

'এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি 'নিমেষা' মুহূর্ত্তাঃ অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসাঃ মাসাঃ ঋতবঃ সংবৎসরাঃ ইতি' এতে কালাবয়বাঃ 'বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি' ॥ ৭ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, সমুদয় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

কালে কালে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তাঁহারই নিয়মে ঘটিতেছে। তাঁহার অনতিক্রমণীয় নিয়মের বহির্ভূত হইয়া স্বল্প-মাত্র ঘটনাও ঘটিতে পারে না ॥ ৭ ॥

২১

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ ॥ ৮ ॥

তথা "এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে' হে 'গার্গি' 'প্রাচ্যঃ' প্রাগঞ্চনাঃ পূর্ব্বদিগয়নাঃ 'নদ্যঃ' 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তি 'শ্বেতেভ্যঃ' হিমবদাদিভ্যঃ 'পর্ব্বতেভ্য' গিরিভ্যঃ 'প্রতীচ্যঃ' প্রতীচিদিগয়নাঃ 'অন্যাঃ' নদ্যঃ স্যন্দতে বহুভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ। তাস্তা নদ্যোযথা প্রবর্ত্তিতা এবং নিয়তাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৮ ॥

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্বতসকল হইতে স্যন্দমান হইতেছে ॥ ৮ ॥

পরম মঙ্গল্য পরমেশ্বরের নিয়মে বেগবতী নদীসকল তুষারাবৃত উচ্চ উচ্চ পর্বত হইতে নিঃসৃত এবং প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য জীবজন্তুদিগের অতি উপকারিণী ও কল্যাণদায়িনী হইয়াছে। দৃষ্টি-বহির্ভূত কোন অপরিজ্ঞাত পর্বতের কোন অনির্দিষ্ট স্থানে যে জলরাশি সঞ্চিত হয়, আমরা তাহা হইতে শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি ॥ ৮ ॥

২২

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি ॥ ৯ ॥

'যঃ বৈ' 'এতদক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা' অবিজ্ঞায় 'অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে' যদ্যপি 'বহুনি বর্ষসহস্রাণি' তথাপি 'অন্তবৎ এব অস্য' 'তৎ ফলং 'ভবতি' ॥ ৯ ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯ ॥

মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি-ভাব নিবদ্ধ করিতে হইবে; জানিয়া শুনিয়া তাঁহার কার্যে যোগ দিতে হইবে। তবে তাঁহার সহবাসজনিত অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তাঁহাকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও, বা লোকরঞ্জন বৃথা যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মান মর্যাদা যশঃ কীর্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথা-সর্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও, ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না; সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হয় না। যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ পূর্বক এবং তাঁহাকে প্রীতি পূর্বক তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ করেন, তাঁহাতে ধর্মের সমুদয় লক্ষণ প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি অনন্ত কাল পর্যন্ত পরম প্রার্থনীয় অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ৯ ॥

২৩

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥১০॥

'যঃ বৈ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'সঃ' 'কৃপণঃ' পণক্রীত ইব দাসঃ। 'অথ যঃ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি' 'সঃ ব্রাহ্মণঃ' ॥ ১০ ॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র, অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

ভূমণ্ডলে যাবতীয় জীব আছে, তন্মধ্যে কেবল মনুষ্যই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে অধিকারী। পরাৎপর পরমেশ্বরকে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মসমুদয়কে জানিবার অধিকার আছে বলিয়াই মনুষ্যনামের এত গৌরব হইয়াছে। যিনি এই পরমোৎকৃষ্ট মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন, তাঁহার অপেক্ষা হতভাগ্য আর কে আছে? পরম-প্রীতি-ভাজন পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া যে অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার স্বাদ গ্রহণেও যিনি সমর্থ না হইলেন, তাঁহার অপেক্ষায় দীন আর কোন্ ব্যক্তি? তিনি কৃপাপাত্র, অতি দীন। তাঁহার জন্ম ভার-বাহক পশু-জন্ম। আর যিনি তাঁহাকে জানিয়া এ লোক হইতে প্রস্থান করেন, তিনি পরম ভাগ্যবান; তিনি মনুষ্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ ॥ ১০ ॥

২৪

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ॥ ১১ ॥

'তৎ বৈ এতৎ অক্ষরং' হে 'গার্গি' 'অদৃষ্টং' ন কেনচিৎ দৃষ্টং অবিষয়ত্বাৎ; স্বয়ন্তু 'দ্রষ্টৃ'; তথা 'অশ্রুতং" শোত্রস্যাবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ন্তু 'শ্রোতৃ'; তথা 'অমতং' মনসোঽবিষয়ত্বাৎ, স্বয়ন্তু 'মন্তৃ', তথা 'অবিজ্ঞাতং' বুদ্ধেরবিষয়ত্বাৎ; স্বয়ন্তু 'বিজ্ঞাতৃ'। 'এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে' হে 'গার্গি', 'আকাশঃ' 'ওতঃ চ প্রোতঃ চ' সর্ব্বতোব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

আমরা দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, তাহা তিনি জানিতেছেন। এবং আমরা যাহা না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানিতেছেন। কিন্তু তিনি কাহারও দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞানের বিষয় নহেন। তিনি আপনাকে আপনি যেমন জানিতেছেন, তেমন করিয়া তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারে না; অনন্ত-স্বরূপকে বুদ্ধি বুঝিয়া অন্ত করিতে পারে না। এই অনন্ত অক্ষর পুরুষের দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এমত স্থান নাই, যেখানে এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর নাই ॥ ১১ ॥

২৫

**ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ;
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ১২ ॥**

'ভীষা' ভয়েন 'অস্মাৎ' ব্রহ্মণঃ 'বাতঃ পবতে', 'ভীষা উদেতি সূর্য্যঃ'। 'ভীষা অস্মাৎ অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'। নিয়মেনাস্য ব্রহ্মণোমহার্হাঃ বাতাদয়ঃ পবনাদিকার্য্যেষু নিরন্তরং প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১২ ॥

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে সূর্য উদয় হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে ॥ ১২ ॥

সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩ ॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে, নিয়মেন চেষ্টতে, অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতম্! যদেব জগদুৎপত্ত্যাদি-কারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহদ্ভয়ং', মহচ্চ তৎ ভয়ঞ্চ, বিভেত্যস্মাদিতি, 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিব বজ্রং। যথা বজ্রোদ্যতকরং স্বামিনমভিমুখীভূতং দৃষ্ট্বা ভৃত্যা নিয়মেন তচ্ছাসনে প্রবর্ত্তন্তে, তথেদং চন্দ্রাদিত্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-লক্ষণং জগৎ নিয়মেনা-বিশ্রান্তং বর্ত্ততে ইত্যুক্তং ভবতি। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্ম-প্রবৃত্তি-সাক্ষিভূতং একং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' বিজানন্তি, 'অমৃতাঃ' অমরণ-ধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি' ॥ ১৩ ॥

এই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান প্রযুক্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যথা-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা-ভয়ানক। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বর এই জগতের প্রাণ; তাহা হইতে সকলে উৎপন্ন হইয়া এবং একমাত্র তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত রহিয়াছে। কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে পারে না; সকলেই তাঁহার শাসনে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি পাপে আসক্ত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মসেতু লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নিকটে তিনি উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা-ভয়ানক হয়েন! যাঁহারা এই পরমেশ্বরকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

২৭

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচম্। স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ॥ ১ ॥

'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং,' অস্তি বিদ্বদ্‌বুদ্ধিগম্যং সর্ব্বান্তরতমং কূটস্থম্ অজরম্ অমৃতম্ অভয়ম্ অজং শ্রোত্রস্যাপি শ্রোত্রং তৎসামর্থ্যনিমিত্তম্ ইতি। তথা 'মনসঃ মনঃ' 'যৎ' ব্রহ্ম। 'বাচঃ হ' 'বাচং' বাক্, তথা 'সঃ উ প্রাণস্য প্রাণঃ' তথা 'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ' ॥ ১ ॥

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য; তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ॥ ১ ॥

পরমেশ্বর হইতেই চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, আপন আপন শক্তি লাভ করিয়াছে, এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই তাহারা সেই সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিতেছে। অতএব তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি যেমন চক্ষুর চক্ষু কিন্তু স্বয়ং চক্ষু নহেন, শ্রোত্রের শ্রোত্র কিন্তু স্বয়ং শ্রোত্র নহেন, তদ্রূপ মনের মন কিন্তু স্বয়ং মন নহেন। তিনি অপরিমিত জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি সকলের কারণ ও আশ্রয় ॥ ১ ॥

২৮

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদি-তাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২ ॥

যস্মাৎ শ্রোত্রাদেরপি শ্রোত্রাদি ব্রহ্ম, অতঃ 'ন' 'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি 'চক্ষুঃ গচ্ছতি', তথা 'ন বাক্ গচ্ছতি'; অভিধেয়ং প্রতি বাগ্ গচ্ছতি, ব্রহ্ম তু অনভিধেয়ম্, অতো ন বাগ্ গচ্ছতি; 'নো মনঃ' গচ্ছতি। ইন্দ্রিয়মনোভ্যাং হি বস্তুনোবিজ্ঞানং, তদগোচরত্বাৎ 'ন বিদ্মঃ' তৎ ব্রহ্ম। ইত্যতঃ 'ন বিজানীমঃ' 'যথা' যেন প্রকারেণ 'এতৎ' ব্রহ্ম 'অনুশিষ্যাৎ' উপদিশেৎ শিষ্যায়।

'অন্যৎ'পৃথক্ 'এব' 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'বিদিতাৎ' জ্ঞাতাৎ বস্তুনঃ; 'অথো' অপি 'অবিদিতাৎ' অজ্ঞাতাৎ, 'অধি' ইত্যুপর্য্যর্থে, অন্যৎ। 'ইতি' 'শুশ্রুম' শ্রুতবন্তো বয়ং 'পূর্ব্বেষাং' আচার্য্যাণাং বচনং, 'যে' আচার্য্যাঃ 'নঃ' অস্মভ্যঃ 'তৎ' ব্রহ্ম 'ব্যাচচক্ষিরে' ব্যাখ্যাতবন্তঃ, বিস্পষ্টং কথিতবন্তঃ ॥ ২ ॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানি না; এবং ইহাও জানি না যে কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব পূর্ব আচার্যেরা আমারদিগকে ব্রহ্ম-বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি ॥ ২ ॥

যিনি চক্ষুর চক্ষু হইয়াও চক্ষুর অগোচর, বাক্যের বাক্য হইয়াও বাক্যের অগোচর, মনের মন হইয়াও মনের অগোচর, তাঁহার বিষয়ে উপদেশ এই মাত্র যে, তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। আমাদিগের নিকটে যত বস্তু বিশেষরূপে বিদিত আছে, তিনি তাহার কিছুই নহেন। তিনি বিদিত কি অবিদিত সমুদয় পরিমিত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, আশ্রয়দাতা ও নির্বহিতা, ও সকলের অন্তর্গত এবং সকল হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। পূর্ব পূর্ব আচার্যদিগেরও এই উপদেশ ॥ ২ ॥

২৯

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৩ ॥

'যৎ' ব্রহ্ম 'বাচা' 'অনভ্যুদিতং' অপ্রকাশিতং, 'যেন' ব্রহ্মণা 'বাক্' বিবক্ষিতেঽর্থে 'অভ্যুদ্যতে' প্রকাশ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ। 'তৎ এব' ভূমাখ্যং 'ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং'। 'ন ইদং' ব্রহ্ম 'যৎ' 'ইদং' ইন্দ্রিয়মনোগ্রাহ্যং দেশকালপরিচ্ছিন্নং 'উপাসতে' ॥ ৩ ॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে ॥ ৩ ॥

বাক্য যাঁহা হইতে কহিবার শক্তি পাইয়াছে, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহার অধিষ্ঠানে বাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাক্য দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না। লোকে 'এই' বলিয়া নির্দেশ করত যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা তিনি নহেন। কেহ কেহ জল বায়ু, অগ্নি শিলা, পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতার উপাসনা করে; কেহ বা চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনা করে; কেহ মনঃ-কল্পিত দেব দেবীর প্রতিমূর্তির উপাসনা করে; কত লোকে অসামান্য-ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য-বিশেষকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে; কিন্তু ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে। ইহাঁদের উপাসনাতে ব্রহ্মের উপাসনা হয় না ॥ ৩ ॥

৩০

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

'যৎ' মনসোঽবভাসকং ব্রহ্ম 'মনসা' 'ন' 'মনুতে' সঙ্কল্পয়তি 'মনঃ' যেন ব্রহ্মণা 'মতং' বিষয়ীকৃতং 'আহুঃ' কথয়ন্তি ব্রহ্মবিদঃ। 'তৎ এব' মনসো মনঃ 'ব্রহ্ম' 'বিদ্ধি' 'ত্বং'। 'ন' 'ইদং' ব্রহ্ম 'যৎ ইদং' পরিচ্ছিন্নং 'উপাসতে' ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্যেরা কহেন,—লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে ॥ ৪ ॥

পরিমিত পদার্থকেই মন মনন করিতে পারে। কিন্তু অনন্তজ্ঞান-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে মন কি প্রকারে মনন করিবে? তিনি মনের বিষয় নহেন। সেই পূর্ণ-স্বরূপকে কেহ মনন করিতে পারে না; কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন। তিনি আমারদিগের সমুদয় ভাব, সমুদয় ইচ্ছা, সমুদয় কর্মের সাক্ষি-স্বরূপ; তাঁহার নিকটে অন্ধকার কুকর্মকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, এবং অপবাদও সৎ কর্মকে ম্লান করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

৩১

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপম্ ॥ ৫ ॥

অহং সুষ্ঠু বেদ ব্রহ্মেতি প্রতিপত্তিঃ মিথ্যৈব, তদেবেহ প্রতিপাদিতং।

'যদি' কদাচিৎ 'মন্যসে' 'সুবেদ ইতি', অহং ব্রহ্ম সুষ্ঠু বেদেতি, 'দভ্রং', অল্পং 'এব অপি নূনং' 'ত্বং' 'বেত্থ' জানীষে 'ব্রহ্মণঃ রূপম্' ॥ ৫ ॥

যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ ॥ ৫ ॥

যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মের বিষয় অতি অল্পই জানিয়াছেন ; কারণ ইহা তাঁহার জানা হয় নাই যে, অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানা যায় না। তিনি হয়তো ব্রহ্মকে কোন মূর্তিমান পদার্থ-তুল্য বোধ করিয়া তৃপ্ত আছেন। কিংবা তাহা হইতে যদি সূক্ষ্ম বুঝিয়া থাকেন, তবে দেহ-শূন্য পরিমিত মনের মত কোন পদার্থ বোধ করিয়া থাকিবেন। তিনি কদাপি ইহা জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার শরীরও নাই, এবং মনও নাই। তাঁহার শরীর থাকিলে তিনি প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেন, এবং মন থাকিলেও মনের গ্রাহ্য হইতেন। অনেক লোক এমন আছেন যে, ব্রহ্মের যে শরীর নাই, তাহা বুঝিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার যে মন নাই, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই শুদ্ধ মুক্ত অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপে পরিমিত মনের বৃত্তিসকল আরোপ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহার ক্রোধ আছে, তাঁহার দ্বেষ আছে, তাঁহার স্নেহ আছে, তাঁহার করুণা আছে, তাঁহার পক্ষপাতিতা আছে। তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম থাকিলে তাঁহাকে সুন্দররূপে জানা যাইত। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, তাঁহারা তাঁহাতে এই সকল মনের ধর্ম, এবং তন্মধ্যে যাঁহারা স্থূলদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে শরীরের ধর্ম আরোপ করেন। মন যে বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষের অগোচর, অতি সূক্ষ্ম বস্তু। ইহা হইতে সূক্ষ্ম বস্তু যিনি, যাঁহাতে মনেরও কোন ধর্ম নাই, তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে সুন্দররূপে জানিতে পারি? এই সমুদয় জগৎ-কৌশলের কারণ যিনি, তাঁহার অবশ্য জ্ঞান আছে ; কিন্তু সে জ্ঞান কি আমারদের মানসিক জ্ঞানের ন্যায় পরিমিত? সেই অনন্ত জ্ঞানকে আমরা আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা কি আয়ত্ত করিতে পারি? তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অদ্যাপি রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং প্রতীতি হইতেছে যে, তাঁহার সৃজন ও রক্ষণের শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি কি আমারদের শক্তির ন্যায় পরিমিত? তাঁহার সেই অচিন্ত্য শক্তি কি আমরা মনেতে ধারণা করিতে পারি? যিনি এই সৃষ্টির মঙ্গলের নিমিত্তে দয়া, স্নেহ, প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র মানসিক প্রেমের ন্যায়? সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপের দুরবগাহ্য গম্ভীর প্রেমে কোন্ ব্যক্তি বুদ্ধি নিবেশ করিতে পারে? ৫ ॥

৩২

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ৬ ॥

'ন অহং মন্যে সুবেদ' ব্রহ্ম 'ইতি'। নৈবং, তর্হি বিদিতং ত্বয়া ব্রহ্মেত্যুক্ত আহ, 'নো ন বেদ ইতি'। বেদৈবেতি, 'বেদ চ', নো। 'যঃ' কশ্চিৎ, 'নঃ' অস্মাকং মধ্যে, 'তৎ' উক্তং বচনং তত্ত্বতঃ 'বেদ', সঃ 'তৎ' ব্রহ্ম 'বেদ'। কিং পুনস্তদ্বচনমিত্যাহ, 'নো ন বেদেতি বেদ চ' ইতি ॥ ৬ ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন ॥ ৬ ॥

"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে," অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই, এমত নহে। আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল ভাব প্রতীতি করিয়াছি ; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান নেত্র দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ ভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছেন ॥ ৬ ॥

৩৩

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৭ ॥

'যস্য' ব্রহ্মবিদঃ 'অমতং' অবিজ্ঞাতং অবিদিতং ব্রহ্মেতি 'তস্য' 'মতং' জ্ঞাতং সম্যক্ ব্রহ্মেত্যভিপ্রায়ঃ। 'যস্য' পুনঃ 'মতং' জ্ঞাতং বিদিতং ময়া ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ, 'ন' ব্রহ্ম 'বেদ' বিজানাতি 'সঃ'। অবিজ্ঞাতং অমতং অবিদিতমেব ব্রহ্ম 'বিজানতাং' সম্যক্ বিদিতবতামিত্যেতৎ। 'বিজ্ঞাতং' বিদিতং ব্রহ্ম 'অবিজানতাং অসম্যগ্দর্শিনাং ॥ ৭ ॥

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানি নাই। যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে আমি ব্রহ্ম-স্বরূপ জানিয়াছি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপকে আমরা আমারদের পরিমিতি ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ করিয়া যে বুঝিতে পারি না, ইহা বুঝিলেই তাঁহার অনাদ্যনন্ত পূর্ণ-স্বরূপ জানা হইল; যে জ্ঞানবান্ পুরুষ স্বীয় বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সেই সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের পূর্ণভাব প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতি করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে তাঁহার ভাবের অন্ত পাওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

৩৪

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৮ ॥

'ইহ' এব, 'চেৎ' যদি, মনুষ্য 'অবেদীৎ' বিদিতবান্ (যথোক্ত-লক্ষণং ব্রহ্ম), 'অথ' তদা, 'অস্তি' 'সত্যং' পরমার্থতঃ। 'ইহ' জীবন্, 'চেৎ' যদি, 'ন' 'অবেদীৎ' বিদিতবান্, 'মহতী' দীর্ঘা, 'বিনষ্টি' বিনশনং। তস্মাদেবং গুণদোষৌ বিজানন্তঃ, 'ভূতেষু' ভূতেষু' স্থাবরেষু চরেষু চ, একং ব্রহ্ম 'বিচিন্ত্য' বিজ্ঞায় সাক্ষাৎকৃত্য, 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ, 'প্রেত্য' উপরম্য 'অস্মাৎ লোকাৎ' 'অমৃতাঃ ভবন্তি' ॥ ৮ ॥

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন ॥ ৮ ॥

যদিও আমারদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ব্রহ্মের স্বরূপকে পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না, তথাপি আমরা বুদ্ধির ভূমি সহজ-জ্ঞান দ্বারা সকল কারণের কারণ ও সকল আধারের মূলাধার এবং সকল

মঙ্গলের নিদান-ভূত বলিয়া তাঁহার পূর্ণ মঙ্গল-ভাবকে নিঃসংশয় রূপে প্রতীতি করিয়া থাকি। জীবাত্মা ক্ষীণ-পাপ হইয়া সেই অনন্ত-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে সকলের আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে পারে। এই প্রকারে এই পৃথিবীতেই থাকিয়া তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়। তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমারদিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমারদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমারদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?

জগৎ-কৌশল দেখিয়া কৌশল-কর্তার অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছি, শুভোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল দেখিয়া নিয়ন্তার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইতেছি, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ করিয়া আত্মাকে উন্নত করিতেছি, এবং আমারদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম দেখিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতেছি। তাঁহাকে যদি এখানে থাকিয়া না জানিলাম ও তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মাচরণ না করিলাম, তবে আমারদের কি হইল? কতকগুলিন সুবর্ণ-মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া, কি বিপুল যশো-মান লাভ করিয়া, অথবা নিকৃষ্ট-ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিয়া কি মনুষ্যের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে? ভঙ্গুর মৃণ্ময় পদার্থে বা দোষ-গুণ-বিশিষ্ট অপূর্ণস্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? যে ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে না জানিয়া, তাঁহার সহবাসজনিত নিত্য ভূমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবীর কোন মলিন সুখে লিপ্ত থাকে, তাহার মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়। সে পুণ্যলোক হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে।

স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তুর কৌশল ও উদ্দেশ্য আলোচনা করিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞানকে উদ্দীপন করিবেক, এবং আত্মপ্রত্যয়কে পোষণ করিবেক। স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি, তাঁহারই কৌশল। তাহারা তাঁহারই মঙ্গলভাব প্রকাশ করিতেছে, তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতেছে, তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি ভূতত্ত্ব বিদ্যা, কি চিকিৎসাবিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি আত্মতত্ত্ব, কি ধর্মনীতি, সকল বিদ্যাই তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের উপদেশ দিতেছে। এই সমুদয় বিদ্যা হইতে সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা পরিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবেক, এবং এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃতের আশ্রয়ে অমর হইবেক ॥ ৮ ॥

৩৫

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং ॥ ১ ॥

ঈষ্টে ইতি ঈট্, তেন 'ঈশা' পরমেশ্বরেণ; 'আবাস্যং' আচ্ছাদনীয়ং; 'ইদং সর্ব্বং' 'যৎ কিঞ্চ' যৎ কিঞ্চিৎ, 'জগত্যাং' ব্রহ্মাণ্ডে, 'জগৎ' তৎ সর্ব্বং। 'তেন ত্যক্তেন' পাপৈষণা-ত্যাগেন 'ভুঞ্জীথাঃ' পরমাত্মানং। 'মা গৃধঃ' গৃধিম্ আকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীঃ, ত্বং, 'ধনং' 'কস্যস্বিৎ' কস্যচিৎ ॥ ১ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কিছু পদার্থ সমুদয়ই পরমেশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে। পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর; কাহারও ধনে লোভ করিও না ॥ ১ ॥

যেমন পক্ষিরা আপনার শাবকদিগকে স্বীয় পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে, এবং বিবিধ বিঘ্ন হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করে, সেই প্রকার পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আচ্ছাদিত ও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। তিনি জগতের রাজাধিরাজ, তিনি আমারদের পিতা পাতা ও বন্ধু, তাঁহার শাসন সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার প্রেম সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে। পাপচিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেমাস্পদকে লাভ কর, এবং পরমানন্দ উপভোগ কর। যেমন শরীরের বিকার রোগ, তদ্রূপ মনের বিকার পাপ। রোগ হইলে যেমন অন্নাহারে প্রবৃত্তি থাকে না, তদ্রূপ পাপাচরণ করিলে ব্রহ্মানন্দ উপভোগেরও ইচ্ছা হয় না। অতএব পাপ চিন্তা পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ দ্বারা মনকে সুস্থ ও পবিত্র করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। অপরাধী ও অসৎ পুত্র স্বীয় পিতার প্রতি কদাপি প্রেম করিতে পারে না; তাঁহার শাসনেই সর্বদা ব্যাকুল থাকে। তদ্রূপ পাপাচারী ব্যক্তি অহরহ পরম পিতার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সেতু লঙ্ঘন করিয়া, উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, সর্বদা ম্লানই থাকে। তাঁহার শান্ত-স্বরূপ, তাঁহার পবিত্র-স্বরূপ, তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপ, অনুভব করিয়া স্বীয় চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ অপবিত্র চিত্তকে কি প্রকারে তাঁহার প্রেম-রসে আর্দ্র করিবে? অতএব যাঁহার ব্রহ্মকে লাভ করিবার বাসনা থাকে, তিনি বিষয়-লালসা পরিত্যাগ

করিবেন। তিনি সর্বতোভাবে পাপচিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবেন। তিনি অন্যের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিবেন না, অন্যের স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেন না, অন্যের ধনে লোভ করিবেন না ॥ ১ ॥

৩৬

অনেজদেকং মনসো জবীয়োনৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি ॥ ২ ॥

'অনেজৎ' ন এজৎ; এজৃ কম্পনে, কম্পনং চলনং স্থিরত্বপ্রচ্যুতিঃ, তদ্বিবর্জিতং। 'একং' প্রজ্ঞানঘনং, 'মনসঃ' 'জবীয়ঃ' জববত্তরং, মনসা তদ্ অপ্রাপ্যম্ ইত্যর্থঃ। দ্যোতনাৎ 'দেবাঃ' চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি; 'এনৎ' এতৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সর্ব্বস্থং; 'ন' 'আপ্নুবন্' প্রাপ্তবন্তঃ; 'পূর্ব্বং অর্ষৎ, পূর্ব্বম্ এব গতং, জবনাৎ মনসোঽপি। 'তৎ' ব্রহ্ম, 'ধাবতঃ' দ্রুতং গচ্ছতঃ, 'অন্যান্' মনোবাগিন্দ্রিয়-প্রভৃতীন্ 'অত্যেতি' অতীত্য গচ্ছতীব; 'তিষ্ঠৎ' স্বয়ম্ অবিকৃতম্ এব সৎ। 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি সতি; 'মাতরিশ্বা' মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বযতি গচ্ছতীতি, বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ; অপঃ' কর্ম্মাণি, প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি 'দধাতি' বিভজতীত্যর্থঃ। সর্ব্বা হি বিক্রিয়াঃ সর্ব্বাস্পদভূতে নিত্যে ব্রহ্মণি সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পরব্রহ্ম এক-মাত্র। তিনি অচল, অথচ মন হইতে বেগবান; ইন্দ্রিয়সকল সেই অগ্রগামী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও ঐ দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন। তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে ॥ ২ ॥

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনের নাম চলা। সেই একমাত্র পরব্রহ্ম সর্বত্র সমান রূপে ও পূর্ণ-রূপে বর্তমান আছেন; এমত স্থান নাই, যেখানে তিনি নাই। সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে তাঁহার গমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব তিনি অচল, তিনি চলেন না। তিনি অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হয়েন; মন তাঁহাকে ধরিতে পারে না। ইন্দ্রিয়সকলও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে ধরিবার জন্য যত চেষ্টা করে, তিনি স্থির থাকিয়াও যেন তাহাদিগকে

অতিক্রম করিয়া গমন করেন। বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে। বায়ুর অভাবে অতি অল্পকাল মধ্যেই শরীর বিকল হইয়া পড়ে। কিন্তু বায়ু যাঁহা হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি বর্তমান না থাকিলে সে আর কাহা হইতে শক্তি পাইয়া তদ্দ্বারা প্রাণিগণের শরীর রক্ষা করিতে পারিত? অতএব উক্ত হইয়াছে যে "তাঁহার অধিষ্ঠানেতে বায়ু প্রাণিদিগের দেহ-চেষ্টা সকল বিধান করিতেছে" ॥ ২ ॥

৩৭

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৩ ॥

'তৎ' ব্রহ্ম যৎ প্রকৃতম্, 'এজতি' চলতি, 'তৎ' এব চ 'ন এজতি' নৈব চলতি, অচলম্ এব সৎ চলতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, 'তৎ দূরে', 'তৎ উ অন্তিকে' সমীপেঽত্যন্তম্ এব। ন কেবলম অন্তিকে; 'তৎ' 'অন্তঃ' অভ্যন্তরে, 'অস্য সর্ব্বস্য' জগতঃ। 'তৎ' 'উ' অপি 'সর্ব্বস্য অস্য বাহ্যতঃ ব্যাপকত্বাৎ আকাশবৎ ॥ ৩ ॥

তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন ॥ ৩ ॥

লোকে স্থানান্তর প্রাপ্তির নিমিত্তে গমন করিয়া থাকে; তিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান থাকাতেই গমনের প্রয়োজন এক কালে সিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অতএব উক্ত হইয়াছে "তিনি চলেন", অর্থাৎ তাঁহার চলন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি জড়ের ন্যায় অচল নহেন, তিনি মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট নহেন। তিনি অমৃত, তিনি প্রাণ-স্বরূপ; তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা; তিনি মুক্ত-স্বভাব, মহানাত্মা। কিন্তু লোকেরা যেমন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলে, তদ্রূপ তিনি চলেন না; কারণ, তিনি সর্বত্র পূর্ণ রূপে বিদ্যমান আছেন,—তিনি অপরিবর্তনীয় ধ্রুব সত্য সনাতন। অতি দূরস্থ যে নক্ষত্র, সেখানেও তিনি আছেন। তিনি কেবল দূরেতে নাই, তিনি আমারদিগের নিকটেও আছেন। এত নিকটে যে, আমাদের অন্তরে আছেন, এবং যেমন আমারদিগের সকলের অন্তরে আছেন, তেমনি বাহিরেও আছেন। যেমন কোন রাজা স্বীয় সিংহাসনে বসিয়া তথা হইতে

আপনার রাজ্য শাসন করেন, তদ্রূপ তিনি পরিমিত কোন এক স্থান-স্থায়ী নহেন। তিনি একই সময়ে সর্বস্থানে সমান রূপে স্থায়ী হইয়া বিশ্ব সংসারকে পালন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

৩৮

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানংততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৪ ॥

'যঃ তু' মুমুক্ষুঃ 'সর্ব্বাণি ভূতানি' পরমে 'আত্মনি' ব্রহ্মণি 'এব অনুপশ্যতি'; 'সর্ব্বভূতেষু চ' পরমং 'আত্মানং' নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম পশ্যতি; সঃ 'ততঃ' তস্মাৎ এব দর্শনাৎ, 'ন বিজুগুপ্সতে' জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৪ ॥

যিনি পরমাত্মাতেই সকল বস্তুর অবস্থিতি দেখেন, এবং সকল বস্তুতে পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না ॥ ৪ ॥

পরমাত্মাতে সকল বস্তু অবস্থিতি করিতেছে; তিনি যাবতীয় বস্তুর আশ্রয়-স্বরূপ; তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া সকলে বর্তমান রহিয়াছে। যিনি পরমাত্মাকে সকলের আশ্রয়-স্বরূপ জানেন, এবং সর্বভূতেতে তাঁহাকে বিদ্যমান দেখেন, তিনি আর কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। তিনি দেখেন যে, আমরা সকলেই সেই অমৃত পুরুষের পুত্র; কেহই সর্বনিয়ন্তা বিশ্বপাতার অবজ্ঞেয় ও ত্যাজ্য নহে। অতএব তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন না। উত্তমাধম গুণানুসারে যাহার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহাই তিনি করেন ॥ ৪ ॥

৩৯

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৫ ॥

'সঃ' পরমাত্মা, 'পর্য্যগাৎ' পরি সমন্তাৎ অগাৎ গতবান্, আকাশবৎ ব্যাপীত্যর্থঃ। 'শুক্রম্' শুক্রঃ শুদ্ধঃ, 'অকায়ম' অকায়ঃ অশরীরঃ, 'অব্রণম্' অক্ষতঃ। 'অস্নাবিরম্' অস্নাবিরঃ, স্নাবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ইতি। 'শুদ্ধম্' শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ, 'অপাপবিদ্ধম্' অপাপবিদ্ধঃ। 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী সর্ব্বদৃক্, 'মনীষী'

মনস ঈষিতা, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। 'পরিভূঃ' সর্ব্বেষাম্ পরি উপরি ভবতীতি। স্বয়ম্ এব ভবতীতি 'স্বয়ম্ভূঃ'। সঃ নিত্যমুক্ত ঈশ্বরঃ। যথাতথা-ভাবো যাথাতথ্যং, ততঃ 'যাথাতথ্যতঃ', যথাভূত-কর্ম্মসাধনতঃ। 'অর্থান্' ফলানীত্যর্থঃ, 'ব্যদধাৎ' বিহিতবান, যথানুরূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ ; 'শাশ্বতীভ্য' নিত্যাভ্যঃ, 'সমাভ্যঃ' সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজাভ্যঃ, প্রজাপতিভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা ; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন ॥ ৫ ॥

পরমাত্মা সর্বব্যাপী, তিনি সকল স্থানেতেই আছেন। তিনি নির্মল, তিনি নিষ্কলঙ্ক, তিনি নির্লিপ্ত ; কোন কলঙ্ক কি গ্লানি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিরবয়ব, তাঁহার কোন অবয়ব নাই ; সুতরাং তিনি শিরা-রহিত, তাঁহার শিরা নাই ; এবং ব্রণ ও ক্ষত রহিত, তাঁহার শারীরিক কোন পীড়া বা যন্ত্রণা নাই। তিনি যেমন শরীরবিহীন, তদ্রূপ মনোবিহীন ; সুতরাং মনঃপীড়া যে পাপ ও শোচনা, তাহাও তাঁহাতে নাই। আমরা যেমন রোগে আতুর, শোকে ব্যাকুল, পাপে তাপিত, তদ্রূপ তিনি নহেন। তাঁহার রোগ নাই, শোক নাই, পাপ নাই ; তিনি অব্রণ, তিনি শুদ্ধ, তিনি অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, তিনি কবি। কি সৌর জগতের পরিপাটি শৃঙ্খলা, কি সুধাকর পূর্ণচন্দ্রের রমণীয় শোভা ; কি জ্ঞান ও ধর্ম রূপ রত্নের অপূর্ব মনোরম ভাব ; সকলই তাঁহার সুনিপুণ আশ্চর্য রচনা। তিনি মনীষী, তিনি নিয়ন্তা। এই মনের নিয়ন্তা পরম পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জন্তুদিগের মনে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু অবিভাগে সেই সমুদয় নিয়ম স্থাপনের এই একই উদ্দেশ্য যে, তাহারা সকলে সুখে থাকে। বিশেষতঃ তিনি মনুষ্যের মনকে এমত আশ্চর্য নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা জ্ঞান-ধর্মের উন্নতির সহিত তাহার আত্মার উন্নতি হইতে পারে। মনুষ্যের আত্মা তাঁহার অতি যত্নের ধন ; তিনি অতি নিপুণ রূপে তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। যাহাতে সে মোহ-তরঙ্গ হইতে, দুঃখ শোক হইতে, পাপ তাপ হইতে, নিষ্কৃতি পাইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, এমত ধর্মনিয়মসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং দণ্ড পুরস্কার নিয়ত বিধান করিতেছেন। তিনি পরিভূ, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি স্বপ্রকাশ। যাবতীয় জন্তু

তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি জন্মরহিত, অনাদি, তিনি কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হন নাই, এবং প্রকাশিত হন নাই ; তিনি চিরকালই স্বয়ং প্রকাশবান্ আছেন। তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন। যে সকল কীট পতঙ্গ পিপীলিকা, মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, পশু পক্ষী মনুষ্য,—অনন্ত কোটি অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীব দ্বারা জল, স্থল, আকাশ, বিবর, গহ্বর পরিপূর্ণ, তিনি সেই সকলকেই তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় অভিলষিত অন্ন পানাদি বিবিধ ভোগের সামগ্রী যথা-উপযুক্ত রূপে, অতি ন্যায্য রূপে, চিরকাল বিধান করিতেছেন। তাহারা তাহা লাভ করিয়া ইতস্ততঃ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

স্বরূপ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

৪০

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্॥ ১॥

'তপসা' মনস একাগ্রতয়া, 'ব্রহ্ম' 'বিজিজ্ঞাসস্ব' বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ ইচ্ছস্ব। 'ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি' 'পরং' ব্রহ্ম॥ ১॥

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১॥

পরব্রহ্মের জ্ঞান-লাভার্থে অনন্যমনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আলোচনা করিবেক; এবং শান্ত সমাহিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সত্য সুন্দর ভাব প্রতীতি করিবেক; তবেই তাঁহাকে লাভ করিয়া তোমরা আপ্তকাম হইবে। পরব্রহ্ম অন্তর বাহিরে সর্বত্র সমান-রূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে স্থানান্তরে গমন করিতে হয় না; তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া। মনুষ্য-লোকে তাঁহাকে জানিতে আরম্ভ করা যায়, কিন্তু অনন্ত কালেও তাঁহাকে জানার শেষ হয় না। এ লোক হইতে লোকান্তরে যতই তাঁহাকে জানিতে পারি, ততই উৎকৃষ্টতর পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হই॥ ১॥

৪১

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥ ২॥

'সত্যং' ব্রহ্ম, 'জ্ঞানং' ব্রহ্ম, 'অনন্তং' ব্রহ্ম, 'যঃ' 'বেদ' বিজানাতি, 'নিহিতং' স্থিতং; 'পরমে' 'ব্যোমন্' ব্যোম্নি দেহাকাশে, 'গুহায়াং' আত্মনি। 'সঃ' এবং বিজানন্, 'অশ্নুতে' ভুংক্তে, 'সর্ব্বান্' 'কামান্' ভোগান্, 'ব্রহ্মনা' 'বিপশ্চিতা' মেধাবিনা সর্ব্বজ্ঞেন, 'সহ'॥ ২॥

যিনি সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন, তিনি সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন॥ ২॥

পরমেশ্বর মূল সত্য; তাঁহা হইতে আর সকল সত্য নিঃসৃত হইয়া তাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করিতেছে। তিনি আদি সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন।

আপনাকে আপনি যে জানে না, সেই জড় পদার্থ; আর যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি জ্ঞান-পদার্থ। মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু বৃক্ষ প্রভৃতি আপনাকে জানে না, এই হেতু সে সকল জড় পদার্থ; আর জীবাত্মা ও পরমাত্মা আপনাকে এবং অন্যকে জানেন, এ হেতু তাঁহারা জ্ঞান-পদার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার অপরিমেয় স্বাভাবিক জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত ক্ষুদ্র মানসিক জ্ঞানের তুলনাই হইতে পারে না। পরিমিত জীবাত্মার জ্ঞানও আছে, অজ্ঞানও আছে, এবং ভ্রম প্রমাদ মোহ আছে; কিন্তু ভূমা পরমাত্মার ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই, মোহ নাই, অজ্ঞান নাই। তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তিনি জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ।

তিনি অনন্ত-স্বরূপ। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, মঙ্গলভাবে অনন্ত,—দেশেতে অনন্ত, কালেতে অনন্ত।

যিনি এই সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে অতি নিকটে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ প্রতীতি করেন, এবং তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ দেন, তিনি তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন। পরম পিতা পরমেশ্বর যে প্রকার উদার দৃষ্টিতে জগৎ দৃষ্টি করেন, এবং ক্ষুদ্রতম কীট পর্যন্ত সকলের মঙ্গল সঙ্কল্প করেন, তিনিও সেই প্রকার দৃষ্টি ও ইচ্ছার অনুকরণ করেন। যাহা যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই তাঁহার কামনা, এবং তাহাই তাঁহার কার্য। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সুতরাং তাঁহার কামনাও সিদ্ধ হয়। অতএব তিনি পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন; এবং আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া, তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাসে পরিতৃপ্ত হয়েন॥ ২॥

৪২

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৩॥

'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ', 'যস্য' 'এষঃ' প্রসিদ্ধঃ 'মহিমা', 'ভুবি' লোকে,

'দিব্যে' দ্যুলোকে। কোঽসৌ মহিমা? স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যস্য প্রশাসনে নিয়তম্ অস্তি; তথা তবোঽয়নেঽব্দাশ্চ যস্য শাসনং নাতিক্রামন্তি; তথা কর্ত্তারঃ কর্ম্মাণি ফলঞ্চ যচ্ছাসনাৎ স্বং স্বং কালং নাতিবর্ত্তন্তে; 'তৎ' ব্রহ্ম, 'বিজ্ঞানেন' বিশিষ্টেন জ্ঞানেন, 'পরিপশ্যন্তি' সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি, উপলভন্তে, 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ; 'আনন্দরূপং' সুখস্বরূপং, 'অমৃতং যৎ' 'বিভাতি' বিশেষেণ অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্রৈব ভাতি ॥ ৩ ॥

যিনি সামান্য রূপে ও বিশেষ রূপে সর্ব বস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, জ্ঞান দ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ। তিনি সমুদয়ের বাস্তবিক স্বরূপ এবং যথার্থ তত্ত্ব জানিতেছেন, এবং আমরাও যে পদার্থকে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও তিনি জানিতেছেন। উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্রলোক, এখানে এই আশ্চর্য ভূলোক; এই ভূলোকে ও দ্যুলোকে তাঁহারই এই মহিমা। তিনি সর্বত্র আনন্দ-রূপে, অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ধীরেরা তাঁহাকে সমুদ্রের তরঙ্গে, নদীর লহরীতে, সূর্যের প্রকাশে, চন্দ্রের সৌন্দর্যে, মনুষ্যের মুখশ্রীতে, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেমে, অন্তর্বাহ্যে, জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সর্বত্র দৃষ্টি করেন ॥ ৩ ॥

৪৩

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৪ ॥

'হিরণ্ময়ে' জ্যোতির্ম্ময়ে বিজ্ঞানপ্রকাশে আত্মনি; 'পরে' পরম্ অভ্যন্তরত্বাৎ, তস্মিন্; 'কোষে' কোষ ইব অসেঃ ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানত্বাৎ, তস্মিন্; 'বিরজং' অবিদ্যাদিদোষ-রজোমলবর্জ্জিতং; 'ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ; 'নিষ্কলং' নির্গতাঃ কলাঃ যস্মাৎ তৎ, নিরবয়বম্ ইত্যর্থঃ। 'তৎ' 'শুভ্রং' শুদ্ধং 'জ্যোতিষাং' সর্ব্বপ্রকাশাত্মনাং আদিত্যাদীনাম্ অপি, 'জ্যোতি' অবভাসকম্! 'তৎ' হি পরং জ্যোতিঃ, পরং ব্রহ্ম, 'আত্মবিদঃ' আত্মানং শব্দাদিবিষয়-বুদ্ধি-প্রত্যয়-সাক্ষিণং যে বিবেকিনো বিদুঃ জানন্তি, তে; 'যৎ' 'বিদুঃ' জানন্তি ॥ ৪ ॥

যাঁহারা স্বীয় আত্মাকে জানেন, তাঁহারা আত্ম-রূপ উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জল ও ধর্ম-ভূষণে ভূষিত মনুষ্যের যে আত্মা, তাহাতে তিনি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন; এ নিমিত্তে আমারদের আত্মা পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ কোষ। তিনি নির্মল ও শুভ্র। তিনি জ্যোতির জ্যোতি, তিনি আত্মার জ্যোতি, তিনি জ্ঞান-জ্যোতি পরব্রহ্ম। সে জ্যোতির রূপও নাই, এবং অবয়বও নাই। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারা স্বীয় আত্মাতে সেই সত্যের জ্যোতি উপলব্ধি করেন ॥ ৪ ॥

৪৪

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৫ ॥

'ন' 'তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি, সর্ব্বাবভাসকোঽপি 'সূর্য্যঃ' 'ভাতি', তদ্ ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। 'ন চন্দ্রতারকং', 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি'। 'কুতঃ অয়ং অগ্নি' অস্মদ্গোচরঃ? যদিদং জগৎ ভাতি, তৎ 'সর্ব্ব', 'তম্ এব' পরমেশ্বরং, 'ভান্তং' দীপ্যমানং, 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে। 'তস্য ভাসা' দীপ্ত্যা, 'সর্ব্বম্ ইদং' সূর্য্যাদি জগৎ, 'বিভাতি' ॥ ৫ ॥

সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র-তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎসকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই সমুদয় তাঁহার প্রকাশেতে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

সূর্য চন্দ্রের আলোকে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না; আমাদের আত্মার জ্যোতিতে, অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি প্রকাশিত হয়েন। সমস্ত জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; তাঁহা হইতে বিযুক্ত হইলে এ সকলই বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

৪৫

প্রাণোহ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৬ ॥

'প্রাণঃ হি' 'এষঃ' পরমেশ্বরঃ, 'যঃ' 'সর্ব্বভূতৈঃ' সর্ব্বভূতস্থঃ, 'বিভাতি'। তং 'বিজানন্' 'বিদ্বান্' 'অতিবাদী' পরব্রহ্ম অতীত্য বদিতুং শীলম্ অস্যেতি, 'ন' 'ভবতে' ভবতি। য এবং প্রাণস্য প্রাণং সাক্ষাৎ বেদ, সোঽতিবাদী ন ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, পরমাত্মন্যেব ক্রীড়া ক্রীড়নং যস্য, সঃ 'আত্মক্রীড়ঃ'। পরমাত্মন্যেব রতি রমণং যস্য, সঃ 'আত্মরতিঃ'। শুভক্রিয়া বিদ্যতে যস্য, সঃ 'ক্রিয়াবান্'। যঃ এবং লক্ষণোঽনতিবাদ্যাত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, সঃ 'এষঃ' 'ব্রহ্মবিদাং' সর্ব্বেষাং 'বরিষ্ঠঃ' প্রধানঃ ॥ ৬ ॥

ইনি প্রাণ-স্বরূপ, যিনি এই সর্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সৎকর্মশীল হয়েন। ইনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

সর্বস্রষ্টা সর্বাশ্রয় পরব্রহ্মের অভাবে কিছুই হইত না, কিছুই থাকিত না; ইনি সকলের প্রাণ-স্বরূপ। কি সচল চন্দ্র সূর্য, কি সতেজ বৃক্ষ লতা, কি সবল পশু পক্ষী, সকলের কারণ-রূপে, সকলের আশ্রয়-রূপে, সকলের প্রাণ-রূপে সর্বভূতে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি সেই প্রিয় সুহৃদের গুণ-কীর্তন করিয়া সদাই আনন্দিত থাকেন। কেবল তাঁহারি কথা কহিতে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি জন্মে; কেবল তাঁহার প্রসঙ্গ করিতে তাঁহার মন সর্বদা ব্যগ্র থাকে; অনন্য-মনা হইয়া তাঁহার স্বরূপ-চিন্তা করিতে যেমন তাঁহার আমোদ উপস্থিত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে পরমেশ্বর তাঁহার পরম পিতা, তিনি পরম পূজনীয়; তাঁহারি আজ্ঞা পালন করা কর্তব্য, তদ্ভিন্ন আর কিছুই কর্তব্য নহে। অতএব তিনি তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য সততই যত্ন করেন। যে কথা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ পায়, এবং তাঁহার শুভ অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, তাহার আন্দোলন করেন; তাহাই শিক্ষা করেন এবং তাহারই উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে

অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহেন না। পরমেশ্বরে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুরাগ, এবং তাঁহাতেই তাঁহার নিত্য আমোদ। অতএব উক্ত হইয়াছে, 'ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, ইনি পরমাত্মাতে রমণ করেন'। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি কেবল তাঁহাতে প্রীতি করিয়া ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষান্ত থাকেন না; কিন্তু তাঁহার সেই অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং সৎকর্মশীল হয়েন। আমারদিগের মধ্যে তাঁহার প্রতি যাঁহার যত অনুরাগ জন্মিবে, এবং তাঁহার অভিপ্রায় মত কর্ম করিতে যাঁহার যত যত্ন হইবে, ততই তাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইবেক, এবং ততই তাঁহার মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হইবেক। এই আমারদের কার্য, এই আমারদের লক্ষ্য ॥ ৬ ॥

৪৬

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭ ॥

'বৃহৎ চ' মহৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ, 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম, 'দিব্যং' স্বয়ম্প্রভং 'অচিন্ত্যরূপং' সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ অগোচরত্বাৎ। 'সূক্ষ্মাৎ চ' মনসোঽপি, 'তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি'। কিঞ্চ, 'দূরাৎ সুদূরে' বর্ত্ততে, অবিদুষাম্ অত্যন্তাগম্যত্বাৎ। 'তৎ' ব্রহ্ম, 'ইহ' 'অন্তিকে চ' সমীপে চ। 'পশ্যৎসু' চেতনাবৎসু, 'ইহ এব' 'নিহিতং' স্থিতং, 'গুহায়াং' আত্মনি ॥ ৭ ॥

তিনি মহৎ, প্রকাশবান্ ও অচিন্ত্য-স্বরূপ, এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। তিনি দূর হইতেও বহু দূরে আছেন, এবং এই নিকটেও তিনি বর্তমান। তিনি এখানেই যাবৎ বুদ্ধিজীবী জীবদিগের আত্মাতে স্থিতি করিতেছেন ॥ ৭ ॥

তিনিই বৃহৎ, তিনিই মহৎ; তাঁহার নিকটে আর কিছুই বৃহৎ নহে, আর কেহই মহৎ নহে। সেই দীপ্যমান পরমেশ্বর সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। অতি দূরস্থ নক্ষত্র হইতেও তিনি দূরে আছেন, এবং এই অতি নিকটেও আছেন; আমারদিগের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে তিনি স্থিতি করিতেছেন। তিনি সাক্ষি-স্বরূপে সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

৪৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে' কেনচিদপি, অরূপত্বাৎ। 'ন অপি' গৃহ্যতে 'বাচা' অনভিধেয়ত্বাৎ। 'ন অন্যৈঃ দেবৈঃ ইতরেন্দ্রিয়ৈঃ, 'তপসা' গৃহ্যতে; 'কর্ম্মণা বা' ন গৃহ্যতে। কিং পুনস্তস্য গ্রহণসাধনম্? ইত্যাহ, 'জ্ঞানপ্রসাদেন' জ্ঞানস্য প্রসাদঃ, তেন। 'বিশুদ্ধসত্ত্বঃ' বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ, যোগ্যো ব্রহ্ম দ্রষ্টুং যস্মাৎ; 'ততঃ তু' তস্মাৎ, 'তম্' ঈশ্বরং, 'নিষ্কলং' সর্ব্বাবয়ববর্জ্জিতং; 'পশ্যতে' উপলভতে, 'ধ্যায়মানঃ' চিন্তয়ন্। ব্রহ্মাববোধন-সমর্থম্ অপি স্বভাবেন সর্ব্বমনুষ্যাণাং জ্ঞানং, বাহ্যবিষয়-রাগাদিদোষ-কলুষিতম্ অপ্রসন্নম্ অশুদ্ধং সৎ নাববোধয়তি ॥ ৮ ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যেরও গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যান-যুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন ॥ ৮ ॥

জ্ঞানালোচনা ও ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাঁহাকে আপনার আত্মাতে সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান কিম্বা অনশন অগ্নিসেবাদি তপস্যা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সকল পথ তাঁহার প্রাপ্তির পথ নহে। জ্ঞানরূপ পথই তাঁহার পথ ॥ ৮ ॥

যোগ

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

৪৮

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ১ ॥

'তম্' 'ঈশ্বরাণাং' প্রভূনাং, 'পরমং মহেশ্বরং', 'তং' দেবতানাং' দ্যোতনাত্মকানাং, 'পরমং চ দৈবতং'; 'পতিং' 'পতীনাং' প্রজাপতীনাং; 'পরমং' 'পরস্তাৎ' পরতঃ; 'বিদাম' 'দেবং' দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরং, 'ভুবনেশং' ভুবনানাম্ ঈশং, 'ঈড্যং' স্তুত্যং ॥ ১ ॥

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পতি; সেই পরাৎপর, প্রকাশবান্ ও স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা জ্ঞাত হই ॥ ১ ॥

তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, রাজাধিরাজ, সকলের ঈশ্বর। তাঁহার ঐশ্বর্যের সীমা নাই। জগতে যাহার যত ঐশ্বর্য আছে, সকলই তাঁহার ঐশ্বর্য; যত ঐশ্বর্যের প্রভু আছে, সকলেরি তিনি প্রভু; সকলের তিনি মহেশ্বর। তিনি এই পৃথিবীর রাজেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর, এবং এই ভূ-লোক অপেক্ষা অন্য অন্য শ্রেষ্ঠ-লোক-নিবাসী দেবতাদিগেরও অধীশ্বর। জগতের যে ভাগে যে লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম-প্রীতিতে উন্নত যত উৎকৃষ্টতর জীব আছে, তাঁহারা সকলে দেব-শব্দের বাচ্য। সেই সকল দেবতাদিগেরও তিনি পরম দেবতা, পরম পূজনীয়, এবং নিয়ন্তা। তিনি সকল প্রতিপালকদিগের প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার পর আর কেহ নাই। তিনি আমারদিগের সেবনীয়, তিনি আমারদিগের স্তবনীয়, তিনি আমারদিগের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় হয়েন ॥ ১ ॥

৪৯

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ ॥ ২ ॥

'ন তস্য' 'কার্য্যং' শরীরং 'করণঞ্চ' চক্ষুরাদি, 'বিদ্যতে'; 'ন' 'তৎসমঃ'

তেন সমঃ ‘চ’, ন ততঃ ‘অভ্যধিকং’ ‘চ’ দৃশ্যতে’। ‘পরা অস্য শক্তি’, ‘বিবিধা’ বিচিত্রা, ‘এব শ্রূয়তে’। অস্য জ্ঞানক্রিয়া বলক্রিয়া চ ‘জ্ঞানবলক্রিয়া চ’, ‘স্বাভাবিকী’ ॥ ২ ॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই, এবং কাহাকেও তাঁহার সমান বা কাহাকেও তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখা যায় না। ইহাঁর বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্বত্র শ্রুত হয়, এবং জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া ইহাঁর স্বভাবসিদ্ধ ॥ ২ ॥

শরীর এক যন্ত্র-বিশেষ, এক কার্য-বিশেষ। পরমেশ্বরের শরীর-রূপ যন্ত্র নাই ; তিনি কোন শরীর-রূপ যন্ত্রের অধীন নহেন, তিনি কাহারও কার্যও নহেন। তাঁহারি কার্য সমুদয় ; তিনি এক-মাত্র কারণ-স্বরূপ। তাঁহার শরীর নাই ও তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সকল দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন। তিনি এক মাত্র সকল হইতে শ্রেষ্ঠ ; তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা হইতে কেহ অধিক নাই। তিনি এই সকলের স্রষ্টা, আর সকল বস্তুই সৃষ্ট। তিনি এই বিশ্ব-রূপ মহারাজ্যের রাজা, আর সকলে তাঁহার প্রজা। তিনি আমারদিগের পরম পিতা, আমরা সকলে তাঁহার সন্তান ; তিনি আমারদিগের প্রভু, আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্য। সকলি তাঁহার নিয়মাধীন ; তাঁহার নিয়মানুসারে উৎপন্ন হইতেছে, এবং তাঁহারি নিয়মানুসারে ভগ্ন হইতেছে। কি নভোমণ্ডল-পর্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বেত্তা, কি ভূগর্ভানুসন্ধানকারী ভূতত্ত্ব-বেত্তা, কি শারীরিক নিয়ম-নিরূপক শরীর-বিধান-বেত্তা, কি ভৌতিকপদার্থতত্ত্ব-নির্ণায়ক পদার্থবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা, কি আত্মতত্ত্ব-সন্ধায়ী সূক্ষ্মদর্শী সুধীগণ, সকলেই তাঁহার আশ্চর্য অচিন্ত্য শক্তি কীর্তন করিতেছেন। তাঁহারদের সকলের নিকট হইতেই সর্বত্র তাঁহার মহীয়সী শক্তির বিস্তারিত বর্ণনা শ্রুত হওয়া যায়।

আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া অল্পে অল্পে বুদ্ধির যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে এক এক বিষয় বিবেচনা করি, তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া সেরূপ নহে। আমরা যেমন শরীরের মাংসপেশী দ্বারা বলপ্রকাশ করি, তাঁহার বলক্রিয়া সেরূপ নহে। তিনি স্বভাবতঃ আপনারই প্রভাবে সমুদয় জানিতেছেন, এবং কেবল আপনার এক ইচ্ছার বলে স্বীয় মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পাদন করিতেছেন। কোন বিষয় জানিবার নিমিত্তে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অন্যের উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না, এবং স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিবার নিমিত্তে তাঁহার অন্য কোন

উপকরণও আবশ্যক করে না। তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া এবং বল-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহা হইতে জ্ঞান-বিশিষ্ট এই অসংখ্য জীব-সকল উৎপন্ন হইয়াছে, কি আশ্চর্য তাঁহার জ্ঞান ; এবং যাঁহা হইতে এই বস্তুসকল সৃষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, কি মহতী তাঁহার শক্তি ॥ ২ ॥

৫০

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৩ ॥

‘ন তস্য কশ্চিৎ পতিঃ অস্তি লোকে’ ; অতএব ‘ন চ’ তস্য ‘ঈশিতা’ নিয়ন্তা ; ‘ন এব চ তস্য লিঙ্গং’ যদ্ দৃশ্যতে। ‘সঃ’ সর্ব্বস্য ‘কারণং’ ; ‘করণা-ধিপাধিপঃ’, করণানাম অধিপো মনঃ, তস্যাধিপঃ পরমেশ্বরঃ। ‘ন চ অস্য কশ্চিৎ’ ‘জনিতা’ জনয়িতা, ‘ন চ অধিপঃ’ ॥ ৩ ॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই, এবং তাঁহার কোন অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ ও মনের অধিপতি। ইহাঁর কেহ জনক নাই, এবং অধিপতিও নাই ॥ ৩ ॥

তিনি নিত্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, জন্ম-রহিত, মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

৫১

এষদেবোবিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সদাজনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদামনীষা মনসাভিক্ৢপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥

‘এষঃ’ ‘দেবঃ’ দ্যোতনাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ। বিশ্বং জগৎ ক্রিয়তেঽনেনেতি ‘বিশ্বকর্ম্মা’। মহাংশ্চাসৌ আত্মেতি, ‘মহাত্মা’। ‘সদা’ সর্ব্বদা, ‘জনানাং হৃদয়ে’ ‘সংনিবিষ্টঃ’ সম্যক্স্থিতঃ। ‘হৃদা’ হৃৎস্থয়া, ‘মনীষা’ মনসঃ সঙ্কল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্, তয়া বিকল্পবর্জ্জিতয়া ; ‘মনসা’ মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন ; ‘অভিক্ৢপ্তঃ’ জ্ঞাতুং শক্যত ইত্যেতৎ। ‘যে’ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম ‘বিদুঃ’ জানন্তি, ‘অমৃতাঃ’ অমরণধর্ম্মাণঃ ‘তে ভবন্তি’ ॥ ৪ ॥

এই পরমেশ্বর বিশ্বকর্মা ও মহাত্মা ; ইনি লোকদিগের হৃদয়ে

সর্বদা সম্যক্‌রূপে স্থিতি করিতেছেন। ইনি হৃদ্‌গত সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ৪ ॥

এই পরমেশ্বর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং রচনা করিয়াছেন, অতএব ইনি বিশ্বকর্মা। ইনি মহাত্মা, ইনি জীবাত্মার ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন। ইনি সকল লোকের হৃদয়ে প্রাণের প্রাণ রূপে সদাই স্থিতি করিতেছেন। ইনি সংশয় রহিত নির্মল জ্ঞানে প্রকাশিত হয়েন। যাহারা ইঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহারা ইঁহার সহবাসজনিত ভূমানন্দ নিত্য কাল উপভোগ করেন ॥ ৪ ॥

৫২

তন্দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ৫ ॥

'তৎ' 'দুর্দ্দর্শং' দুঃখেনায়াসেন দর্শনম্ অস্যেতি দুর্দ্দশঃ, অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তং। 'গূঢ়ং' গহনং; 'অনুপ্রবিষ্টং' বিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নম্, ইত্যেতৎ। 'গুহাহিতং গুহায়াং আত্মন্যাহিতং স্থিতম্। গহ্বরে স্থানে বিষমে, অনেকানর্থ-সঙ্কটে, তিষ্ঠতীতি 'গহ্বরেষ্ঠং'। 'পুরাণং' পুরাতনম্। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন',— বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য আত্মনঃ পরমাত্মনি সমাধানম্ অধ্যাত্মযোগঃ; তস্য অধিগমস্তেন। 'মত্বা' 'দেবং' দ্যোতনাত্মকং। 'ধীরঃ হর্ষশোকৌ জহাতি' ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি সঙ্কট স্থানে থাকেন, এবং নিত্য হয়েন। ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

তিনি দুর্জ্ঞেয়; বিষয়-মোহে হত-চেতন ব্যক্তি তাঁহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না। তিনি দর্শন-শাস্ত্রই পড়ুন আর তর্ক-শাস্ত্রই পড়ুন, তাঁহার মনের সংশয়চ্ছেদ কখনই হয় না, তাহার জ্ঞান কদাপি তৃপ্ত হয় না। সত্যের সত্য তাঁহার নিকটে ছায়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকে। কাষ্ঠেতে যেমন গূঢ়-রূপে অগ্নি আছে, সেইরূপ তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন; বিশুদ্ধসত্ত্ব তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির নির্মল জ্ঞানে সেই পরম দেবতা দগ্ধদারু-নিঃসৃত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহজেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, তিনি আমারদের আত্মাতে সর্বদা স্থিতি করিতেছেন। তিনি আকাশেতেও ওতপ্রোত হইয়া আছেন। তিনি পর্বতের গুহা-গহ্বরে, তিনি হিমবৎ কৈলাসশিখরে, তিনি বিস্তীর্ণ দাবানলে, তিনি ভীষণ-সমুদ্র-তরঙ্গে, তিনি নির্জন দুর্গম সঙ্কট স্থানে স্থিতি করেন এবং নিত্য হয়েন। তিনি আমারদের সাক্ষাৎ পিতা, তিনি আমারদের পুরাতন পিতামহ।

ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সেই দুর্জ্ঞেয় পরমাত্মাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন। পরমাত্মাতে জীবাত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। অধ্যাত্মযোগে যখন আমার ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সহিত যুক্ত হয়, যখন জ্ঞান তাঁহার সত্য-সুন্দর মঙ্গল মূর্তি দেখিয়া তৃপ্ত হয়, তখন হৃদয় তাঁহাকে প্রীতি উপহার দিয়া আনন্দসাগরে লীন হয়, এবং বিষয়-কামনা-জনিত হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হয়। যতই তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছার যোগ হয়, যতই তাঁহার জ্ঞানের সহিত আমার জ্ঞানের যোগ হয়, যতই তাঁহার প্রীতির সহিত আমার প্রীতির যোগ হয়, ততই তাঁহার সহিত সম্মিলনের গাঢ়তা হয়, এবং ততই তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিয়া পবিত্র হই। এই প্রকার যোগেতেই তাঁহাকে জানিতে পারি, এই প্রকার যোগেতেই তাঁহার আদিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানে বল পাই, এই প্রকার যোগেতেই স্বর্গ হয়, এই প্রকার যোগেতেই মুক্তি হয় ॥ ৫ ॥

৫৩

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোযে মনোবিদুঃ। তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ৬ ॥

'প্রাণস্য প্রাণম্', 'উত' তথা 'চক্ষুষঃ চক্ষুঃ', উত শ্রোত্রস্য 'শ্রোত্রং', 'মনসং মনঃ', 'যে' 'বিদুঃ' জানন্তি, 'তে' 'নিচিক্যু' নিশ্চয়েন জ্ঞানবন্তঃ, 'ব্রহ্ম' 'পুরাণং' চিরন্তনম্, 'অগ্র্যং' শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৫ ॥

তাঁহারা নিশ্চয়-রূপে অতি পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মকে জানেন, যাঁহারা ইহাঁকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র এবং মনের মন বলিয়া জানেন ॥ ৬ ॥

যাঁহারা ইহাঁকে সকলের চেতনাবান্ কারণ ও আশ্রয় বলিয়া জানেন, তাঁহারা ইহাঁকে নিশ্চয় রূপে জানেন ॥ ৬ ॥

৫৪

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ৭ ॥

'একধা এব' একেনৈব প্রকারেণ, বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশবন্নিরন্তরেণ। 'অনুদ্রষ্টব্যম্' 'এতং' ব্রহ্ম। অন্যেন হি অন্যৎ প্রমীয়তে, ইদন্তু 'অপ্রমেয়ং'; 'ধ্রুবং' নিত্যং কূটস্থম্। 'বিরজঃ' বিগতরজঃ অধর্ম্মাদি-মলরহিতং; 'পরঃ' সূক্ষ্মঃ 'আকাশাৎ' অপি। 'অজঃ' ন জায়তে, 'আত্মা', 'মহান' মহত্তরঃ সর্ব্বস্মাৎ, 'ধ্রুবঃ' অবিনাশী ॥ ৭ ॥

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক; ইনি উপমা-রহিত এবং নিত্য। এই নির্মল জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা আকাশের অতীত, সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী ॥ ৭ ॥

ইনি একমাত্র এবং উপমা-রহিত; এমন কোন বস্তু নাই যে তাহার সহিত তাঁহার উপমা দেওয়া যায়। তিনি সমস্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি আকাশের অতীত, এবং আকাশের মধ্যে থাকিয়া তিনি সমস্ত ঘটনাকে নিয়মিত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৫৫

যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে। তদ্দেবা-জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥ ৮ ॥

'যস্মাৎ' ঈশানাৎ, 'অর্ব্বাক্', 'সংবৎসরঃ' সংবৎসরাবচ্ছিন্নঃ কালঃ, 'অহোভিঃ' সাবয়বৈরহোরাত্রৈঃ, 'পরিবর্ত্ততে'। 'তৎ' 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' 'আয়ুঃ' 'অমৃতং' ব্রহ্ম 'দেবাঃ' 'হি আ উপাসতে' ॥ ৮ ॥

যাঁহার শাসনে অহোরাত্র দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত হইয়া আসিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত, এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মকে দেবতারা নিয়ত উপাসনা করেন ॥ ৮ ॥

অন্য অন্য লোকে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম-প্রীতিতে উন্নত যে সকল উৎকৃষ্ট জীব আছেন তাঁহারা পরব্রহ্মকে নিয়ত উপাসনা করেন। যেমন দেবতারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মনুষ্যেরও তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার আছে। ইহা আমারদিগের সামান্য গৌরব ও সামান্য সৌভাগ্য নহে ॥ ৮ ॥

৫৬

সর্ব্বস্য বশী, সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ।
স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এব অসাধুনা কণীয়ান্ ॥ ৯ ॥

'সর্ব্বস্য বশী', সর্ব্বম্ অস্য বশে বর্ত্ততে; 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ,' 'সর্ব্বস্য অধিপতিঃ'। 'সঃ' পুরুষো বিজ্ঞানময়ঃ, 'ন সাধুনা কর্ম্মণা' ভূয়ান্' ভবতি, বর্দ্ধতে, 'নো এব অসাধুনা' কর্ম্মণা 'কণীয়ান্' অল্পতরো ভবতি। সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিতঃ সঃ পুরুষঃ, পূর্ব্বাবস্থাতো ন হীয়তে, ন চ বর্দ্ধত, ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলই তাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি। সাধু কর্মে তাঁহার বৃদ্ধি হয় না, অসাধু কর্মেও তাঁহার হ্রাস হয় না ॥ ৯ ॥

পরমেশ্বর যাহাকে যে নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন, সে সেই নিয়মেই রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সর্বেশ্বর সর্বনিয়ন্তা, সর্বাধিপতি। মনুষ্য যেমন সদসৎ কর্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সেরূপ অবস্থা-পরিবর্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার স্বরূপ এরূপ উৎকৃষ্ট যে তদপেক্ষা তাহা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং এ প্রকার অপরিবর্তনীয় যে কদাপি তাহা পরিবর্ত হইয়া অপকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

৫৭

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় ॥ ১০ ॥

'এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ', 'এষ' 'ভূতাধিপতিঃ' ভূতানাম্ অধিপতিঃ, 'এষঃ ভূতপালঃ' ভূতানাং পালয়িতা, রক্ষিতা। 'এষঃ সেতুঃ' 'বিধরণঃ' সর্ব্ব-

সংসার-ধর্ম্ম-ব্যবস্থায়া বিধারয়িতা। 'এষাং লোকানাং' ভূরাদি-লোকানাম্, 'অসম্ভেদায়' অসম্ভিন্ন-মর্য্যাদায়ৈ। লোকাঃ সর্ব্বে সম্ভিন্ন-মর্য্যাদাঃ স্যুরতো লোকানাম্ অসম্ভেদায় সেতুভূতোঽয়ং পরমেশ্বরঃ ॥ ১০ ॥

ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সমস্ত বস্তুর অধিপতি, ইনি সর্বভূতের প্রতিপালক, ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

প্রজাপালক পরমেশ্বর এ প্রকার দৃঢ়-বদ্ধ নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন যে, কোন ক্রমেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া সংসারের উচ্ছেদ-দশা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। পরমেশ্বর লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থে সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

৫৮

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ ॥ ১১ ॥

'অস্মিন্' অক্ষরে পুরুষে, 'দ্যৌঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্', 'ওতং' সমর্পিতং, 'মনঃ সহ' 'প্রাণৈঃ' করণৈ 'চ' 'সর্ব্বৈঃ'। 'তম্ এব' সর্ব্বাশ্রয়ম্, 'একম্' অদ্বিতীয়ং, 'জানথ' জানীত, 'আত্মানম্' অজম্ একং ব্রহ্ম। 'অন্যাঃ বাচঃ' 'বিমুঞ্চথ' পরিত্যজত। যতঃ 'অমৃতস্য' অমৃতত্বস্য মোক্ষপ্রাপ্তয়ে 'এষঃ সেতুঃ', সংসার-মহোদধেরুত্তরণ-হেতুত্বাৎ ॥ ১১ ॥

ইহাঁতে দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমুদয় আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে জান, এবং অন্য বাক্য-সকল পরিত্যাগ কর ; ইনি অমৃতলাভের সেতু ॥ ১১ ॥

ইনি সকলেরই রক্ষক এবং সকলেরই আশ্রয়। ইহাঁকে জান, এবং অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর। ইহাঁকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা কহিবে না, কোন চিন্তা করিবে না, কোন কার্য করিবে না ; সম্যক্ রূপে ইহাঁরই শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে ; তবে পাপ তাপ মোহ হইতে মুক্তি পাইয়া অমৃত লাভ করিবে। ইনি অমৃতের সেতু-স্বরূপ ॥ ১১ ॥

৫৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ংকুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ॥ ১২ ॥

এষ পর আত্মা 'ন জায়তে' নোৎপদ্যতে ; 'ম্রিয়তে বা' ন ম্রিয়তে ; 'বিপশ্চিৎ' মেধাবী সর্ব্বজ্ঞঃ অপরিলুপ্ত-চৈতন্য-স্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ, 'ন' 'অয়ম্' আত্মা 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ বভূব। 'ন' অপি এষ আত্মা 'বভূব কশ্চিৎ' অর্থান্তরভূতঃ ॥ ১২ ॥

এই পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই ; ইনি সর্বজ্ঞ। ইনি কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হন নাই, এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই ॥ ১২ ॥

জন্ম-মৃত্যু-বিকার-বিহীন, ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমাত্মা হইতে এই সমুদয়ই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তিনি আপনি কিছুই হয়েন নাই। দুগ্ধ পরিণত হইয়া যেমন দধি হয়, মৃত্তিকা রূপান্তর হইয়া যেমন ঘট হয়, এবং স্বর্ণ অবস্থান্তর হইয়া যেমন কুণ্ডল হয়, তিনি সেরূপ কোন বস্তুরূপে পরিণত হয়েন নাই। রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, মরীচিকায় যেমন জলভ্রম হয়, এবং শুক্তিকায় যেমন রজত-ভ্রম হয়, তাঁহাতে সেরূপ ভ্রম হইয়া যে এই জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও নহে। তিনি এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক পদার্থ। তিনি স্বয়ং জড়ও হয়েন নাই, এবং জীবও হন নাই। তিনি সেব্য ও উপাস্য, এবং আমরা সকলে তাঁহার সেবক ও উপাসক ॥ ১২ ॥

৬০

যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকানিহিতালোকিনশ্চ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তৎ বেদ্ধব্যং সৌম্য বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

'যৎ' ব্রহ্ম, 'অর্চ্চিমৎ' 'যৎ অণুভ্যঃ অণু', 'যস্মিন' 'লোকাঃ' ভূরাদয়ঃ, 'নিহিতাঃ' স্থিতাঃ, 'লোকিনঃ চ' লোকনিবাসিনোমনুষ্যাদয়ঃ। 'তৎ এতৎ' সর্ব্বাশ্রয়ং, 'সত্যং' ; 'তৎ' 'অমৃতম্' অবিনাশি ; 'তৎ বেদ্ধব্যং' মনসা তাড়য়িতব্যং, তস্মিন্ মনঃসমাধানং কর্ত্তব্যম্ ইত্যর্থঃ। যস্মাদ্ এবং তস্মাৎ হে 'সৌম্য' 'বিদ্ধি' ব্রহ্মণি মনঃ সমাধৎস্ব ॥ ১৩ ॥

যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণু হইতেও সূক্ষ্মতর এবং যাঁহাতে লোকসকল ও লোকনিবাসী জীব সকল স্থাপিত রহিয়াছে, তিনিই সত্য, তিনি অমৃত, তিনি আত্মার দ্বারা বেধনীয়। অতএব হে প্রিয় শিষ্য! তোমার আত্মার দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়! তোমার আত্মাকে সর্বান্তরতম পরমাত্মা হইতে অন্তর করিও না। তাঁহা হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দীনভাবে মুহ্যমান হইও না; কিন্তু তাহাকে পবিত্র করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাও। একাগ্র-চিত্ত হইয়া তাহার দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ কর, এবং অধ্যাত্মযোগ-জনিত পরমানন্দ উপভোগ কর ॥ ১৩ ॥

৬১

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

'প্রণবঃ' ওঁকারঃ, 'ধনুঃ'; 'শরঃ হি' 'আত্মা' জীবাত্মা; 'ব্রহ্ম 'তল্লক্ষ্যম্' উচ্যতে'। 'অপ্রমত্তেন' প্রমাদ-বর্জ্জিতেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন, তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম 'বেদ্ধব্যং'। ততস্তদ্বেধনাদ্ ঊর্দ্ধং; 'শরবৎ তন্ময়ঃ ভবেৎ'; যথা শরোলক্ষ্যময়ো ভবতি, তথা তস্য সাধকস্য আত্মা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

প্রণব ধনু-স্বরূপ, জীবাত্মা শর-স্বরূপ, এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য-স্বরূপ। প্রমাদশূন্য হইয়া সেই প্রণব-ধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা-রূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর, যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া, তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইবেক ॥ ১৪ ॥

ওঁকারকে প্রণব বলে; ওঁকারের অর্থ 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা'; ইহা পরব্রহ্মের প্রতিপাদক শব্দ! জীবাত্মাকে শর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া, এবং ওঁকার শব্দকে ধনু-স্বরূপ কল্পনা করিয়া জানান হইয়াছে যে, যেমন কোন লক্ষ্যের প্রতি শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ধনুকে অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবাত্মাকে তাঁহার সমীপ করিবার নিমিত্তে

তৎপ্রতিপাদক শব্দ আশু উপকারী হয়। যাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি জানিয়াছেন যে, যেমন তাঁহার আত্মা পরব্রহ্ম দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, সেইরূপ সমুদয় জগৎ তাঁহারই দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥

৬২

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

'সমে' নিম্নোন্নত-রহিতে দেশে; 'শুচৌ' শুদ্ধে; 'শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে',—শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ, বহ্নিবালুকাঃ তপ্তবালুকাঃ তাভ্যো বিবর্জ্জিতে। 'শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ',—বিহঙ্গাদীনাং শব্দঃ, জলং, আশ্রয়ো-মণ্ডপম্, ইত্যাদিভিঃ; 'মনোহনুকূলে' মনোরমে স্থানে। 'ন তু' 'চক্ষুপীড়নে, প্রতিবাদ্যনভিমুখে। 'গুহানিবাতাশ্রয়ণে'—গুহায়াম্ একান্তে, নিবাতে প্রচণ্ড-বায়ু-বর্জ্জিতে, 'আশ্রয়ণে আশ্রয়ে। 'প্রয়োজয়েৎ' প্রযুঞ্জীত চিত্তং পরমে ব্রহ্মণি ॥ ১৫ ॥

কঙ্করশূন্য তপ্ত বালুকা-বর্জিত সমান ও শুচি দেশে উত্তম জল উত্তম শব্দ ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে প্রতিবাদীর অনভিমুখে, ও সুন্দর বায়ুসেবিত বিরল স্থানে স্থিতি করিয়া পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবেক ॥ ১৫ ॥

যে স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয়, এবং পবিত্র পুরুষেতে অনায়াসে আত্মার সংযোগ হয়, সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা করাই বিধেয়। দুর্গন্ধ, উত্তপ্ত, অপরিষ্কৃত, অশুচি স্থানে অবস্থিতি করিলে অন্তঃকরণে মালিন্য জন্মে, এবং উপযুক্ত মত ঈশ্বরেতে আত্মার অভিনিবেশ হয় না। কিন্তু যে স্থান অতি বিরল, পবিত্র পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ ও অবন্ধুর, যেখানে উত্তম জল, যেখানে বায়ুর উপদ্রব নাই, যেখানে বিহঙ্গমদিগের সুশ্রাব্য শব্দ শ্রুত হয়, এবং যেখানে বিপক্ষ প্রভৃতি চক্ষুঃপীড়ার কোন বিষয় নাই, সে স্থান অপেক্ষায় আর কোন্ স্থান অধিক মনঃপূত হইতে পারে? এ প্রযুক্ত এইরূপ পবিত্র সুখকর স্থানে অবস্থিতি করিয়া উপাসনা করা ব্রহ্মবাদিদিগের

অভিমত। যে স্থানে মন প্রশস্ত পবিত্র ও নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, এমন স্থানেই উপাসনা কর্তব্য; কারণ, মন উদ্বিগ্ন ও উত্যক্ত ও মলিন হইলে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না॥ ১৫॥

৬৩

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়ানি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ১৬॥

ত্রীণি উরো-গ্রীবা-শিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে, তৎ 'ত্রিরুন্নতং'; 'শরীরং' 'সমং' 'স্থাপ্য' সংস্থাপ্য। 'হৃদি' 'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'মনসা' 'সংনিবেশ্য' সংনিয়ম্য; 'ব্রহ্মোড়ুপেন' ব্রহ্মৈব উড়ুপং তরণ-সাধনং, তেন; 'প্রতরেত' অতিক্রমেৎ, 'বিদ্বান্'। 'স্রোতাংসি সর্ব্বাণি' সংসার-সাগরস্য, 'ভয়াবহানি'॥ ১৬॥

বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করত সমভাবে শরীর স্থাপন করিয়া মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল হৃদয়েতে সন্নিবেশ পূর্বক সংসারার্ণবের ভয়াবহ স্রোত সকলকে ব্রহ্ম-স্বরূপ ভেলকের দ্বারা অতিক্রম করিবেক॥ ১৬॥

পূর্বে যেরূপ উপাসনার উপযুক্ত স্থানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেইরূপ উপাসনা-কালে কি প্রকারে উপবেশন করিবেক, তাহাও এই বচনে প্রাপ্ত হইতেছে। বক্ষঃ, গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া ঋজু হইয়া বসিলে শরীর ও মনের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। অতএব উপাসনা-কালে এই প্রকারে উপবেশন করিয়া ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ও তাবৎ মনোবৃত্তিকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিবেক, তাহারদিগকে নানা প্রকার বাহ্য বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে না দিয়া মনের সহিত আত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করিবেক, এবং হৃদয়ের প্রীতি তাঁহাতে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেক॥ ১৬॥

৬৪

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ ১॥

সর্ব্বত্র চক্ষুংষি বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতশ্চক্ষুঃ'। 'উত' তথা; সর্ব্বত্র মুখানি বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতোমুখঃ'; সর্ব্বত্র বাহবোবিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতোবাহুঃ'। 'উত', সর্ব্বত্র পাদা বিদ্যন্তে অস্যেতি 'বিশ্বতস্পাৎ'। সঃ পরমেশ্বরঃ 'বাহুভ্যাং' 'সং ধমতি' সংধমতি সংযোজয়তি মনুষ্যান্; পতত্রৈঃ 'পতত্রৈঃ' 'সং' ধমতি পক্ষিণঃ। 'দ্যাবাভূমী' দ্যাবা-পৃথিবী, 'জনয়ন্' সৃষ্টবান্, 'দেবঃ একঃ'॥ ১॥

সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, সর্বত্র তাঁহার মুখ, সর্বত্র তাঁহার বাহু, সর্বত্র তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন, এবং পক্ষিশরীরে পক্ষ সংযোগ করেন; অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১॥

সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু: তিনি সকলের সাক্ষী; সকলের অন্তর্বাহ্য তিনি সমান-রূপে দৃষ্টি করিতেছেন; তামসী নিশার ঘোর অন্ধকারও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্বত্রই তাঁহার মুখ; পাপীরা তাঁহার রুদ্র মুখ দেখিতে পায়, পুণ্যাত্মারা তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রসন্ন মুখ দর্শন করেন। সর্বত্রই তাঁহার বাহু; এই বিশ্ব সংসারে সকল কার্যেতে তাঁহারই বল তাঁহারই কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। সর্বত্রই তাঁহার পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্বত্রই পূর্ণ রূপে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মনুষ্য-দেহে বাহু সংযোগ করেন এবং পক্ষি-শরীরে পক্ষ সংযোগ করেন। কার্য নির্বাহ ও সুখ-সাধনার্থে যাহার যে প্রকার অঙ্গের প্রয়োজন, তাহাকে সেই প্রকার অঙ্গ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পরমেশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১॥

৬৫

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ২॥

সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য, 'তৎ', 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং'। সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য, তৎ 'সর্ব্বতো-ঽক্ষি-শিরোমুখং'। 'সর্ব্বতঃ' শ্রুতিঃ শ্রবণম্ অস্যেতি 'শ্রুতিমৎ'। 'লোকে' প্রাণিনিকায়ে; 'সর্ব্বম্ আবৃত্য' সংব্যাপ্য, 'তিষ্ঠতি' ॥ ২ ॥

সর্বত্র তাঁহার হস্ত পদ, সর্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক, সর্বলোকে তাঁহার শ্রোত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সকল জগৎ ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২ ॥

তাঁহাকে সর্বত্র বিদ্যমান জানিয়া, হে মানবসকল! শুভ কর্ম করিতে উৎসাহী হও, এবং পাপাচরণ করিতে ভয় কর ॥ ২ ॥

৬৬

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্যেতি 'সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ'। সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং হৃদয়ে শেতে ইতি 'সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ'। 'সর্ব্বব্যাপী' চ 'সঃ' 'ভগবান্' ঈশ্বরঃ; যস্মাদ্ এবং, 'তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ' 'শিবঃ' মঙ্গলঃ ॥ ৩ ॥

এই নানা-শিরো-মুখ-গ্রীবা-বিশিষ্ট পরমেশ্বর সর্ব জীবের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। সেই ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সুতরাং সর্বগত, এবং তিনি মঙ্গল-স্বরূপ হয়েন ॥ ৩ ॥

সর্বব্যাপী ও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর সকলের হৃদয়ে সর্বদাই স্থিতি করিতেছেন। তিনি সকল জীবের মঙ্গল-উদ্দেশে এই বিচিত্র সৃষ্টির রচনা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যাহা কিছু মঙ্গল লাভ করে, সে সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই প্রাপ্ত হয়। তিনি আমারদিগের জ্ঞান-দাতা, সুখ-দাতা, মুক্তি-দাতা; তিনি আমারদিগের সকল মঙ্গলের নিদানভূত ॥ ৩ ॥

৬৭

অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৪ ॥

'অপাণিপাদঃ' 'জবনঃ' দূরগামী; 'গৃহীতা' যদ্ উপাদেয়ং তস্য। 'পশ্যতি' সর্ব্বম্, 'অচক্ষুঃ' অপি সন্। 'সঃ শৃণোতি অকর্ণঃ' অপি। 'সঃ বেত্তি বেদ্যম্', অমনস্কোঽপি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। 'ন চ তস্য অস্তি বেত্তা' 'তম্ আহুঃ' 'অগ্র্যং' প্রথমং, সর্ব্বকারণত্বাৎ; 'পুরুষং' পূর্ণং 'মহান্তম্' ॥ ৪ ॥

তাঁহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করেন; তাঁহার পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন; তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দৃষ্টি করেন; এবং তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শ্রবণ করেন। তিনি যাবৎ বেদ্য বস্তু সমস্তই জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। ধীরেরা তাঁহাকে সকলের আদি ও পূর্ণ ও মহান করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

পরিমিত ক্ষুদ্র জীবের ন্যায় তাঁহার হস্ত-পদাদি কোন অবয়ব নাই; অথচ হস্ত পদাদির কার্য তাঁহার অচিন্ত্য ঐশী শক্তির দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতেছে ॥ ৪ ॥

৬৮

য এষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন ॥ ৫ ॥

'যঃ এষঃ' পুরুষঃ, 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু, 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি। কথং? 'কামং কামং' তং তং অভিপ্রেতং অন্নপানাদ্যর্থং; 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং; 'তৎ ব্রহ্ম', নান্যৎ গুহ্যং ব্রহ্মাস্তি। 'তৎ এব' 'অমৃতম্' অবিনাশি 'উচ্যতে'। কিঞ্চ, পৃথিব্যাদয়ঃ' 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ', 'তস্মিন্' 'ব্রহ্মণি' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ, সর্ব্ব-লোক-কারণত্বাৎ তস্য। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন' 'অত্যেতি' অতিবর্ত্ততে 'কশ্চন' কশ্চিদ্ অপি ॥ ৫ ॥

যখন তাবৎ প্রাণী নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের প্রয়োজনীয় নানা অর্থ নির্মাণ করিতে থাকেন, তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত-রূপে উক্ত হয়েন। তাঁহাতেই লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে; কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

আমরা জাগ্রত থাকি বা নিদ্রিত থাকি, তিনি সর্বদাই জাগ্রত থাকিয়া আমারদিগের নানাবিধ প্রয়োজনীয় অর্থসকল বিধান করিতে থাকেন। যখন আমরা স্বকীয় মঙ্গল সাধনার্থে শ্রম হইতে বিরত হই, তখন তিনি বিরত হন না। তিনি আমারদিগের অবিশ্রান্ত হিত-সাধন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

৬৯

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৬ ॥

'অণোঃ' সূক্ষ্মাদ্ অপি 'অণীযান্' অণুতরঃ ; 'মহতঃ' 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ। স চ 'আত্মা' পরমেশ্বরঃ ; 'অস্য জন্তোঃ' প্রাণিজাতস্য, 'গুহায়াং' হৃদয়ে, 'নিহিতঃ' স্থিতঃ। 'তম্' 'ঈশম্', 'অক্রতুং' বিষয়-ভোগ-সঙ্কল্প-রহিতম্, অস্য চ 'মহিমানং', 'পশ্যতি' যঃ, সঃ 'বীতশোকঃ', 'ধাতুঃ' ঈশ্বরস্য, 'প্রসাদাৎ'। প্রসন্নে হি পরমেশ্বরে, তদ্ যাথাত্ম্যজ্ঞানম্ উপপদ্যতে ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, এবং মহৎ হইতেও মহৎ। তিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করেন। বিগতশোক ব্যক্তি সেই ভোগাভিলাষ-বর্জিত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে তাঁহারই প্রসাদে দৃষ্টি করেন ॥ ৬ ॥

আমারদের আত্মা হইতেও তিনি সূক্ষ্ম, এবং অসীম আকাশ হইতেও তিনি মহান্। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না ; তিনি আমারদের হৃদয় মন আত্মাতেই বাস করিতেছেন। তিনি ভোগাভিলাষ-বর্জিত, নিত্য পরিতৃপ্ত আনন্দময় ; যে সাধক তাঁহাকে দর্শন পায়, তাহার আর শোক থাকে না ; তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না॥ ৬ ॥

৭০

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একম্ রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

স হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ, 'একঃ'। 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে

বর্ততে। 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অন্তরাত্মা। 'একং রূপং', 'বহুধা' বহু প্রকারং, 'যঃ করোতি' স্বাত্ম-সত্তা-মাত্রেণ অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তম্' 'আত্মস্থং' স্বকীয়ে আত্মনি স্থিতং ; 'যে' 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ, 'অনুপশ্যন্তি' সাক্ষাদ্ অনুভবন্তি, 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং, 'সুখম্' আনন্দ-লক্ষণং ভবতি। 'ন ইতরেষাম্' অনেবংবিধানাম্ ॥ ৭ ॥

যিনি এক মাত্র, সকলের নিয়ন্তা, ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা, এবং যিনি একরূপকে বহু প্রকার করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহারদের নিত্য সুখ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

সকলেই তাঁহার বশে রহিয়াছে, এবং সকলেরই তিনি নিয়ন্তা। তিনি আমারদের সকলের আত্মার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি একাকী কাহারও সহায়তা না লইয়া এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিত্য স্বকীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া আপনার এক রূপকে বহু প্রকার করিয়াছেন ; আপনি অন্য কোন বস্তু হন নাই। এই এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মাকে যিনি স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যেরূপ বিষয়াতীত শাশ্বত সুখ ভোগ হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৭ ॥

৭১

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাম্ শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ৮ ॥

'নিত্যঃ অনিত্যানাং' 'চেতনঃ চেতনানাং' চেতয়িতা সর্ব্বজন্তূনাম্। কিঞ্চ, সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্, 'বহূনাং' কামিনাং' সংসারিণাং, কর্ম্মানুরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি। 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ, তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা, 'ন ইতরেষাম্' ॥ ৮ ॥

যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে কেবল এক মাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের কেবল এক মাত্র চেতয়িতা, একাকী যিনি তাবতের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে

সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি হয় ; অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না ॥ ৮ ॥

এই জগতের সমুদয় বস্তুই অনিত্য, কেবল তিনি একমাত্র নিত্য। তিনি জীব-সকলকে চেতন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ; তিনি তাহারদিগকে অন্ন দিয়া পালন করিতেছেন ; তিনি এই অসংখ্য প্রজাদিগের কামনাসকল একাকী পূর্ণ করিতেছেন। এই এক পৃথিবী-লোকেতেই তাঁহার কত প্রজা, এবং ইহার এক এক প্রজারই বা কত প্রয়োজন। তিনি এই সকলের প্রয়োজন যথা-উপযুক্ত রূপে একাকী বিধান করিতেছেন। তিনি এক ক্ষুদ্রতম কীটের প্রয়োজনও বিস্মৃত নহেন। যাঁহারা এই সকলের সুহৃৎ কল্যাণ-রূপ পরম দেবতাকে স্বকীয় হৃদয়-মন্দিরে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারদিগের তৃপ্তি-সরোবর কদাপি শুষ্ক হয় না, সদাই পূর্ণ থাকে ; তাঁহারদের নিত্য শান্তি লাভ হয় ॥ ৮ ॥

৭২

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ৯ ॥

'যদা সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদম্ উপযান্তি, বিনশ্যন্তি, 'হৃদয়স্য' মনসঃ, 'ইহ' জীবিতে এব, 'গ্রন্থয়ঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঃ অজ্ঞান-প্রত্যয়াঃ। 'অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি', 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রম্, 'অনুশাসনম্' অনুশিষ্টিরুপদেশঃ ॥ ৯ ॥

যে সময়ে এখানে সমুদয় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন ; এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে ॥ ৯ ॥

অজ্ঞান ও মোহজাল আমাদের হৃদয়-গ্রন্থি। পাপাসক্তি ও কুসংস্কার-রূপ হৃদয়-গ্রন্থি সকল বিনষ্ট না করিলে পরম পবিত্র পুরুষকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন এই সকল দুশ্ছেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিতে পারিবে, তখনই জানিবে যে, যে প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিলে তাঁহার সমীপস্থ হওয়া যায় ও অকুতোভয়ে পরমানন্দে তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস করা যায়, সেই পথের পথিক হইয়াছি,—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া পরম পুরুষকে লাভ করিয়াছি। এই অনুশাসন, এই উপদেশ ॥ ৯ ॥

দ্বৈত

৭৩

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

'দ্বা' দ্বৌ ; 'সুপর্ণা' সুপর্ণৌ, শোভন-পতনৌ পক্ষিণৌ ; 'সযুজা' সযুজৌ, সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ ; 'সখায়া' সখায়ৌ, আত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞপরমেশ্বরৌ, 'সমানম্' অবিশেষম্ অধিষ্ঠানতয়া একং ; 'বৃক্ষম্' উচ্ছেদ-সামান্যাৎ শরীরং ; 'পরিষস্বজাতে' পরিষ্বক্তবন্তৌ। 'তয়োঃ' বৃক্ষং পরিষ্বক্তয়োঃ, 'অন্যঃ' একঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ ; 'পিপ্পলং' কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং, 'স্বাদু' যথা ভবতি তথা ; 'অত্তি' ভক্ষয়তি, উপভুংক্তে। 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ ; 'অন্যঃ' ইতরঃ, ঈশ্বরঃ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ভোজ্যভোক্ত্রোঃ প্রেরয়িতা। 'অভিচাকশীতি' পশ্যত্যেব কেবলম্। দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবৎ ॥ ১ ॥

দুই সুন্দর পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন ; তাঁহারা সর্বদা একত্র থাকেন, এবং উভয় পরস্পরের সখা। তন্মধ্যে একটি সুখেতে ফল ভোজন করেন, অন্য নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন ॥ ১ ॥

দুই সুন্দর পক্ষী, জীবাত্মা আর পরমাত্মা। পরমাত্মার সৌন্দর্যের আভা পাইয়া জীবাত্মাও সুন্দর হইয়াছে। জীবাত্মা তাঁহার অন্তরতম পরমাত্মার সহিত সর্বদাই একত্র যুক্ত আছে ; তাঁহারদিগের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। তাঁহারা উভয়েই এই শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। পরমাত্মা জীবাত্মাতে সাক্ষিরূপে অবস্থিতি করিয়া তাহাকে কর্মফল প্রদান করিতেছেন ; জীবাত্মা তাহা প্রাপ্ত হইয়া উপভোগ করিতেছে। পরমাত্মা প্রেম দান করিয়া জীবাত্মাকে পালন করিতেছেন, জীবাত্মা সংসারে থাকিয়া তাঁহাকে প্রীতিপূর্বক তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতেছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট ; পরমাত্মা নিয়ন্তা, জীবাত্মা তাঁহার অধীন ; পরমাত্মা প্রদাতা, জীবাত্মা ভোক্তা। পরমাত্মা আমারদের একমাত্র সহায় ; আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ বিষয়সুখ, আত্মপ্রসাদ, ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি। জীবাত্মা এই শরীর-রূপ নীড়ে থাকিয়া অখিল মাতার ক্রোড়ে পুষ্ট হইতেছে ;

উপযুক্ত হইলে এই শরীর হইতে মুক্ত হইয়া এবং তাঁহার অনুচর হইয়া তাঁহার সহিত নিত্য কাল সঞ্চরণ করিবে ॥ ১ ॥

৭৪

**সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২ ॥**

'সমানে বৃক্ষে' একস্মিন্ শরীরে ; 'পুরুষঃ' ভোক্তা জীবঃ ; কাম-কর্ম্ম-ফল-রাগাদি-গুরুভারাক্রান্তঃ 'নিমগ্নঃ'। অতঃ, 'অনীশয়া',—পুত্রো মম বিনষ্টো, মৃতা মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন', ইত্যেবং দীনভাবোঽনীশা, তয়া ; 'শোচতি' সন্তপ্যতে, 'মুহ্যমানঃ' অনেকৈরনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া চিন্তাম্ আপদ্যমানঃ। 'জুষ্টং' সেবিতম্ অনেকৈঃ ; 'যদা' যস্মিন্ কালে ; 'পশ্যতি' ধ্যায়মানঃ। 'অন্যম্ ঈশং' সর্ব্বস্য জগতঃ অসংসারিণম্ অশনায়া-পিপাসা শোক-মোহ-জরা-মৃত্যু-ধর্ম্মাতীতম্। 'অস্য' চ পরমেশ্বরস্য ; 'মহিমানং' বিভূতিম্। 'ইতি বীতশোকঃ' তদা ভবতি ॥ ২ ॥

জীবাত্মা শরীর মধ্যে নিমগ্ন রহিয়া এবং দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া সর্বদাই শোক করিতে থাকে। কিন্তু যখন সর্বসেব্য ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আর শোক থাকে না ॥ ২ ॥

যখন পরমেশ্বরকে ভুলিয়া কেবল বিষয়-সুখসাধনার্থে সংসারে নিমগ্ন হই, তখন আমারদের পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন প্রীতি-পূর্বক সর্ব-সেব্য পরমেশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দেখি, এবং শ্রদ্ধা-পূর্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সাধন করিতে থাকি, তখন আর শোক থাকে না, পরমানন্দ উদ্ভব হয় ॥ ২ ॥

৭৫

**যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৩ ॥**

'যদা' যস্মিন্ কালে, 'পশ্য',—পশ্যতি যঃ সঃ, বিদ্বান্ সাধকঃ ; 'পশ্যতে'

পশ্যতি ; 'রুক্মবর্ণং' রুক্মস্যেব জ্যোতিরস্য' স্বয়ং-জ্যোতিঃ-স্বভাবং নিত্যচৈতন্য-রূপং। 'কর্ত্তারং' সর্ব্বস্য জগতঃ ; 'ঈশং পুরুষং' 'ব্রহ্মযোনিং' ব্রহ্ম চ তদ্ যোনিশ্চাসৌ, ব্রহ্মযোনিঃ তম্। 'তদা' সঃ 'বিদ্বান্ পুণ্যপাপে' 'বিধূয়' নিরস্য ; 'নিরঞ্জনঃ' নির্লেপঃ বিগতক্লেশঃ ; 'পরমং' প্রকৃষ্টং, 'সাম্যং' সমতাম্, 'উপৈতি' প্রপদ্যতে। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিনম্, 'আত্মানম্' ঈশ্বরং, 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্, 'ন শোচতি' ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন সাধক স্বপ্রকাশ বিশ্বের কর্তা ও নিয়ন্তা এবং কারণ-স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মকে দৃষ্টি করেন, তখন তিনি পুণ্যপাপ পরিত্যাগ পূর্বক নির্লিপ্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন ; ধীর ব্যক্তি মহান সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে জানিয়া আর শোক করেন না ॥ ৩ ॥

যৎকালে জ্ঞানাপন্ন ধর্মনিষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক স্বীয় জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তিনি তাঁহাকে লাভ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, এবং পুণ্যের ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া আর কর্ম করেন না। তিনি বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্ত এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করেন। যখন প্রভু হৃদয়ে আসীন হন, তখন মনোবৃত্তি সকল সংযত হয়, চিত্ত সাম্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া আর দীন-ভাবে মুহ্যমান হইয়া শোক করেন না ॥ ৩ ॥

৭৬

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যোহ বৈ তদচ্ছায়মশরীরম-লোহিতম্ শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে ॥ ৪ ॥

'পরম্ এব অক্ষরং' সত্যং পুরুষাখ্যং, 'প্রতিপদ্যতে' প্রাপ্নোতি, 'সঃ' 'যঃ হ বৈ তৎ' 'অচ্ছায়ং' তমোবর্জ্জিতম্, 'অশরীরং' শরীরবর্জ্জিতম্, 'অলোহিতং' লোহিতাদি-গুণ-বর্জ্জিতং, 'শুভ্রং' শুদ্ধম্, 'অক্ষরং' ব্রহ্ম, 'বেদয়তে' বিজানাতি ॥ ৪ ॥

যিনি সেই ছায়া-রহিত, লোহিতাদি গুণ-রহিত পরিশুদ্ধ, অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪ ॥

৭৭

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়-সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ॥ ৫ ॥

সত্যং জ্ঞানম্, অক্ষরম্ 'অদৃষ্টম্ অব্যবহার্য্যম্', 'অগ্রাহ্যং, কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ, 'অলক্ষণম্' অলিঙ্গম্, 'অচিন্ত্যম্', 'অব্যপদেশ্যং' শব্দৈঃ। একঃ জগৎকারণঃ ব্রহ্মাস্তীতি আত্মনঃ প্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে, তৎ 'একাত্মপ্রত্যয়-সারং'। প্রপঞ্চস্য সংসারস্য, উপশমঃ উপরতিঃ নিবৃত্তিঃ, যত্র, তৎ 'প্রপঞ্চো-পশমং' সংসারধর্ম্মাতীতং। 'শান্তং শিবম্' 'অদ্বৈতম্' একম্ ॥ ৫ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, এবং অব্যবহার্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদয় সংসার ধর্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয় ॥ ৪ ॥

সেই অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন, এবং এক আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব সেই স্বভাব-সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু। যখন আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখিয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয় এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে। যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না তথাপি, সে সহজ জ্ঞানকে অতিমাত্র পোষণ করে। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎ-কার্যের অন্তর্বাহ্যের আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন না। বুদ্ধি সুমার্জিত হইলে সহজ-জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য আমরা বিশেষ রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।

সংসার যাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া নিয়মিত হইতেছে, তিনি সমুদয় সংসার ধর্মের অতীত। তাঁহার রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক কোন বৃত্তিই নাই, অতএব তিনি শান্ত। তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তিনি সকলের মঙ্গলোদ্দেশে এই সংসার নিয়ত পালন করিতেছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয় ॥ ৫ ॥

৭৮

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা ॥ ৬ ॥

'তৎ এতৎ' ব্রহ্ম অক্ষরং, 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'পুত্রাৎ'; তথা 'প্রেয়ঃ বিত্তাৎ' হিরণ্যরত্নাদেঃ; তথা 'প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ', যৎ যৎ লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধং তস্মাৎ; 'সর্ব্বস্মাৎ' অন্তরতবাৎ 'অন্তরতরং'; 'যৎ অয়ং আত্মা' যদ্ এতৎ ব্রহ্ম। যো হি লোকে নিরতিশয়ঃ প্রিয়ঃ, সর্ব্বযত্নেন লব্ধব্যো ভবতি, তদ্ এতৎ ব্রহ্ম, সর্ব্ব-লৌকিক-প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমং; তস্মাৎ তল্লাভে মহান্ যত্ন আস্থেয়ঃ ॥ ৬ ॥

সর্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয় ॥ ৬ ॥

তাঁহা হইতে আন্তরিক প্রিয়তর সুহৃৎ আমাদের আর কেহ নাই ॥ ৬ ॥

৭৯

সযোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ "প্রিয়ং রোৎস্যতীতি" ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥ ৭ ॥

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ ব্রহ্মপ্রিয়বাদী; 'আত্মনঃ' ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ, 'অন্যং' পুত্রাদিকং, 'প্রিয়ং ব্রুবাণং'; 'ব্রূয়াৎ'। কিং ব্রূয়াৎ? তবাভিমতং পুত্রাদি-লক্ষণং 'প্রিয়ং', 'রোৎস্যতি' আবরণং প্রাণসংরোধনং প্রাপস্যতি, বিনঙ্ক্ষ্যতি, 'ইতি'।" সঃ 'ঈশ্বরঃ' সমর্থঃ, পর্য্যাপ্তোঽসাবেবং বক্তুং, 'হ'। 'তথা এব স্যাৎ', যৎ তেনোক্তং প্রাণসংরোধনং তৎ প্রাপস্যতি ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহাকে

যে ব্রহ্মবাদী বলেন, "তোমার যে প্রিয়, সে বিনাশ পাইবে",—তাঁহার এ প্রকার বলিবার অধিকার আছে। বাস্তবিকও, তিনি যাহা বলেন, তাহাই হয়॥ ৭॥

পুত্র দারা ধন জন সমুদয়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্য বিচ্ছেদ হইবে। কিন্তু অন্তরতর প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহকালে কি পরকালে কখনই বিচ্ছেদ হইবেক না। ইহা নিঃসংশয় বাক্য যে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর অপেক্ষা অন্যকে প্রিয় করিয়া বলে, তাহার প্রিয় অবশ্য বিনাশ পাইবে। বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি জ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকদিগের এ উপদেশ দিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারদিগের উপদেশ যাহারা গ্রহণ না করে তাহারা দুঃখ পায়। সকলের অন্তরতম মঙ্গলাকর পরমাত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর। তাঁহাকে প্রীতি করিলে তাঁহার প্রেমাস্পদ সকলকেই প্রীতি করিতে হয়, এবং এই জগৎ-সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে তিনি যাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমধিক প্রীতি ও স্নেহ করিতে হয়। কিন্তু পরমাত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে অধিক প্রীতি করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হওয়া বিশুদ্ধ বিহিত প্রীতির রীতি নহে॥ ৭॥

৮০

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥ ৮॥

উজ্‌ঝিত্বা অন্যৎ প্রিয়ম্‌, 'আত্মানম্‌ এব' ব্রহ্মৈব; 'প্রিয়ম্‌ উপাসীত'। 'সঃ যঃ' 'আত্মানম্‌ এব' ব্রহ্মৈব, 'প্রিয়ম্‌ উপাস্তে' 'ন হ অস্য প্রিয়ং' 'প্রমায়ুকং' প্রমরণশীলং 'ভবতি'॥ ৮॥

পরমাত্মাকেই প্রিয়-রূপে উপাসনা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় কখনও মরণশীল হন না॥ ৮॥

যিনি আমারদের মানস-ক্ষেত্রে প্রীতি-পুষ্পের সুকোমল কলিকা স্থাপন করিয়াছেন, যত্ন-পূর্বক তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবেক। অবিনশ্বর পরমেশ্বর যাঁহার প্রিয়, তাঁহার প্রিয় কদাপি মরণশীল নহেন, তাঁহার সহিত কোন কালে তাঁহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই॥ ৮॥

৮১

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ॥ ৯॥

প্রীতিরাত্মন্যেব মুখ্যা। তস্মাৎ 'আত্মা বৈ, অরে, দ্রষ্টব্যঃ' দর্শনার্হঃ জগদ্রূপকার্য্যদ্বারেণ। 'শ্রোতব্যঃ' আচার্য্যতঃ। 'মন্তব্যঃ' তত্ত্বতঃ। ততঃ 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ' নিশ্চয়েন ধাতব্যঃ॥ ৯॥

পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক॥ ৯॥

পরমাত্মার দর্শন করিবেক, অর্থাৎ তাঁহার এই বিশ্বকার্যে তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতীতি করিবেক, ও সকলের প্রাণ-রূপে তাঁহাকে সর্বত্র বর্তমান জানিবেক, এবং আচার্যের নিকটে তাঁহার মহিমা-প্রতিপাদক উপদেশ-বাক্য সকল অতি শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিবেক। জগতে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া এবং আচার্যের নিকট হইতে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্বক তাঁহার মনন করিবেক; এবং পরে তাঁহার নিদিধ্যাসন করিবেক, তাঁহার সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করিবেক॥ ৯॥

৮২

সবা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা॥ ১০॥

'সঃ বৈ অয়ম্‌' অজঃ 'আত্মা' 'সর্ব্বেষাং ভূতানাম্‌ অধিপতিঃ'। 'সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা'॥ ১০॥

সেই যে এই পরমাত্মা, ইনি সকল ভূতের অধিপতি এবং সর্বভূতের রাজা॥ ১০॥

ইনি সকলকে নিয়মে রাখিতেছেন, এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার চিরকাল বিধান করিতেছেন॥ ১০॥

৮৩

তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ। এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ॥ ১১॥

'তৎ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ'। 'এবম্ এব' 'অস্মিন্ আত্মনি' জন্মাদি-বিক্রিয়া-রহিতে, 'সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে লোকাঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ', 'সর্ব্বে এতে আত্মানঃ' প্রতি-শরীরানু-প্রবেশিনোজীবাঃ, 'সমর্পিতাঃ' ॥ ১১ ॥

যেমন রথ-চক্রের নাভি-দেশে ও নেমি-দেশে সমুদয় অর সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই পরমাত্মাতে সকল ভূত ও সকল দেবতা, সকল লোক, সকল প্রাণ, এই সমুদয় জীব সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি ভূত-সকল, লোকান্তরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্মজীবী জীবসকল, সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র পৃথিব্যাদি লোকসকল, প্রাণীদিগের প্রাণন-ক্রিয়া-সকল, এবং অসংখ্য-লোক-স্থিত অনন্ত জীবদিগের আত্মা-সকল, এই পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১১ ॥

৮৪

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ। অনাদিমৎ ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১২ ॥

'যুজে' অহং সমাদধে ; 'বাং' বঃ, যুষ্মাকং কারণভূতং, 'ব্রহ্ম' (অস্মাকম্ অপি), 'পূর্ব্ব্যং' চিরন্তনং, 'নমোভিঃ'। হে 'অনাদিমৎ' আদ্যন্তশূন্য পরমাত্মন্ ; 'ত্বং' 'বিভুত্বেন' ব্যাপকত্বেন 'বর্ত্তসে' ; 'যতঃ' ত্বত্তঃ ; 'জাতানি ভুবনানি' 'বিশ্বা' বিশ্বানি ॥ ১২ ॥

আমি নমস্কার পূর্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সহিত আত্মার সমাধান করি। হে অনাদিমৎ পরমাত্মন্! তুমি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, তোমা হইতে এই সমুদয় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মবাদী আচার্য শিষ্যদিগকে কহিতেছেন, আমি নমস্কার পূর্বক তোমারদিগের ও আমারদের চিরন্তন পরব্রহ্মের সমাধি করি ; তোমরাও আমার সহিত তাঁহার সমাধি কর ॥ ১২ ॥

৮৫

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ ১৩ ॥

'অথ' 'ইহ এব সন্তঃ', অহো 'বয়ং' কৃতার্থাঃ, 'তৎ' ব্রহ্ম 'বিদ্মঃ' বিজানীমঃ। তৎ 'ন চেৎ' বেদিতবন্তোবয়ং, ততোঽহম্ 'অবেদিঃ' স্যাম্। বেদনং বেদঃ ; বেদোঽস্যাস্তীতি বেদী। বেদ্যেব বেদিঃ। ন বেদিঃ অবেদিঃ। যস্য বেদিঃ স্যাৎ, কো দোষঃ স্যাৎ? 'মহতী' 'বিনষ্টিঃ বিনাশনম্। অহো বয়ম্ অস্মান্মহতোবিনাশনান্নির্ম্মুক্তাঃ, যৎ তৎ ব্রহ্ম বয়ং বিদিতবন্তঃ। 'যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি'। 'অথ' যে পুনর্নৈবং ব্রহ্ম বিদুঃ, তে 'ইতরে', ব্রহ্মবিদোঽন্যে, 'দুঃখম্ এব' 'অপিয়ন্তি' প্রতিপদ্যন্তে ॥ ১৩ ॥

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি! যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১৩ ॥

কি আশ্চর্য! আমরা এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি, এই অন্ধকারময় সংসারে নিমগ্ন ও আচ্ছন্ন হইয়াও আমাদের জ্ঞান-চক্ষু সেই সত্যজ্ঞান-জ্যোতিকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে, এবং হৃদয় তাঁহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি অর্পণ করিয়া পাপ-তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে। ইহা হইতে আর আশ্চর্য কি আছে! ইহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি। তিনি এই ভূলোকে আর আর যত জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারদিগকে এ প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন নাই, আমারদিগকে অতীব কৃপা করিয়া এই সকল দিয়াছেন। ইহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ইহার দ্বারা আমরা সকল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহাকে এখানে জানিতে না পারিতাম ও তাঁহার সহিত অকাট্য নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিতাম, তবে আমরা অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতাম। তাহা হইলে এই সংসারের বিপদ-সাগরে পতিত হইয়া আর কোথায় আশ্রয় পাইতাম! লোকের নিকট হইতে নিষ্ঠুর আঘাত পাইয়া আর কোথায় শীতল হইতাম! পাপ তাপ হইতে, মৃত্যু ভয় হইতে আমারদিগের আর কে পরিত্রাণ করিত! ॥ ১৩ ॥

৮৬

ততোযদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

'ততঃ',—কার্য্যাৎ উত্তরং কারণং ; ততোঽপ্যুত্তরং 'উত্তরতরং', কারণস্য

কারণং ; 'যৎ' ব্রহ্ম, 'তৎ' 'অরূপং' রূপ-রহিতং, 'অনাময়ং' রোগ-শোক-রহিতম্। 'যে এতৎ বিদুঃ' 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে ভবন্তি'। 'অথ ইতরে', যে তদ্ ব্রহ্ম ন বিদুস্তে, দুঃখম্ এব অপিয়ন্তি' ॥ ১৪ ॥

যিনি কারণের কারণ, তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন ; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায় ॥ ১৪ ॥

এই সংসারে যে সকল কারণ হইতে যে সকল কার্য উৎপন্ন হইতেছে, সেই সকল কারণের কারণ পরব্রহ্ম। তিনি রূপহীন ও নিরাময়। যাঁহারা ইহাঁকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করত ইহাঁর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা অমর হয়েন। তদ্ভিন্ন কেহই আর সাংসারিক শোক-দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

৮৭

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি ॥ ১৫ ॥

'ততঃ' বিশ্বকার্য্যস্য, 'পরং' কারণং ; 'পরং ব্রহ্ম', 'বৃহন্তং' মহৎ ; 'যথানিকায়ং' যথাশরীরং ; 'সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্' অন্তরবস্থিতম্। 'বিশ্বস্য একং' 'পরিবেষ্টিতারং' স্বাত্মনা সর্ব্বং ব্যাপ্যাবস্থিতম্। 'তম্' 'ঈশং' পরমেশ্বরং 'জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি' ॥ ১৫ ॥

বিশ্ব-কার্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা মহৎ। তিনি সর্বভূতে শরীর-মধ্যে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন। সেই বিশ্ব-সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোকসকল অমর হয়েন ॥ ১৫ ॥

তাঁহা হইতে এই সমুদয় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব তিনি বিশ্ব-কার্যের কারণ এবং মহান্। তিনি অন্তর্বাহ্যে সকল স্থানেই সর্বদা স্থিতি করিতেছেন, তথাপি কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না, কারণ তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ; জ্ঞানস্বরূপকে জ্ঞান দ্বারাই জানা যায়। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন তাঁহারা ইহাঁর সহিত নিত্য সহবাস লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

৮৮

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাঃ আভাস্যন্তে প্রকাশ্যন্তে যেন ব্রহ্মণা, তৎ 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং'। স্বয়ন্তু 'সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং' সর্ব্ব-করণ-রহিতম্। 'সর্ব্বস্য' জগতঃ 'প্রভুম্ ঈশানং'। 'সর্ব্বস্য' 'শরণং' রক্ষিতৃ, 'সুহৃৎ' মিত্রম্ ॥ ১৬ ॥

তাঁহার দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ প্রকাশ পায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিত। তিনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

তিনি আমারদিগকে জ্ঞান, সুখ ও সামর্থ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে আমারদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপযোগী বিবিধ গুণে ভূষিত করিয়াছেন। চক্ষু যে বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের অত্যাশ্চর্য শোভা অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে, কর্ণ যে মনোহর বিহঙ্গ-রব, সুমধুর সঙ্গীত-স্বর ও ব্রহ্মগুণানুকীর্তন শ্রবণ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইতেছে, রসনা যে নানা-রস-মিলিত চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকার সুস্বাদ সামগ্রীর স্বাদগ্রহ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকা যে অশেষ প্রকার সুগন্ধি পুষ্পের মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া, এবং সর্বাঙ্গব্যাপী স্পর্শেন্দ্রিয় যে সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত হিল্লোলে স্নিগ্ধ হইয়া মনুষ্যের সুখ-সরোবর পূর্ণ করিতেছে, সকলমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই এ সমুদয়ের একমাত্র কারণ। তিনি এই ইন্দ্রিয়গণকে যে রূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন তদীয় বিষয় সমুদয়কেও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করাতেই আমরা তাঁহার প্রদত্ত প্রচুর সুখে সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগকে হস্তদ্বয় প্রদান করাতে আমরা সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পারিতেছি। তিনি আমারদিগকে গমনেন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত করাতে আমরা সর্বত্র গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছি। তিনি আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দেওয়াতে আমরা মনের ভাব-সকল প্রকাশ করিয়া সুখী হইতেছি। তিনি আমারদিগের এক এক ইন্দ্রিয়কে সুখ-ভাণ্ডারের এক এক দ্বার-স্বরূপ করিয়াছেন। আমারদের প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয় এক এক কল্যাণময় প্রস্রবণ-তুল্য হইয়া অবিরত কল্যাণবারি বিনির্গত করিতেছে তদ্দ্বারা সকল কল্যাণের অদ্বিতীয় আকর-স্বরূপ বিশ্ব-বিধাতার অদ্ভুত মহিমা প্রকাশ পাইতেছে।

তিনি জীবদিগের উপকারার্থে এই অত্যাশ্চর্য ইন্দ্রিয়সকল সৃজন

করিয়াছেন, এবং তাঁহার অধিষ্ঠানেই এই ইন্দ্রিয়ের গুণসকল প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু তিনি স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়-বিবর্জিত। তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই, তাঁহার কর্মের নিমিত্তেও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নাই ; তিনি চক্ষু-কর্ণ বিহীন হইয়াও সমুদয় দেখিতেছেন ও সকল শুনিতেছেন এবং পাণি-পাদ ব্যতীতও সর্বত্র গমন করিতেছেন এবং সকল গ্রহণ করিতেছেন। ইনি সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয় ও সকলের সুহৃৎ ॥ ১৬ ॥

৮৯

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥

'মহান্', 'প্রভু' সমর্থঃ জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহারে, 'বৈ পুরুষঃ এষঃ ঈশানঃ', 'জ্যোতিঃ' পরিশুদ্ধো বিজ্ঞান-প্রকাশঃ, 'অব্যয়ঃ' অবিনাশী, 'সত্ত্বস্য' ধর্ম্মস্য 'প্রবর্ত্তকঃ' প্রেরয়িতা। কম্ অর্থম্ উদ্দিশ্য? 'ইমাং সুনির্ম্মলাং শান্তিম্' উদ্দিশ্য ॥ ১৭ ॥

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞান-জ্যোতিঃ-স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্মলা শান্তির উদ্দেশে ধর্মের প্রবর্তক হয়েন ॥ ১৭ ॥

এই মঙ্গলময় মহান্ পুরুষ আমারদিগকে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখ দিয়া পশুদিগের ন্যায় সংসারে বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু অমূল্য ধর্ম দিয়া আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বিষয়-সুখ হইতে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট আত্ম-প্রসাদের উদ্দেশে, আমারদের সুনির্মলা শান্তির উদ্দেশে, স্বয়ং ধর্মের প্রবর্তক হইয়াছেন। তিনি আমারদের আত্মাতে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম-বল নিয়ত প্রেরণ করিতেছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদে ধর্ম-বলে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

ধ্যান

দশমোঽধ্যায়ঃ

৯০

ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেহস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥ ১ ॥

'ওঁ ইতি ব্রহ্ম',—ওঙ্কারো হি ব্রহ্ম প্রতিবুদ্ধেরারোহণায়ালম্বনম্। 'অস্মৈ' ব্রহ্মণে, 'সর্ব্বে দেবাঃ' 'বলিং' পূজাম্, 'আহরন্তি'। 'মধ্যে' 'বামনং' সম্ভজনীয়ং সর্ব্বৈঃ, 'আসীনং' 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ উপাসতে' ॥ ১ ॥

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্য-স্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদয় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন ॥ ১ ॥

জগতের এই অদ্বিতীয় কর্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরো বাচ্য। যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোকনিবাসী দেবতারা নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমারদেরও কর্তব্য যে দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া, এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-বৃত্তি উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া, তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি ॥ ১ ॥

৯১

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরঞ্চ ॥ ২ ॥

'ওঁ ইতি এবম্' ওঙ্কারালম্বনাঃ সন্তঃ; 'ধ্যায়থ' চিন্তয়ত, 'আত্মানং' জ্ঞানস্বরূপং পরং ব্রহ্ম। 'স্বস্তি' নির্ব্বিঘ্নম্ অস্তু, 'বঃ' যুষ্মাকং, 'পারায়' পর-কূলায়, 'তমসঃ' অজ্ঞান-তমসঃ, 'পরস্তাৎ', ব্রহ্মস্বরূপাবগমনায় ইত্যর্থঃ। 'ওঙ্কারেণ এব' 'আযতনেন' সাধনেন, 'অন্বেতি' প্রাপ্নোতি 'বিদ্বান্'।

'যৎ তৎ শান্তম্' 'অজরং' জরা-বর্জ্জিতম্, 'অমৃতং' মৃত্যু-বর্জ্জিতম্, 'অভয়ং', 'পরং' নিরতিশয়ং 'চ', ব্রহ্ম ওঙ্কারাখ্যম্ ॥ ২ ॥

ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, এবং নির্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার-সাধনার দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওঙ্কার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর ; তবে নিশ্চয় তোমরা সংসারের অজ্ঞানতিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবে, এবং শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২ ॥

৯২

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৩ ॥

'তৎসবিতুঃ' তস্য সবিতুঃ, জগৎ-প্রসবিতুঃ, প্রেরকস্য সর্ব্ব-কামানাম্, বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাবস্য অন্তর্যামিনো ব্রহ্মণঃ ; 'দেবস্য' দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য ; 'বরেণ্যং' বরণীয়ং ; 'ভর্গঃ' ভর্গং, তেজঃ জ্ঞানং শক্তিঞ্চ ; 'ধীমহি' ধ্যায়েম বয়ম্। 'ধিয়ঃ' বুদ্ধিবৃত্তীঃ, 'যঃ' সবিতা, 'নঃ' অস্মাকং, 'প্রচোদয়াৎ' প্রেরয়তি সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানায় ॥ ৩ ॥

সেই জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতামাতার ন্যায় এই বিশ্ব পালন করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও মহতী শক্তি বিশ্ব-নিবাসী অসংখ্য জীবের কল্যাণ-সাধনার্থেই তৎপর রহিয়াছে। তিনি আমারদিগের ধর্ম্ম-পথে সহায়ার্থে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সাধনেতে আমরা পাপতাপ হইতে নিস্তার পাই ॥ ৩ ॥

৯৩

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু ॥ ৪ ॥

'অহং ব্রহ্ম' 'মা নিরাকুর্য্যাং' ন ত্যজেয়ং ; 'মা' মাম্ উপাসকং, 'ব্রহ্ম' 'মা নিরাকরোৎ' নাত্যজৎ। মৎকর্ত্তৃকং ব্রহ্মণঃ 'অনিরাকরণম্' অতিরস্করণম্ 'অস্তু' ॥ ৪ ॥

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন ॥ ৪ ॥

করুণাময় বিশ্ব-পিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাঁহার কৃপা-বারি প্রাপ্ত হইতেছি, এবং প্রত্যেক বারের নিঃশ্বাস-ক্রিয়াতেই তাঁহার করুণা-সমীরণ সেবন করিতেছি। তিনি আমারদিগের কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই এবং কোন কালে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না। তিনি আমারদিগকে নিয়ত প্রীতি-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, যেন কৃতজ্ঞ হইয়া নিয়ত তাঁহার প্রীতি-সুধা পান করি, ও তাঁহার করুণাদত্ত অনুজ্ঞাসকল সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রবৃত্ত থাকি ॥ ৪ ॥

৯৪

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বোমৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ॥ ৫ ॥

'তং' 'বেদ্যং' বেদনীয়ং ; পূর্ণত্বাৎ 'পুরুষং', পরং ব্রহ্ম, 'বেদ' ; 'যথা' 'বঃ' যুষ্মান্, 'মৃত্যুঃ মা' 'পরিব্যথাঃ' পরিব্যথয়তু। ন চেৎ বিজ্ঞায়তে পুরুষো, মৃত্যু-নিমিত্তাং ব্যথাম্ আপন্না দুঃখিন এব যূয়ং স্থঃ, অতস্তন্মাভূৎ যুষ্মাকম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

তোমাদের মৃত্যু-পীড়া না হউক, এ প্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান ॥ ৫ ॥

সেই অমৃত পুরুষকে জান ; এবং তাঁহাকে সকল হইতে, আপনা হইতেও অধিক প্রীতি কর ; তবে তোমারদের মৃত্যু-পীড়ার অবসান হইবে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত যাঁহার নিত্য সহবাস হইয়াছে, তিনি এখানে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন, এবং মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান। তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হয়, বিপদ মঙ্গলের আধার হয়, এবং মৃত্যু অমৃতের সোপান হয় ॥ ৫ ॥

৯৫

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যোবনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥ ৬ ॥

'যঃ দেবঃ অগ্নৌ, যঃ অপ্‌সু', 'যঃ বিশ্বং ভুবনং' স্বেন রচিতং সংসারম্, 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবান্। 'যঃ' 'ওষধীষু' ওষধিষু; 'যঃ বনস্পতিষু', 'তস্মৈ' 'দেবায়' পরমেশ্বরায়; 'নমঃ নমঃ' দ্বির্ব্বচনম্ আদরার্থম্ ॥ ৬ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, ও অসীম সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার করুণা নিদাঘকালের তৃপ্তিকর বারি ধারাতে ও প্রাণদ ওষধি বনস্পতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যিনি ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষে, সকল স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

একাদশোঽধ্যায়

৯৬

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

'অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্'; 'অব্যয়ং', ন ব্যেতি, ন ক্ষীয়তে, 'তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানম্ আদিকারণম্ অস্য, তদ্ ইদম্ 'অনাদি'। তথা অবিদ্যমানোঽন্তো যস্য, তৎ 'অনন্তং'। 'মহতঃ' মহৎপরিমাণাৎ, অপি 'পরং' মহৎ, নিরতিশয়ত্বাৎ। 'ধ্রুবং' কুটস্থং নিত্যং। 'নিচায্য' অবগম্য, 'তম্' এবম্ভূতাং ব্রহ্মাত্মানং, 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুগোচরাৎ, 'প্রমুচ্যতে' বিযুজ্যতে ॥ ১ ॥

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, যাঁহার ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহৎ, এবং নিত্য ও নির্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হয় ॥ ১ ॥

সৃষ্টির অতীত জ্ঞানময় পরমেশ্বর কদাপি শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি নিরাকার, নির্বিকার, নিত্য ও মহান্। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত কাল পর্যন্ত ব্রহ্ম-ধামে উন্নত হইতে থাকে ॥ ১ ॥

৯৭

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ২ ॥

'সর্ব্বেষু ভূতেষু এষঃ', 'গূঢ়োঽত্মা' গূঢ়ঃ আত্মা, প্রচ্ছন্নঃ ব্রহ্মাত্মা; 'ন প্রকাশতে' অসংস্কৃত-বুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বাৎ। 'দৃশ্যতে তু', সংস্কৃতয়া 'বুদ্ধ্যা', 'অগ্র্যয়া',—অগ্রম্ ইব অগ্র্যা, তয়া, একাগ্রতয়োপেতয়া, 'সূক্ষ্ময়া' সূক্ষ্ম-বস্তু-নিরূপণপরয়া। কৈঃ? 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তৈঃ পণ্ডিতৈঃ ॥ ২ ॥

এই পরমাত্মা সর্বভূতেতে গূঢ় রূপে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥

পরমাত্মা সকলের শক্তির শক্তিতে, সকলের প্রাণের প্রাণেতে, সকলের আত্মার আত্মাতে গূঢ় রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন; বিষয়মোহে মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকটে তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী ধীরেরা একনিষ্ঠ সুমার্জিত বুদ্ধি দ্বারা সেই জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বরকে জ্ঞানালোকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

৯৮

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ৩ ॥

'ন অয়ম্ আত্মা', ব্রহ্মাত্মা, 'প্রবচনেন' প্রকৃষ্ট-বচনেন, 'লভ্যঃ' জ্ঞেয়ঃ। 'ন' অপি 'মেধয়া' গ্রন্থার্থ-ধারণা-শক্ত্যা; 'ন বহুনা শ্রুতেন' শ্রবণেন। কেন তর্হি লভ্য, ইত্যুচ্যতে। 'যম এব' ব্রহ্মাত্মানম্; 'এষঃ' সাধকঃ; 'বৃণুতে' প্রার্থয়তে; 'তেন' সাধকেন লভ্য। সঃ 'এষ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা; 'তস্য' আপ্ত কামস্য; 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি; পারমার্থিকীং 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তনূম্' ॥ ৩ ॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন ॥ ৩ ॥

যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে অনুরাগ ও যত্ন না থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশবাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক আপ্তকাম হইয়া পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

৯৯

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি ॥ ৪ ॥

'উত্তিষ্ঠত',—হে জন্তবঃ, ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত। 'জাগ্রত' অজ্ঞান-নিদ্রায়াঃ ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থ বীজভূতায়া ক্ষয়ং কুরুত। কথং? 'প্রাপ্য' উপগম্য; 'বরান্' প্রকৃষ্টান্ আচার্য্যান্ ব্রহ্মবিদঃ; তদুপদিষ্টং সর্ব্বব্যাপিনং ব্রহ্মাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। যথা 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং; 'নিশিতা' তীক্ষ্ণীকৃতা; দুঃখেনাত্যয়ো যস্যাঃ সা 'দুরত্যয়া', পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া, তথা। 'দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যং; 'পথঃ' পন্থানং ব্রহ্মজ্ঞান-লক্ষণং মার্গং, 'তৎ'; 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'বদন্তি' ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

হে জীব-সকল। উত্থান কর, অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও; আর কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে? আর কত দিন পরম ধনকে ভুলিয়া রহিবে? কাল যাইতেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘ-সূত্রতা পরিত্যাগ কর। উত্তম জ্ঞানবান আচার্যের নিকট যাইয়া সকল আশার যষ্ঠি-স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান। সহস্র গ্রন্থ পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে হয়, তিতিক্ষাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম-প্রবৃত্তি-সকলকে উন্নত করিতে হয়, এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়। অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ। তথাপি ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সাধকের অনুরাগে এ দুর্গম পথও সুগম হইয়া উঠে ॥ ৪ ॥

১০০

তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্তউপাসীত ॥ ৫ ॥

'তৎ এতৎ ব্রহ্ম'; নাস্য পূর্ব্বং কারণং বিদ্যত ইতি 'অপূর্ব্বম'। এতৎ অমৃতম্ অভয়ং'; 'শান্তঃ' সন্, লোকঃ 'উপাসীত' ॥ ৫ ॥

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইহাঁর পূর্বে আর কেহ নাই। ইনি অমৃত ও অভয়। শান্ত হইয়া ইহাঁর উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

যিনি এই বিশ্বের কারণ, তাঁহার আর পূর্ব-কারণ নাই; তিনি অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইলে আর কোন ভয়

থাকে না। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক। শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাসভূমি। যখন মন নির্ম্মল ও স্থির হ্রদের ন্যায় শান্ত হয়, তখন আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয়; নতুবা প্রবল বিত্তৈষণা ও মানৈষণা দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, ও ইন্দ্রিয়লৌল্য জন্য মন অশুচি হইলে, পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগে সামর্থ্য থাকে না। অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৫ ॥

অপ্রতিম

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

১০১

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥ ১ ॥

'বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ' নিশ্চলঃ; 'দিবি' দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি; 'তিষ্ঠতি' 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। 'তেন' অদ্বিতীয়েন; 'পুরুষেণ' পূর্ণেন; 'ইদং সর্ব্বং' 'পূর্ণং' নৈরন্তর্য্যেন ব্যাপ্তম্ ॥ ১ ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়-সকল সম্পাদন করিতেছে। তিনি সাক্ষী-স্বরূপে, নিয়ন্তা-রূপে, নিরন্তর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়া স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদনে নিঃশঙ্ক রহিয়াছেন। প্রবাহ-বলে নদী-তীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জলপ্লাবনে দেশ প্রদেশ প্লাবিত হইতেছে, প্রলয়-প্রবাত ও ভীষণ ভূমিকম্পে লক্ষ লক্ষ জীবশ্রেণী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই সমস্ত আপাততঃ দুঃখ-জনক ব্যাপারকে উত্তর-কালীন উন্নতি-সাধনের অনুকূল করিয়া দিয়া অব্যাকুলিত নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলা-বর্ষণ ও মেঘগর্জন-সহকৃত মুহুর্মুহু বজ্রপাত দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশু-পক্ষি-মনুষ্য সংবলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতে থাকে, এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নর-কণ্ঠ-নিঃসৃত শোণিত-প্রবাহ পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতে থাকে; তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম-কল্যাণ-সম্পাদন বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় থাকিয়া সমান-রূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

তিনি স্বকীয় স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। আর সকলে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তিনি কাহাকেও অবলম্বন করিয়া নাই;

তিনি স্বকীয় মহিমাতেই স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ পুরুষের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে ॥ ১ ॥

১০২

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে।
এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে ॥ ২ ॥

'যথা' যেন প্রকারেণ ; হে 'সৌম্য' প্রিয়দর্শন ; 'বয়াংসি' পক্ষিণঃ ; 'বাসোবৃক্ষং' বাসার্থং বৃক্ষং ; 'সংপ্রতিষ্ঠন্তে'। 'এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং' স্থাবর-জঙ্গমং ; 'পরে আত্মনি' অক্ষরে ব্রহ্মণি ; 'সংপ্রতিষ্ঠতে' ॥ ২ ॥

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহাদিগের বাসস্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে ॥ ২ ॥

সকল বস্তুই সর্বব্যাপী সর্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জড় জগতের সঙ্গে তাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধ, আমারদের সঙ্গে ইহা অপেক্ষাও তাঁহার আর এক উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁহার সেই প্রকার আশ্রিত, যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত ॥ ২ ॥

১০৩

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ ॥ ৩ ॥

'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ ; 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ ; 'সর্ব্বভূতেষু' 'গূঢ়' প্রচ্ছন্নঃ। 'সর্ব্বব্যাপী' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানাং অন্তরাত্মা অন্তর্যামী। 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ' সর্ব্বপ্রাণিকৃত-বিচিত্র-কর্ম্মণাম্ অধ্যক্ষঃ। সর্ব্বাণি ভূতাণি অধিবাসয়তীতি 'সর্ব্বভূতাধিবাসঃ', প্রতিষ্ঠা সর্ব্বস্য জগতঃ। 'সাক্ষী' সর্ব্বদ্রষ্টা ; 'চেতা', 'কেবলঃ' অসঙ্গঃ ; 'নির্গুণঃ চ' সত্ত্বাদি-গুণ-রহিতশ্চ ॥ ৩ ॥

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্বভূতেতে গূঢ়-রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ কার্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব-ভূতের আশ্রয়, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, সকলের সাক্ষী,

ও সঙ্গ-রহিত ; এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই ॥ ৩ ॥

যিনি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তিনি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমার প্রভু, তিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং সকলেরই প্রভু। সেই এক দেবতা সর্ব ভূতে গূঢ়রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অসীম চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব-ব্যাপী এবং সকলেরই অন্তরাত্মা ; আমারদিগের যে এই জীবাত্মা সকল, তাহারদিগেরও প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। তিনি সকলের সাক্ষী এবং কর্মাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব স্থানে থাকিয়া সকলকে দৃষ্টি করিতেছেন। তিনি যে কেবল সাক্ষী মাত্র হইয়া আমারদিগকে নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করিতেছেন, এমত নহে ; কিন্তু কর্মাধ্যক্ষ হইয়া উপযুক্ত দণ্ড ও পুরস্কার বিধান দ্বারা আমারদের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি সর্বব্যাপী ও সকলের প্রভু হইয়াও কিছুতেই আসক্ত নহেন, তিনি সঙ্গ-রহিত। সৃষ্ট পদার্থ শরীর ও মনের ধর্ম কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি শুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ ॥ ৩ ॥

১০৪

সর্ব্বা দিশ ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্।
এবং সদেবোভগবান্ বরেণ্যো যোনিঃ স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ ॥

'সর্ব্বা দিশঃ, ঊর্দ্ধং অধঃ চ', 'তির্য্যক্' পার্শ্বদিশঃ, 'প্রকাশয়ন্', 'ভ্রাজতে' দীব্যতে, 'যৎ' যথা, 'উ' 'অনড্বান্' আদিত্যঃ। 'এবং সঃ দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ পরমেশ্বরঃ, 'ভগবান্' ঐশ্বর্য্যসমন্বিতঃ, 'বরেণ্যঃ' বরণীয়ঃ সম্ভজনীয়ঃ। 'যোনিঃ' কারণং কৃৎস্নস্য জগতঃ পৃথিব্যাদীনাং। 'স্বভাবান্' স্ব-স্ব-ভাবান্ 'গুণান্ ; 'অধিতিষ্ঠতি' নিয়ময়তি ; 'একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

সূর্য যেমন ঊর্দ্ধ অধ তির্যক্ সমুদয় দিক প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্যবান্ বিশ্ব-প্রকাশক জগৎ-কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্বভূতে তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

সূর্য যেমন সকলকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরও সেই রূপ তাঁহার এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহার কেহ প্রকাশক নাই, তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই; তিনি স্বয়ম্ভূ, তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি বায়ুতে শব্দ, অগ্নিতে ঔষ্ণ্য, জলে শৈত্য, বজ্রে বল, পদে গতি, বৃষ্টিতে তৃপ্তি, নক্ষত্রে জ্যোতিঃ, সকল ভূতেতে তাহারদের স্বীয় স্বীয় ভাব সকল নিয়োজন করিতেছেন ॥ ৪ ॥

১০৫

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

'এনং' ব্রহ্মাত্মানম্; 'উর্দ্ধং' ঊর্দ্ধদিশি; কশ্চিদ্ অপি 'ন পরিজগ্রভৎ' ন পরিগৃহীতবান্। 'ন তির্য্যঞ্চং' ন পার্শ্বে; 'ন' চ 'মধ্যে' ঊর্দ্ধাদিষু দিক্ষু; ব্রহ্ম ন কেনাপি পরিগ্রাহ্যং। 'ন 'তস্য' ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য অচিন্ত্যশক্তেঃ সদৃশাভাবাৎ 'প্রতিমা' উপমা অস্তি। 'যস্য' ঈশ্বরস্য, 'নাম' অভিধানং, 'মহদ্ যশঃ' মহদ্ দিগাদ্যনবচ্ছিন্নঃ, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং, যশঃ কীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

কি ঊর্দ্ধদেশে, কি তির্যক্, কি মধ্য-দেশে ইহাঁকে কোথাও কেহ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্ যশঃ ॥ ৫ ॥

অত্যুন্নত মানসিক বৃত্তি সমন্বিত শ্রেষ্ঠ জীবেরাও সেই অসীম জ্ঞান-সমুদ্র অমৃতময় মঙ্গলময়ের গাম্ভীর্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার অনুরূপ কোন পদার্থ নাই। সূর্য তাঁহার জ্যোতির আভাসও প্রকাশ করিতে পারে না; বজ্র তাঁহার বলের মাত্রাও প্রদর্শন করিতে পারে না। পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, হৃদয়-বন্ধুর নিঃস্বার্থ প্রীতি, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, তাঁহার প্রেমের ছায়া মাত্র। তাঁহার শরীর নাই, তিনি শরীরের নির্মাতা; তাঁহার মন নাই, তিনি মনের স্রষ্টা; তাঁহার যশঃ আকাশের ন্যায় সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহার মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব তাঁহার নাম মহদ্-যশঃ ॥ ৫ ॥

১০৬

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৬ ॥

'অস্য' ঈশ্বরস্য, 'রূপং' স্বরূপং রূপাদিরহিতং নির্ব্বিশেষং; 'সংদৃশে' দর্শনবিষয়ে 'ন তিষ্ঠতি'। ইন্দ্রিয়াগোচরত্বাদ্ এব 'ন চক্ষুষা পশ্যতি'; 'কশ্চন' কোঽপি; 'এনম্' ঈশ্বরং। চক্ষুরিত্যুপলক্ষণং; সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈরপি কোঽপি ন তৎ গ্রহীতুং শক্নুয়াৎ। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া; মনস ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেন ইতি মনীট্, তয়া 'মনীষা', বুদ্ধ্যা বিকল্পবর্জ্জিতয়া; 'মনসা' মনন-রূপেণ সম্যগ্-দর্শনেন। 'অভিকৢপ্ত' অভিসমর্থিতঃ অভিপ্রকাশিতঃ, ঈশ্বরোভবতি। 'য এনং' ব্রহ্ম, 'এবং বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি' ॥ ৬ ॥

ইহাঁর স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং ইহাঁকে কেহ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। ইনি হৃদ্গত সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন; যাঁহারা ইহাঁকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ॥ ৬ ॥

পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞাননেত্রের গোচর। যিনি তাঁহার অনুরাগে একাগ্রচিত্ত হইয়া যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জিত ও সংশয়-বর্জিত করেন, তিনি সেই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষকে প্রত্যক্ষ দেখেন, এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া অমর হয়েন; তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ৬ ॥

১০৭

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

'শ্রবণায়' শ্রবণার্থং, 'অপি যঃ' ব্রহ্মাত্মা; 'ন লভ্যঃ বহুভিঃ' অনেকৈঃ। 'শৃণ্বন্তঃ অপি বহবঃ' অনেকে অন্যে; 'যং' ব্রহ্মাত্মানং 'ন বিদ্যুঃ' ন বিদন্তি; অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানো ন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ, অস্য 'বক্তা আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবদ্ ইব; অনেকেষু কশ্চিদ্ এব ভবতি। তথা শ্রুত্বাপি 'অস্য' ব্রহ্মাত্মনঃ, 'লব্ধা' 'কুশলঃ' নিপুণ এব ভবতি। তস্য নিপুণঃ 'জ্ঞাতা' আশ্চর্য্যঃ'

কশ্চিদ্ এব ভবতি ; 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সন্, সংশিক্ষিতঃ সন্ ॥ ৭ ॥

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না ; তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমত বক্তা অতি দুর্লভ ; ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ-রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥ ৭ ॥

অনেকে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় না। অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও সমুচিত শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায় না। এ নিমিত্তে পরমাত্মা-তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব দেশে ও সর্ব জাতি মধ্যে অতি অল্প। সদ্বুদ্ধিশালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ-চিত্ত পরমাত্ম-জ্ঞানী ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় উপদেশ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। তাঁহার বক্তাও দুর্লভ, তাঁহার লব্ধাও দুর্লভ। অতএব পরমাত্ম-জ্ঞান সাতিশয় যত্ন-সাধ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মনোগত স্পৃহা ও একান্ত যত্ন না থাকিলে তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহার সমাধি সাধনে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৭ ॥

১০৮

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ৮ ॥

'পরাচঃ' বহির্গতান এব, 'কামান্' বিষয়ান্, 'অনুযন্তি', অনুগচ্ছতি, 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ। 'তে' তেন কারণেন, 'মৃত্যোঃ, 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতো ব্যাপ্তস্য ; 'পাশং' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং ; 'যন্তি' গচ্ছন্তি। যত এবং 'অথ' তস্মাৎ, 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ, 'অমৃতত্বং ধ্রুবং বিদিতা', 'অধ্রুবেষু' অনিত্যেষু সর্ব্বপদার্থেষু, 'ইহ' সংসারে, 'ন প্রার্থয়ন্তে' কিঞ্চিদপি ॥ ৮ ॥

অল্প-বুদ্ধি লোক সকল বহির্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ

মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয় ; ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না ॥ ৮ ॥

যাহারা বহির্বিষয়ই দেখে, যাহারা স্বীয় আত্মাকে এবং আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না, তাহারা বহির্বিষয়ে আসক্ত হইয়া, স্বীয় প্রবৃত্তিরই দাস হইয়া, বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়। বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি ; এবং মৃত্যুর পাশ এই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলযুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। জড় জগৎ ও পশু-প্রকৃতি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলযুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এমত উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সংসারের বিষয়-কামনাতে অভিভূত হইয়া স্বেচ্ছাচারী বালকের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহারাও মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয় ; এবং স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পরম পদ ও চরম গতি হইতে বহু দূরে স্থিতি করে। ধীর ব্যক্তিরা অমৃত-স্বরূপের সহিত আত্মার নিত্য যোগ জানিয়া এই অনিত্য সংসারের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা ধর্ম-নিয়মানুসারে স্বীয় প্রবৃত্তির উপরে আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া জগৎ-পিতার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

১০৯

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ৯ ॥

'যেন অহং ন অমৃতা স্যাং, কিম্ অহং তেন কুর্য্যাম্?' 'অসতঃ' সংসারাৎ, 'মা' মাং, 'সৎ' ব্রহ্ম 'গময়'। 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ, 'মা' মাং, 'জ্যোতিঃ' ব্রহ্মাধিগমং, 'গময়'। 'মৃত্যোঃ' 'মা' মাং, 'অমৃতং গময়'। হে 'আবিঃ' স্বপ্রকাশ-ব্রহ্মচৈতন্য, 'মে' মদর্থং 'আবীঃ এধি' আবিরেধি, অজ্ঞানাবরণাপনয়েন প্রকটীভব। হে 'রুদ্র' পরমেশ্বর, 'যৎ' 'তে' তব 'দক্ষিণং মুখম্' উৎসাহজনকম্ আহ্লাদকরং ; 'তেন', অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহান্বিতং 'মাং', 'পাহি' রক্ষস, 'নিত্যং' সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব? অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে

জ্যোতিঃ-স্বরূপে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর ॥ ৯ ॥

যাহার দ্বারা অমৃত পুরুষের সহিত সহবাস লাভ না হইয়া অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? বিষয় বিভব, মান যশঃ, আমোদ প্রমোদ, সমুদয়ই অস্থায়ী। ইঁহারা স্থায়ী হইলেও প্রিয়তম ঈশ্বরকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব? অতএব, হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি, আমাকে এমন উপযুক্ত কর। অসৎ সংসার হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া তোমার সৎ পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার আত্মাতে তোমার জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশ কর, এবং অমৃতস্বরূপ যে তুমি, আমাকে তোমাতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট নিত্য প্রকাশিত থাক, যেন বিপদে পড়িয়া তোমার রুদ্র মুখ দেখিতে না হয়; যেহেতু যখন আমি তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে না পাই, তখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখি। তুমি আমার অন্ধকারের প্রদীপ, পিপাসার জল এবং আরামের স্থল ॥ ৯ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

১১০

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ১॥

'সত্যম্ এব' 'জয়তে' জয়তি, 'ন অনৃতম্'। 'সত্যেন' অনৃত-ত্যাগেন, মৃষা-বচন-ত্যাগেন, 'লভ্যঃ' প্রাপ্তব্যঃ; 'তপসা' মনস একাগ্রতয়া; 'হি এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা; 'সম্যক্ জ্ঞানেন' যথানুভূত-ব্রহ্মদর্শনেন; 'যেন' সত্যেন তপসা জ্ঞানেন; 'আক্রমন্তি' আক্রমন্তে; 'ঋষয়ঃ' দর্শনবন্তঃ; 'হি' 'আপ্ত-কামাঃ; 'যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্' আশ্রয়ঃ পরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

সত্যের জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। **সত্য-কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। ঋষিরা এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত-চিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১ ॥**

শান্ত-চিত্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া সত্যের পথে চল; তবে সত্যের জয়ে তুমি জয়-যুক্ত হইবে। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে, তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, সেই সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্বে পূর্বে আপ্তকাম নির্দোষ ঋষিরা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১১১

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজোঽপ্রাণো হ্যমনাঃ। যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ২॥

'দিব্যঃ' দ্যোতনবান্, 'হি'; 'অমূর্ত্তঃ' সর্ব্ব-মূর্ত্তি-বর্জ্জিতঃ, 'পুরুষঃ' পূর্ণঃ; সহ বাহ্যাভ্যন্তরেণ বর্ত্তত ইতি 'সবাহ্যাভ্যন্তরঃ,' 'হি'; ন জায়তে কুতশ্চিদ্ ইতি 'অজঃ'; অবিদ্যমানঃ প্রাণবায়ুর্যস্মিন্, অসৌ 'অপ্রাণঃ' 'হি'; অবিদ্যমানং

মনোযস্মিন্, সোঽয়ম্ 'অমনাঃ'; 'যং' ব্রহ্মাত্মানং 'পশ্যন্তি' উপলভন্তে, 'যতয়ঃ' যত্নশীলাঃ, 'ক্ষীণদোষাঃ' ॥ ২ ॥

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ, সকলের বাহিরেও আছেন, এবং সকলের অন্তরেও আছেন, এবং জন্মরহিত; তাঁহার শারীরিক প্রাণও নাই এবং মনও নাই; যাঁহাকে ক্ষীণদোষ যত্নশীল ধীরেরা দৃষ্টি করেন ॥ ২ ॥

তিনি প্রকাশবান্, তিনি সর্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই অপরিসীম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার সত্তার প্রমাণ দিতেছে, ইহার প্রত্যেক শক্তি সেই মূল শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন মূর্তি নাই; তিনি পূর্ণ পুরুষ। তিনি সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন, এবং সকল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্ম-রহিত, তিনি সর্ব কালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর-স্বভাব। তিনি মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাণ-বায়ু অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না; তিনি স্বয়ং প্রাণ, তিনি প্রাণের প্রাণ। মন তাঁহা কর্তৃক সৃষ্ট পরিমিত পদার্থ বিশেষ, অতএব তাঁহার এতাদৃশ মন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জ্ঞান আমারদের জ্ঞানের ন্যায় মনের বৃত্তি নহে, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহারা পাপাচরণ হইতে বিরত থাকিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ২ ॥

১১২

যোদেবানামধিপো যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশেঽস্যদ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ সবা এষ মহানজ আত্মা ॥ ৩ ॥

'যঃ' পরমেশ্বরঃ, 'দেবানাম্' 'অধিপঃ' স্বামী, 'যস্মিন্' পরমেশ্বরে সর্ব্ব-কারণে, 'লোকাঃ' 'অধিশ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'যঃ' পরমেশ্বরঃ, 'অস্য' 'দ্বিপদঃ', মনুষ্যস্য, 'চতুষ্পদঃ' গবাদেঃ, 'ঈশে' ঈষ্টে, 'সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা' ব্রহ্মাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন, তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি, লোকান্তর-নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত,

সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি, যাঁহার শাসনের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলই চিরকাল প্রতিপালিত হইতেছে; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা ॥ ৩ ॥

১১৩

অদৃষ্টোদ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতোবিজ্ঞাতা ॥ ৪ ॥

'অদৃষ্টঃ' ন দৃষ্টঃ, চক্ষুর্গোচরত্বম্ অনাপন্নঃ, কস্যচিৎ; স্বয়ন্তু 'দ্রষ্টা'। তথা, 'অশ্রুতঃ' শ্রোত্রগোচরত্বম্ অনাপন্নঃ, স্বয়ন্তু 'শ্রোতা'। তথা, 'অমতঃ' মনন-বিষয়ত্বম্ অনাপন্নঃ; স্বয়ন্তু 'মন্তা'। যতঃ সোঽদৃষ্টোঽশ্রুতোঽমতোঽতএব 'অবিজ্ঞাতঃ', স্বয়ন্তু 'বিজ্ঞাতা' ॥ ৪ ॥

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন। কেহ তাঁহাকে শ্রুতি-গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন। কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন। কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন ॥ ৪ ॥

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের চক্ষু-কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু আমরা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভূ সর্বজ্ঞ পুরুষ তাহার সমুদয়ই জানেন; এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানেন। তিনি নিঃশেষ রূপে সকলের সকলই জানেন, কিন্তু কেহই-তাঁহার স্বরূপের অন্ত জানিতে পারে না ॥ ৪ ॥

১১৪

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে ॥ ৫ ॥

'সঃ এষঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা; যদ্ যৎ ইন্দ্রিয়-মনো-গোচরত্বেন নির্দিষ্টং বস্তু, তৎ তৎ ন ব্রহ্মেতি, 'ন ইতি ন ইতি'। 'অগৃহ্যঃ ন হি গৃহ্যতে' করণা-বিষয়ত্বাৎ ॥ ৫ ॥

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু, এই মাত্র তাঁহার নির্দেশ। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায়, মন দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারা যায়, তাহা তিনি নহেন; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য; কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে দর্শন করা যায় ॥ ৫ ॥

১১৫

স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ৬ ॥

'সঃ এষঃ' ব্রহ্মাত্মা, 'সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ'; 'সর্ব্বম্' 'ইদং' জগৎ, 'যৎ ইদং কিঞ্চ' অনবশিষ্টং 'প্রশাস্তি' নিয়ময়তি ॥ ৬ ॥

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি। তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদয়েরই শাসন করেন ॥ ৬ ॥

দেব মনুষ্য, পশু পক্ষী, সকলই তাঁহার শাসনে রহিয়াছে; কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

১১৬

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ৭ ॥

'ঋতং' সত্যম্ অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং। 'পিবন্তৌ',—একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি, ভূংক্তে, নেতরঃ; তথাপি পাতৃ-সম্বন্ধেন 'পিবন্তৌ' ইত্যুতে। সুকৃতস্য' স্বয়ংকৃতস্য' কর্ম্মণঃ; 'লোকে' শরীরে; 'গুহাং' গুহায়াং বুদ্ধৌ, 'প্রবিষ্টৌ'; 'পরমে পরার্দ্ধে' প্রকৃষ্টস্থানে। তৌ চ 'ছায়াতপৌ' এব বিলক্ষণৌ, সংসারিত্বা-সংসারিত্বেন। 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি। ন কেবলং ব্রহ্মবিদ এব বদন্তি; 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ; 'যে চ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিকৃত্বোনাচিকেতোঽ-গ্নিশ্চিতোযৈস্তে ॥ ৭ ॥

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন স্বকৃত কর্মফল ভোগ করেন, আর একজন সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে

ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন; আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

জীবাত্মা এবং তাঁহার আশ্রয় সর্ব-ব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আমরা উভয়কেই সংশয়-রহিত বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতেছি। ছায়া এবং আতপ যেরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণ-স্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন এমত নহে; অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

মহিমা

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

১১৭

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ॥ ১॥

'যঃ বৈ' 'ভূমা' মহৎ নিরতিশয়ং ব্রহ্ম, 'তৎ সুখং।' 'ন অল্পে' ব্রহ্মাতিরিক্তে কস্মিংশ্চিদ্ অপি বস্তুনি; 'সুখং' সম্পূর্ণম্ 'অস্তি'। 'ভূমা এব সুখম্' অতঃ 'ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ' ॥ ১॥

যিনি ভূমা, যিনি মহান্, তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক॥ ১॥

মনুষ্যের মন পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। সেই ভূমাতেই আমাদের সুখ, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। বিষয়-সুখে আমারদের আত্মা তৃপ্ত হয় না। বিষয়-সুখ সকলই ক্ষণভঙ্গুর, অতীব ক্ষুদ্র; কখনো বা ধর্ম্মের অনুকূল, কখনো বা প্রতিকূল; কখনো বা সেব্য, কখনো ত্যাজ্য। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমারদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শান্তি-নিকেতন। অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক॥ ১॥

১১৮

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি॥ ২॥

হে 'ভগবঃ' ভগবন্, 'সঃ' ভূমা ব্রহ্মাত্মা, 'কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?' 'ইতি' ইত্যুক্তবন্তং শিষ্যং প্রতি আহ আচার্য্যঃ, 'স্বে মহিম্নি' আত্মীয়ে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতো ভূমা॥ ২॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? আচার্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ২॥

পরমেশ্বর নিরালম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি

তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্ব-রূপ শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি এক মাত্র শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন, আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন। তাঁহার কেহ জনকও নাই, এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই॥ ২॥

১১৯

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য সউ শ্বঃ॥ ৩॥

'সঃ এব' ভূমা 'অধস্তাৎ' বিদ্যতে। তথা 'সঃ উপরিষ্টাৎ, সঃ পশ্চাৎ সঃ পুরস্তাৎ সঃ দক্ষিণতঃ, সঃ উত্তরতঃ'। স ভূমা 'ঈশানঃ' 'ভূত-ভব্যস্য' কালত্রয়স্য। 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ, 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্তমানঃ। 'সঃ শ্বঃ 'উ' অপি বর্ত্তিষ্যতে॥ ৩॥

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে; তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে; তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন॥ ৩॥

কি ঊর্দ্ধে কি অধোতে, কি পশ্চাতে কি সম্মুখে, কি দক্ষিণে কি উত্তরে, আমারদিগের চতুর্দিকে সকল স্থানেই তিনি দীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্বত-শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানই তাঁহার রাজ্য, সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব-দেশ-ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব-কাল বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহকালের নিয়ন্তা, তেমনি পরকালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন॥ ৩॥

১২০

য একোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো-দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ৪॥

'যঃ একঃ' অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ; 'অবর্ণঃ' নির্ব্বিশেষঃ ; 'বহুধা' নানা 'শক্তিযোগাৎ' ; 'নিহিতার্থঃ' গৃহীতপ্রয়োজনঃ, প্রজানাং 'বর্ণান্' প্রয়োজন-পদার্থান্, 'অনেকান্', 'দধাতি' বিদধাতি প্রজাভ্যঃ। 'আদৌ, অন্তে চ', মধ্যে 'চ' ; 'বিশ্বং' যস্মিন্ 'বি এতি' ব্যাপ্নোতি ; 'সঃ' 'দেবঃ' দ্যোতনস্বভাবঃ বিজ্ঞানৈকরসঃ পরমেশ্বরঃ। 'সঃ' 'নঃ' অস্মান্ ; 'শুভয়া বুদ্ধ্যা' 'সংযুনক্তু' সংযোজয়তু ॥ ৪ ॥

যিনি এক এবং বর্ণবিহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তিনি আমারদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

নানা বর্ণের সৃজন-কর্তা সেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহীন হইয়াও বিশুদ্ধ-সত্ত্ব জ্ঞানীদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই সত্য পুরুষকে ধর্ম, অর্থ, সুখ-সৌভাগ্যের প্রেরয়িতা রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন, এবং নিষ্কাম হইয়া মনের প্রীতিতে তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহারদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই ; কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা ॥ ৪ ॥

১২১

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৫ ॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ, 'বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ' বৃক্ষকালাকৃতিভ্যঃ,—বৃক্ষাৎ সংসারাৎ, কালাৎ, আকৃতেশ্চ ; 'পরঃ' 'অন্যঃ' প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্ট। 'যস্মাৎ' ঈশ্বরাৎ, 'অয়ং' 'প্রপঞ্চঃ' সংসারঃ, 'পরিবর্ত্ততে'। 'জ্ঞাত্বা' তং 'ধর্ম্মাবহং' ধর্ম্মস্যাকরভূতং ; 'পাপনুদং' পাপস্য ক্ষয়িতারং ; 'ভগেশং' ভগস্য ঐশ্বর্য্যস্য ঈশং স্বামিনম্ ; 'আত্মস্থং'' সর্ব্বেষাম্ আত্মনি স্থিতম্ ; 'অমৃতম্' অমরণধর্ম্মাণং, 'বিশ্বধাম' বিশ্বস্যাধারভূতম্। 'জ্ঞাত্বা' চ 'বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং শিবং', 'এতি' প্রাপ্নোতি, 'শান্তিম্ অত্যন্তম্' ॥ ৫ ॥

তিনি সংসার, কাল ও সাকার বস্তু সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং সুতরাং ভিন্ন। যাঁহা কর্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্তিত হইতেছে, তিনি ধর্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে, সেই মঙ্গল-স্বরূপ একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে, জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন ; না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ ; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। তিনি যেমন এই আকাশে থাকিয়া নিয়ন্তা-রূপে সমুদয় জড় জগৎকে ও পশু-প্রকৃতিকে নিয়মে রাখিতেছেন, সেইরূপ তিনি মনুষ্যের আত্মাতে ধর্মাবহ রূপে অবস্থিতি করিয়া অহরহ ধর্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। জড় জগৎ ও পশু পক্ষীরা নিয়ম না জানিয়া নিয়মের বলে বদ্ধ হইয়াই কার্য করিতেছে, আত্মা কর্তব্য-জ্ঞানের আলোকে ধর্মের নিয়ম অবগত হইয়া স্বাধীন ভাবে ধর্ম-কার্য সাধন করিতেছে। যখন আত্মা মানসিক কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়, এবং ধর্ম-নিয়মের কর্তব্য-জ্ঞানের আদেশ অবহেলা করিয়া পাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে আপনার স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয়, ও আন্তরিক দুঃসহ গ্লানিভোগ করিতে থাকে। পাপ-মোচয়িতা ঈশ্বর ভিন্ন তখন তাহার আর গতি নাই। যখন সেই পাপাক্রান্ত আত্মা অকৃত্রিম অনুতাপে দগ্ধ হইয়া, "এমন আর করিব না" বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তখনই তিনি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া পুনর্বার আপনার সৎপথে সমুন্নত করেন। এই তাঁহার মহিমা, এই তাঁহার করুণা। এই পাপময় দুঃখময় সংসারে সেই একমাত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অমৃত ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতেই প্রাপ্ত হইয়া, এবং তাঁহাকে পাপের মোচয়িতা ও অক্ষয় মুক্তিদাতা জানিয়া, জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥

১২২

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনির্জ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতি বন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ 'বিশ্বকৃৎ' বিশ্বস্য কর্ত্তা। বিশ্বং বেত্তীতি 'বিশ্ববিৎ'।

আত্মনাং যোনিরিতি 'আত্মযোনিঃ'। জানাতীতি 'জ্ঞঃ'। 'কালকালঃ' কালস্য কর্ত্তা। 'গুণী' বিচিত্রশক্তিমান্। 'সর্ব্ববিৎ যঃ'। 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ,—প্রধানং প্রপঞ্চঃ, ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা, তয়োশ্চ পালয়িতা। 'গুণেশঃ' গুণানাম্ ঈশঃ, 'সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ' সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধানাং হেতুঃ, কারণম্ ॥ ৬ ॥

তিনি বিশ্ব-কর্তা, বিশ্ব-বেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্তা, গুণবান্ ও সর্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্বগুণের মহেশ্বর, এবং সংসারের স্থিতি বন্ধ ও মোক্ষের হেতু ॥ ৬ ॥

তিনি সকলের স্রষ্টা, সকলের পাতা, সকলের সুহৃৎ, সকলের প্রভু। কোন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। তাঁহারই নিয়মে জীবাত্মা শরীরে বদ্ধ থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্মে স্বাধীন হইয়া মুক্তির অধিকারী হইয়াছে, এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৬ ॥

১২৩

সতন্ময়োহ্যমৃত ঈশ সংস্থো জ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা। য ঈশেহস্য জগতোনিত্যমেব নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যত ঈশনায়। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈশরণমহং অহং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

'সঃ' পরমেশ্বরঃ, 'তন্ময়ঃ' চৈতন্য-জ্যোতির্ম্ময়ঃ, 'হি' 'অমৃতঃ' অমরণধর্ম্মা। ঈশশ্চাসৌ সংস্থশ্চেতি 'ঈশসংস্থঃ'; ঈশঃ স্বামী, সম্যক্ স্থিতিযস্যাসৌ সংস্থঃ। জানাতীতি 'জ্ঞঃ'; সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি 'সর্ব্বগঃ'; 'অস্য ভুবনস্য' 'গোপ্তা' পালয়িতা। 'যঃ' 'ঈশে' ঈষ্টে 'অস্য জগতঃ'; 'নিত্যম্ এব' নিয়মেন। 'ন অন্যঃ হেতুঃ বিদ্যতে' 'ঈশনায়' শাসনায়। 'তং' 'হ' হ-শব্দোঽবধারণে। 'দেবং' পরমেশ্বরং; আত্মনি যা বুদ্ধিঃ তাং প্রকাশয়তীতি 'আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং'। 'মুমুক্ষুঃ বৈ অহং শরণং' 'প্রপদ্যে' প্রয়ামি ॥ ৭ ॥

তিনি চৈতন্যময়, মরণ-ধর্ম-রহিত এবং সর্বস্বামীরূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন। তিনি প্রজ্ঞাবান্, সর্বত্রগামী, এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিতেছেন,

তদ্‌ব্যতীত বিশ্বশাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

তিনি আমারদিগের আত্মাতে কর্তব্য-জ্ঞান, ধর্ম-বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন। রাজা যেমন স্বাধীন প্রজাদিগের জন্য রাজ-নিয়ম সকল প্রচার করেন, ধর্মাবহ পরমেশ্বর সেইরূপ মনুষ্যের আত্মাকে স্বাধীন করিয়া দিয়া তাহাতে ধর্মের নিয়ম সকল প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা শুভ বুদ্ধির আলোচনা দ্বারা কর্তব্য-জ্ঞানের আলোকে আত্মপটে চির-মুদ্রিত ধর্ম-নিয়মসকল পাঠ করি, এবং তদনুযায়ী আচরণ করিয়া ভদ্র হই, সাধু হই, বিনয়ী হই, সুশীল হই, ঈশ্বরের প্রিয় হই। ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যজ্যোতিতে আত্মা পবিত্র হইলে আমরা সুনির্মল আত্ম-প্রসাদ লাভ করি, সেই আত্ম-প্রসাদে মনের সকল দুঃখের হানি হয়। আমরা ধর্মের অনুরোধে মানসিক প্রবৃত্তির, হৃদিশ্রিত কামনার প্রতিকূলে গিয়া আত্ম-প্রসাদে যত উন্নত হই, যত পবিত্র হই; ততই সেই পবিত্র-স্বরূপে আমারদের অনুরাগ যায়, এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সংসারের মৃত্যু-পাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই ॥ ৭ ॥

১২৪

তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। অমৃতস্য পরং সেতুং, দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৮ ॥

'তস্য হ বৈ এতস্য ব্রহ্মণঃ' 'নাম' অভিধানং 'সত্যম্'। ব্রহ্মণঃ স্বরূপং দর্শয়তি। 'নিষ্কলং' কলা অবয়বা নির্গতা যস্মাৎ তৎ, নিরবয়বং। 'নিষ্ক্রিয়ম্' অপি স্বয়ং নিয়মেন সর্ব্বং জগৎ প্রশাস্তি। 'শান্তম্' উপসংহৃত-সর্ব্ববিকারং। 'নিরবদ্যম্' অগর্হনীয়ং। 'নিরঞ্জনং' নির্লেপম্। 'অমৃতস্য' মোক্ষস্য প্রাপ্তয়ে, 'পরং সেতুং' সংসার-মহোদধেরুত্তরণোপায়ত্বাৎ। 'দগ্ধেন্ধনম্ অনলম্ ইব' দেদীপ্যমানম্ ॥ ৮ ॥

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি আনন্দনীয় নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ॥ ৮ ॥

সেই এই অতি দূরস্থ এবং অতি নিকটস্থ সর্বব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য ; যেহেতু তিনি সত্য-স্বরূপ। সেই সত্য-স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় জগৎ সত্য হইয়াছে। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, আত্মার আত্মা।

তিনি একমাত্র, প্রজ্ঞানঘন ; তাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্তনীয় মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম-সকল স্থাপন করিয়া বিশ্ব রাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব-শক্তিমান্ সর্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণপণে বহন করিতেছে ; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃ-রূপে সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া যথা-কালে সূর্য উদয় হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষ ফলবান হইতেছে ; এবং তাঁহার ধর্ম-নিয়মের শাসনে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া বিপথগামী হইলে ধর্মদণ্ড পাপ-গ্লানি সহ্য করিতেছে, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে, পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া ধর্মের পুরস্কারে আত্মপ্রসাদে পবিত্র হইতেছে, পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র-স্বরূপকে লাভ করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উন্নত হইতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম করিতে হয় না, তাঁহার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না ; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া সকলে মিলিয়া, কেহ বা বদ্ধ-ভাবে, কেহ বা স্বাধীন-ভাবে, তাঁহার কর্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্তা, অথচ সংসার হইতে অতীত ; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্মে লিপ্ত নহেন ; তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে পাইয়া আর মৃত্যু-ভয় থাকে না, তিনি অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশবান্ দেখেন ॥ ৮ ॥

১২৫

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়। নৈনং সেতু-মহোরাত্রে তরতঃ ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকঃ ॥ ৯ ॥

'সঃ' ব্রহ্মাত্মা, সেতুরিব 'সেতুঃ' ; 'বিধৃতিঃ' বিধরণঃ, অনেন হি সর্ব্বং জগৎ বিধৃতম্। অধ্রিয়মানং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যত স্তস্মাৎ স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ। 'এষাং' ভূরাদীনাং, 'লোকানাম্' 'অসম্ভেদায়' অবিদারণায় অবিনাশায়েত্যেতৎ। 'ন এনং সেতুং' ব্রহ্মাত্মানম্, 'অহোরাত্রে' সর্ব্বস্য জনিমতঃ পরিচ্ছেদকে, 'তরতঃ'। যথা অন্যে সংসারিণঃ কালেন অহোরাত্রাদি-লক্ষণেন পরিচ্ছেদ্যাঃ, ন তথা অয়ং কাল পরিচ্ছেদ্যঃ। এনং 'ন জরা' তরতি প্রাপ্নোতি, তথা 'ন মৃত্যুঃ, 'ন', তু 'শোকঃ' ॥ ৯ ॥

তিনি এই লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন। সেই সেতু-স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন, এবং জরা-মৃত্যু-শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

সমুদয় লোক না চূর্ণ হইয়া যায়, এই হেতু তিনি সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিত্য বস্তু ; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এতদিন বর্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্বিকার ; সুতরাং জরা-শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের স্রষ্টা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক। যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু শোক হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত-স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক ॥ ৯ ॥

১২৬

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽ-পিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি ॥ ১০ ॥

'যঃ' 'আত্মা' ব্রহ্মাত্মা ; 'অপহতপাপ্মা, বিজরঃ, বিমৃত্যুঃ, বিশোকঃ' ; 'বিজিঘৎসঃ',—জিঘৎসা অত্তুম্ ইচ্ছা, তদ্-রহিতঃ ; 'অপিপাসঃ' পিপাসা-বর্জ্জিতঃ ; 'সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ'। 'সঃ অন্বেষ্টব্যঃ, সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'। কিং তস্যান্বেষণাৎ বিজিজ্ঞাসনাচ্চ স্যাৎ ? ইত্যুচ্যতে, 'সঃ' 'সর্ব্বান্ চ লোকান্ আপ্নোতি', 'সর্ব্বান্ চ কামান্', 'যঃ তম্' 'আত্মানং' ব্রহ্মাত্মানম্, 'অনুবিদ্য' অন্বিষ্য 'বিজানাতি' ॥ ১০ ॥

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎ-পিপাসা-বর্জিত এবং সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয়, এবং এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥

আমরা অপূর্ণ ভ্রান্ত পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ সত্য অক্ষয় পুরুষকে জানিতে পারি, ইহা আমারদের সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে আমারদের একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্রূপ সেই ধ্রুব সত্য অকৃত অমৃতের প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিবেক ; এবং করতলন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয় রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিবেক। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে আপনার নির্দোষ জ্যোতির্ময় আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ, সকলের কারণ ও আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ জানিতে পারিলে, তৃষ্ণার্ত মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন ; তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও ভূরাদি সকল লোকের সুখ প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সকল আনন্দ উপভোগ করেন ॥ ১০ ॥

১২৭

আকাশোবৈনাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা।
তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতম্ ॥ ১১ ॥

'আকাশঃ বৈ' ব্রহ্মণঃ 'নাম' অভিধানম্ ; আকাশ ইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ সঃ পরমাত্মা আকাশাখ্যঃ। 'নাম-রূপয়োঃ' 'নির্ব্বহিতা' নির্ব্বোঢ়া। 'তে' নামরূপে ; 'যদন্তরা' যস্য অন্তরা বিলক্ষণে ; 'তৎ ব্রহ্ম'। যদি তদ্ ব্রহ্ম নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণং, অস্পৃষ্টং, তথাপি তয়োর্নির্ব্বোঢ়া। 'তৎ অমৃতম্ ॥ ১১ ॥

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম-রূপের নির্বহিতা ; এবং সেই নাম-রূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত ॥ ১১ ॥

মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়। বাস্তবিক তাঁহার কোন নাম নাই এবং রূপও নাই ; নাম-রূপ-বিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

১২৮

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

'ন এব বাচা, ন মনসা, ন চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ, 'প্রাপ্তুং শক্যঃ শক্যতে কেনচিৎ। তস্মাৎ 'অস্তি ইতি ব্রুবতঃ' অস্তি-বাদিনঃ আগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ। 'অন্যত্র' নাস্তিক বাদিনি ; নাস্তি জগতো মূলং ব্রহ্ম, নিরন্বয়ম্ এবেদং কার্য্যম্, ইতি মন্যমানে বিপরীত-দর্শিনি ; 'কথং' 'তৎ' ব্রহ্ম 'উপলভ্যতে' ? ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ॥ ১২ ॥

তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষু দ্বারা, কাহারও কর্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন ॥ ১২ ॥

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্বচনীয়, অচিন্ত্য। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা, অথবা বাক্য দ্বারা, অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তাঁহাকে কেবল এক আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা আপনারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করিতেছি, তাহার অন্তর্ভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন ; যে হেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন ভূমি নাই। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতু ইহা পরীক্ষা-সাপেক্ষ নহে। সকলের আত্মাতে এই স্বাভাবিক আত্ম-প্রত্যয় আছে যে, পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে যখন এ বিষয়ে সংশয় হয়, তখনই যুক্তি ও বিচার উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাক্য মনের অতীত জ্ঞানগোচর এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন ; যে হেতু যখন আমারদের নির্মল জ্ঞানে সত্য সুন্দর মঙ্গল

পুরুষ প্রকাশ পান, তখন আত্মপ্রত্যয় তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপি করে। এই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূল ছেদন করা হয়, এবং মহাভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে, এবং কার্য-কারণের অস্তিত্বে, সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখনো জ্ঞান-গোচর নিত্য সত্য মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্বাশ্রয় সর্বশক্তি-মান পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয়-রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না ; প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হন, এবং ঈশ্বর-সহবাস-জনিত সুনির্মলা শান্তি তিনি কদাপি লাভ করিতে পারেন না। আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা তিনি কখনই উপলব্ধ হয়েন না ॥ ১২ ॥

১২৯

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্‌সতে ॥ ১৩ ॥

'যদা' যস্মিন্‌ কালে, 'এতম্‌' 'আত্মানং' ব্রহ্মাত্মানং, 'দেবং' দ্যোতনবন্তং, 'ঈশানম্‌' ঈশিতারং, 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য, 'অঞ্জসা' সাক্ষাৎ, 'অনুপশ্যতি' ; তদা 'ততঃ' তস্মাদ্‌ ঈশানাৎ দেবাৎ ; স্বকীয়াত্মানাং 'ন' 'বিজুগুপ্‌সতে' গোপায়িতুম্‌ ইচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

যিনি যখন প্রকাশবান্‌, ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি পাপ-কর্মে লিপ্ত থাকে, সেই আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে ; কিন্তু যদিও আপনাকে অন্যের নিকটে অত্যন্ত গোপন করা যায়, তথাপি সকলের অন্তরাত্মা সর্বদৃক্‌ পুরুষের নিকটে কখনই গোপন করিতে পারা যায় না। যিনি প্রকাশবান, ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে করতল-ন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় সহজে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি আর কোন দোষে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না ; সুতরাং আপনাকেও তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না। মোহ-বশতঃ যদি তিনি কখনো কোন দোষে লিপ্ত হয়েন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না ; কিন্তু সেই দোষ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য সরল হৃদয়ে, সন্তাপিত চিত্তে, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করেন, এবং তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন ॥ ১৩ ॥

১৩০

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১ ॥

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ, 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ, 'ন' অপি ইন্দ্রিয়-লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' ; 'ন' অপি 'অসমাহিতঃ' অনেকাগ্রমনাঃ, বিক্ষিপ্তচিত্তঃ। 'ন বা অপি' 'অশান্তমানসঃ' কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ ; কেবলং 'প্রজ্ঞানেন' 'এনং' ব্রহ্মাত্মানম্, 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাৎ বিরতঃ, ইন্দ্রিয়-লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ, কর্ম্মফলাৎ অপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্, সঃ প্রজ্ঞানেন পরং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, এবং কর্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ১ ॥

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃসমাধানের এবং তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম যোগের বিমল আনন্দ কখনো আস্বাদ করিলাম না ; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না ; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে কখনো বিচরণ করিলাম না ; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্ম কাল নিযুক্ত রহিলাম ; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল ? ॥ ১ ॥

১৩১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ২ ॥

'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সং 'চ', 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'চ', 'মনুষ্যম্' 'এতঃ' প্রাপ্নু-

তঃ। 'তৌ' শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ পদার্থে ৗ। 'সংপরীত্য' সম্যক্ পরিগম্য, সম্যঙ্ মনসালোচ্য। গুরুলাঘবং 'বিবিনক্তি' পৃথক্ করোতি, 'ধীরঃ' ধীমান্। বিবিচ্য চ, 'তয়োঃ' 'শ্রেয়ঃ' 'আদদানস্য' উপাদানং কুর্ব্বতঃ ; 'সাধু' শোভনং শিবং 'ভবতি' 'যঃ উ' যস্তু, 'প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' উপাদত্তে, সোঽদূরদর্শী বিমূঢ়ঃ 'হীয়তে' বিযুজ্যতে, 'অর্থাৎ' পুরুষার্থাৎ, পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনাৎ নিত্যাৎ ॥ ২ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয় ; তিনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তাঁহার মঙ্গল হয় ; আর যিনি প্রেয় গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হন ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কখনো ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কখনো সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয় ; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য বলিয়া সাংসারিক কার্য নির্বাহ করেন ; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে পারেন না যে, "হে পরমাত্মন্! তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।" যখন উৎসাহ পূর্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে, এবং তোমার সমুদয় কার্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্ রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে ॥ ২ ॥

১৩২

যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ॥ ৩ ॥

যথা কর্ত্তুং যথা চরিতুং শীলম্ অস্য, সোঽয়ং মনুষ্যঃ 'যথাকারী যথাচারী'। সঃ 'তথা ভবতি'। 'সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পাপঃ ভবতি'। 'পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন' ॥ ৩ ॥

মনুষ্য যেমন কর্ম করেন, আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেই রূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম করেন, তিনি সাধু হয়েন, আর যিনি পাপ কর্ম করেন, তিনি পাপী হয়েন। পুণ্য-কর্ম-ফলে আত্মা পবিত্র হয়, আর পাপ-কর্ম-ফলে আত্মা পাপময় হয় ॥ ৩ ॥

পাপ কর্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিবেক ॥ ৩ ॥

১৩৩

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৪ ॥

'যঃ তু' 'অবিজ্ঞানবান্' অবিবেকী, 'ভবতি'; 'অযুক্তেন' অপ্রগৃহীতেন, 'মনসা সদা' যুক্তো ভবতি। 'তস্য' অকুশলস্য 'ইন্দ্রিয়াণি' 'অবশ্যানি' অশক্যনিবারণানি; 'দুষ্টাশ্বাঃ' অদান্তাশ্বাঃ 'ইব সারথেঃ' ভবন্তি ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত, তাহার ইন্দ্রিয়-সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না ॥ ৪ ॥

মন স্বীয় বশে না থাকিলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্মপথ হইতে বিপথগামী করে, এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত করে। অতএব কোন প্রকারে মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধিবৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম শাসনের বহির্ভূত না হয় ॥ ৪ ॥

১৩৪

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়ানি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' 'তু' পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ 'ভবতি', 'বিজ্ঞানবান্' বিবেকবান্, 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ, 'সদা', 'তস্য ইন্দ্রিয়াণি', 'বশ্যানি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতং বা শক্যানি, 'সদশ্বাঃ ইব সারথেঃ' ॥ ৫ ॥

যিনি জ্ঞানবান্ এবং স্ববশ-চিত্ত, তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে ॥ ৫ ॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়-সকল বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, তাঁহাকে তাহারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-পথে লইয়া যায়, এবং তাঁহার অতীব-কল্যাণ সাধন করে ॥ ৫ ॥

১৩৫

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

'যঃ তু অবিজ্ঞানবান ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্রগৃহীতমনস্কঃ, সতত এব 'সদা', 'অশুচিঃ'। 'ন সঃ' 'তৎ' ব্রহ্ম, যৎ পরং 'পদং, আপ্নোতি, সংসারং চ অধিগচ্ছতি' ॥ ৬ ॥

যিনি অজ্ঞ ও অবশ-চিত্ত এবং সর্বদা অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্ম-পদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন না, যিনি পাপ-চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান দ্বারা সর্বদা অপবিত্র থাকেন, তিনি সংসারের কুটিল পথেতেই ভ্রমণ করেন; সংসারের পার যে অভয় ব্রহ্মপদ, তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৬ ॥

১৩৬

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাৎ ভূয়োন জায়তে ॥ ৭ ॥

'যঃ তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি', 'সমনস্কঃ' যুক্তমনাঃ 'সদা শুচিঃ'। 'সঃ তু তৎপদং আপ্নোতি', 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন 'ভুয়ঃ' পুনঃ, 'ন জায়তে' সংসারে ॥ ৭ ॥

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্বদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না ॥ ৭ ॥

যিনি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়েন, ধর্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-রূপ নিকেতন লইয়া যান ; যেখান হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হইয়া অধোগতি হয় না, কিন্তু অনন্ত উন্নতিই তিনি লাভ করিতে থাকেন ॥ ৭ ॥

১৩৭

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮ ॥

'যঃ তু' 'বিজ্ঞানসারথিঃ' বিজ্ঞানং সারথির্যস্যেতি ; 'মনঃপ্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ ; 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ ; 'পারং' পরম্ এবাধিগন্তব্যম্ ; 'আপ্নোতি' ; 'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ; 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানম্ ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন ॥ ৮ ॥

১৩৮

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং ॥ ৯ ॥

'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ, 'পরমং' উৎকৃষ্টং, 'পদং' স্থানং, 'সদা' সর্ব্বদা, 'পশ্যন্তি' 'সূরয়ঃ' ব্রহ্মবিদঃ। 'দিবি' আকাশে, 'ইব' যথা, 'আততং' বিস্তৃতং বস্তুজাতং, 'চক্ষুঃ' বিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি ॥ ৯ ॥

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত বস্তুকে দর্শন করে, ব্রহ্মবিদেরা সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সেই পরম স্থানকে সর্বদা দর্শন করেন ॥ ৯ ॥

এই আকাশস্থ দীর্ঘ প্রস্থে বিস্তৃত বস্তু-সকল যেমন আমরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাই, সেই রূপ পরব্রহ্মকে ঈশ্বরপরায়ণ ধীরেরা একাগ্র-চিত্ত হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা আপন আপন আত্মার অভ্যন্তরে দর্শন করেন। যেহেতু আত্মরূপ উজ্জ্বল কোষই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের পরম স্থান ; প্রতি জনের আত্মাই তাঁহার প্রকৃষ্ট আসন ॥ ৯ ॥

১৩৯

অনন্দানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥ ১০ ॥

'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ অসুখাঃ, 'নাম তে লোকাঃ', 'অন্ধেন' অদর্শন-লক্ষণেন ; 'তমসা আবৃতাঃ' তমসা অজ্ঞানেন আবৃতাঃ ব্যাপ্তাঃ। 'তান্' লোকান্, 'তে' 'প্রেত্য' মৃত্বা, 'অভিগচ্ছন্তি' অভিযন্তি। কে ? যে 'অবিদ্বাংসঃ' ব্রহ্মাবগমবর্জ্জিতাঃ, 'অবুধঃ' অবুধাঃ দুর্বুদ্ধয়োঽযুক্তমনসং 'জনাঃ' ॥ ১০ ॥

দুর্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা মৃত্যুর পরে সেই সমুদয় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দ-শূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত ॥ ১০ ॥

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম উপার্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিল, মৃত্যুর পরে তাহারদের জ্ঞানময় আনন্দময় লোক হইতে বহুদূরে থাকিতে হইবে। যে অনুসারে যে লোকে জ্ঞান-ধর্ম-সহকারে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক, সেই অনুসারে উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই যুক্তমনা ও পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেক ; উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই ॥ ১০ ॥

অমৃত

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

১৪০

শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি ॥ ১ ॥

'শান্তঃ' ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ উপশান্তঃ; 'দান্তঃ' যুক্তমনাঃ; 'উপরতঃ' বিনির্ম্মুক্তঃ; 'তিতিক্ষুঃ' দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ; একাগ্ররূপেণ 'সমাহিতঃ ভূত্বা'; 'আত্মনি' জীবাত্মনি; 'এব' 'আত্মানং' পরমাত্মানং স্বয়ম্ভুবং; 'পশ্যতি' ব্রহ্মবিৎ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন ॥ ১ ॥

এক দিকে সাংসারিক সুখের কামনা, আর দিকে ঈশ্বরলাভের স্পৃহা। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখের কামনা খর্ব হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বর-লাভের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইলে বুদ্ধি তখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করে; এবং অনুসন্ধান করিয়া যখন সেই পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাকে সর্বত্র পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল-স্বরূপকে আপনার অন্তরে স্বীয় আত্মাতেই দৃষ্টি করেন, এবং কৃতার্থ হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। সেই পূর্ণ পুরুষ আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে নহেন, যেখানে আমারদিগের জীবাত্মা, সেইখানেই তিনি স্থিতি করিতেছেন; সকল ভূত, সকল লোক, সকল জীব, তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যত দিন জ্ঞাননেত্র না প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন লোকে তাঁহাকে অতি দূরস্থ করিয়া জানে; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতেই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥ ১ ॥

১৪১

নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি। নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বংপাপ্মানং তপতি। বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসো-ব্রাহ্মণো ভবতি ॥ ২ ॥

'ন' 'এনং' সাধকং, 'পাপ্মা' পাপঃ, 'তরতি' প্রাপ্নোতি; অয়ন্তু 'সর্ব্বং পাপ্মানং' 'তরতি' অতিক্রামতি। 'ন' চ 'এনং পাপ্মা' 'তপতি' তাপয়তি। সঃ 'বিপাপঃ' বিগতপাপঃ, 'বিরজঃ' বিগত-চিত্ত-মলঃ; 'অবিচিকিৎসঃ' করতলন্যস্তামলকবৎ অস্তি ব্রহ্মেতি নিশ্চিতমতিঃ; 'ব্রাহ্মণঃ ভবতি' ॥ ২ ॥

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইহাঁকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন ॥ ২ ॥

যিনি জ্ঞান-নেত্রকে সেই ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যের প্রতি এক ভাবে রাখিয়া ধর্ম-পথে পদ-চারণা করিতেছেন, তাঁহাকে পাপ আসিয়া আশ্রয় করিতে পারে না। তিনি পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্মণ হয়েন ॥ ২ ॥

১৪২

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৩ ॥

'সঃ' বিদ্বান্ 'মোদতে', 'মোদনীয়ং' হর্ষণীয়ং ব্রহ্ম; 'হি লব্ধ্বা'। 'তরতি শোকং' মানসং সন্তাপং অতিক্রান্তো ভবতি; 'তরতি পাপ্মানম্'। গুহ্যগ্রন্থিভ্যঃ হৃদয়া-জ্ঞানমোহগ্রন্থিভ্যঃ, 'বিমুক্তঃ' সন্, 'অমৃতঃ ভবতি' ॥ ৩ ॥

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয়-গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন ॥ ৩ ॥

সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তৃপ্তিকর পদার্থ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া তদ্গতপ্রাণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনির্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করেন। যিনি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারি ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কর্ম নির্বাহ করেন, ফল-কামনা-শূন্য হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-পথে বিচরণ করিতে থাকেন, এবং স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতেই যত্নশীল থাকেন। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কাল অবস্থিতি করেন ॥ ৩ ॥

১৪৩

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ৪ ॥

'সত্যাৎ' 'ন' 'প্রমদিতব্যং' বিচ্ছেত্তব্যং, অনৃতং ন বক্তব্যং, 'ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যং' ; 'কুশলাৎ' মঙ্গলযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ, ন প্রমদিতব্যম্ ।

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

সত্য কথা, সত্য ব্যবহার, ব্রাহ্মধর্মের জীবন। যাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্ভাবে সাধুভাবে সর্বদা সেই ধর্মাবহ মঙ্গলালয়ের প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিবেন। ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত হৃদয় পবিত্র হয় না, ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ হয় না, ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তি কদাপি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছার যোগ দিয়া তাঁহার আদিষ্ট সংসারের হিত-সাধন-কার্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে তাঁহার মঙ্গল ভাব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব শুভ কর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না ॥ ৪ ॥

১৪৪

সত্যং বদ। সমূলোবা এষ পরিশুষ্যতি যো ঽনৃতমভিবদতি ॥ ৫ ॥

'সত্যং' সত্যবচনং, 'বদ'। 'সমূলঃ' সহ মূলেন, 'বৈ' 'এষ' 'পরিশুষ্যতি' শোষম্ উপৈতি, 'যঃ' 'অনৃতম্' অযথাভূতার্থম্, 'অভিবদতি' ॥ ৫ ॥

সত্য কথা কহ ; যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয় ॥ ৫ ॥

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্মের মূল ; অতএব ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি সত্য-ব্রত হইয়া সত্য কথা কহিবেন এবং সত্য ব্যবহার করিবেন ॥ ৫ ॥

১৪৫

ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু ॥ ৬ ॥

'ধর্ম্মং' 'চর' আচর। 'ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি', ধর্ম্মেণ হি সর্ব্বে নিয়ম্যন্তে। 'ধর্ম্মঃ' সর্ব্বেষাং নিয়ন্তা ; প্রাণিভিরনুষ্ঠীয়মানরূপশ্চ 'সর্ব্বেষাং ভূতানাম্' উপকারকত্বেন 'মধু' ॥ ৬ ॥

ধর্মাচরণ কর, ধর্মের পর আর নাই, ধর্ম সকলেরই পক্ষে মধু-স্বরূপ ॥ ৬ ॥

কর্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম। আপনার প্রতি কর্তব্য কর্ম, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য কর্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্তব্য কর্ম,প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্তব্য কর্ম, প্রভুর প্রতি কর্তব্য কর্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্তব্য কর্ম, স্বদেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য কর্ম, এই সকল কর্তব্য-সাধনের নাম ধর্ম। যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম করা আমারদের কর্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে, সেই কর্ম করিবার আদেশ আমারদের প্রত্যেকের শুভ বুদ্ধিতে তিনি অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন ; আমরা তাঁহার সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্তী হইয়া সত্য-পথে, ধর্ম-পথে, কল্যাণ-পথে পদ নিক্ষেপ করিয়া চলিলে, ছিন্নশিরা হইলেও তাঁহার অমৃত নিকেতনে জীবন লইয়া উপনীত হইতে পারি ॥ ৬ ॥

১৪৬

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্ ॥ ৭ ॥

যৎকিঞ্চিৎ দেয়ং তৎ 'শ্রদ্ধয়া' এব 'দেয়ং' দাতব্যম্। 'অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্' ॥ ৭ ॥

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না ॥ ৭ ॥

শোকাবিষ্ট হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক ॥ ৭ ॥

১৪৭

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব ॥ ৮ ॥

মাতা দেবো যস্য সঃ, মাতৃদেবঃ ; ত্বং 'মাতৃদেবঃ ভব'। এবং 'পিতৃদেবঃ ভব, আচার্য্যদেবঃ ভব' ॥ ৮ ॥

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্যকে দেবতুল্য জান ॥ ৮ ॥

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রতিরূপ হইয়া, তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া, আমারদিগকে স্নেহ-পূর্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন, এবং যে সদ্‌গুরুর উপদেশে আমরা অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নিরতিশয় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক ॥ ৮ ॥

১৪৮

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥ ৯ ॥

'যানি' 'অনবদ্যানি' অনিন্দিতানি, 'কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি' ত্বয়া। 'নো' 'ইতরাণি' নিন্দিতানি, কর্ত্তব্যানি ॥ ৯ ॥

কল্যাণকর যে সকল কর্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক ; অকল্যাণকর কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক না ॥ ৯ ॥

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক ; অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেক না ॥ ৯ ॥

১৪৯

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি ॥ ১০ ॥

'যানি' 'অস্মাকম্' আচার্য্যাণাং, 'সুচরিতানি' শোভনানি আচরিতানি, 'তানি' এব 'ত্বয়া উপাস্যানি' নিয়মেন কর্ত্তব্যানি। 'নো' 'ইতরাণি' বিপরীতানি ॥ ১০ ॥

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান কর ; তদ্ভিন্ন অন্য কর্মের অনুষ্ঠান করিও না ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মবিৎ আচার্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করি এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করি, তাহার অনুবর্ত্তী হও ; অসৎ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ১০ ॥

১৫০

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্ তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্ম-ধাম ॥ ১১ ॥

'এতৈঃ উপায়ৈঃ' পূর্ব্বোক্তৈর্হেয়োপাদেয়ৈঃ ; 'যততে' প্রযত্নং করোতি, মুমুক্ষুঃ সন্ ; 'যঃ তু' 'বিদ্বান্' ব্রহ্মবিৎ। 'তস্য' বিদুষঃ, 'এষঃ আত্মা' 'বিশতে' সংপ্রবিশতি, 'ব্রহ্মধাম' আশ্রয়ম্ ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্যকে ভক্তি করিয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়। তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন ॥ ১১ ॥

১৫১

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ১২ ॥

'শৃণ্বন্তু' 'বিশ্বে' সর্ব্বে, 'অমৃতস্য' ব্রহ্মণঃ, 'পুত্রাঃ', 'যে ধামানি' 'দিব্যানি' রমণীয়ানি, 'আতস্থুঃ' অধিতিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল ! তোমরা শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

প্রাতঃকালের সূর্য-প্রকাশের ন্যায় অকৃত অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মবাদী কহিতেছেন যে, হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা ! দ্যুলোক ও ভূলোক বাসী দেব ও মনুষ্যেরা ! শ্রবণ কর ; আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ॥ ১২ ॥

১৫২

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৩ ॥

'বেদ' জানে ; 'অহম্ এতং', 'পুরুষং' পূর্ণং ; 'মহান্তম্', 'আদিত্যবর্ণং' প্রকাশরূপং ; 'তমসঃ' অজ্ঞানাৎ, 'পরস্তাৎ'। 'তম্ এব বিদিত্বা', 'মৃত্যুম্'

‘অতি-এতি’ অত্যেতি অতিক্রামতি ; অস্মাৎ ‘ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে’, ‘অয়নায়’ পরমপদ-প্রাপ্তয়ে ॥ ১৩ ॥

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই ॥ ১৩ ॥

এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তিনি অনন্ত কাল সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষের সহচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই ॥ ১৩ ॥

১৫৩

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪ ॥

যস্মাৎ ব্রহ্মজ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তস্মাৎ ‘এতৎ’ ব্রহ্ম, ‘নিত্যম্ এব জ্ঞেয়ম্’ ; আত্মনি সংতিষ্ঠতীতি ‘আত্মসংস্থং’। ‘ন অতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ’ অস্তি ॥ ১৪ ॥

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য ; তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই ॥ ১৪ ॥

যিনি সকলের আশ্রয়, তিনি চিরকাল আপনাতেই আপনি স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবেক এবং তাঁহাকেই জানিবেক। তাঁহাকে জানিলে সকল জানার সমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

১৫৪

**সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাযুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি ॥ ১৫ ॥**

‘সংপ্রাপ্য’ সমবগম্য, ‘এনং’ পরমেশ্বরম্, ‘ঋষয়ঃ’ দর্শনবন্তঃ, ‘জ্ঞানতৃপ্তা’ জ্ঞানেন তৃপ্তাঃ, ‘কৃতাত্মানঃ সংস্কৃতত্মানঃ, ‘বীতরাগাঃ’ বিগতরাগাদিদোষাঃ,

‘প্রশান্তাঃ’ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিতাঃ, ‘তে’ এব ‘সর্ব্বগং’ সর্ব্বব্যাপিনং, ‘সর্ব্বতঃ’ সর্ব্বত্র, ‘প্রাপ্য’, ‘ধীরাঃ’ বিবেকিনঃ, ‘যুক্তাত্মানঃ’ সমাহিত-স্বভাবাঃ, ‘সর্ব্বম্ এব’ ‘আবিশন্তি’ প্রবিশন্তি জ্ঞানেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিরা ইহাঁকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, আত্মার উন্নতি লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশান্তচিত্ত হয়েন। সেই যুক্তাত্মা ধীরেরা সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ১৫ ॥

যে ধীরেরা জ্ঞান দ্বারা সেই সত্য পুরুষকে জানিয়াছেন, প্রীতি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ভাবের অর্চনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার সাধু ইচ্ছাকে যুক্ত করিয়া যুক্তাত্মা হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সর্বগত সকল-মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ করিয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং সকলের মধ্যে সেই প্রেমময় অমৃতময়কে দেখিতে পান ॥ ১৫ ॥

১৫৫

**বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ প্রাণাভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ ॥ ১৬ ॥**

‘বিজ্ঞানাত্মা, সহ’ ‘দেবৈঃ চ’ ইন্দ্রিয়ৈঃ, ‘সর্ব্বৈঃ’ ; ‘প্রাণাঃ’, ‘ভূতানি’ পৃথিব্যাদীনি, ‘সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র’ যস্মিন্ অক্ষরে ব্রহ্মণি। ‘তৎ অক্ষরং’ ব্রহ্ম, ‘বেদয়তে’ জানাতি, ‘যঃ তু, সৌম্য, সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বং এব’, ‘আবিবেশ’ আবিশতি জ্ঞানেন ॥ ১৬ ॥

হে প্রিয় শিষ্য ! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত-সকল যাঁহাতে স্থিতি করে, সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন ॥ ১৬ ॥

জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, সমুদয় বস্তু, যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে স্থিতি করিতেছে, সেই অবিনাশী পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহার সকল সংশয় ছেদ হয়, এবং তিনি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেতেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষকে দেখেন ॥ ১৬ ॥

১৫৬

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৭ ॥

'যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে', 'তেজোময়ঃ' চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ, অমরণধর্ম্মা, 'পুরুষঃ', সর্ব্বম অনুভবতীতি 'সর্ব্বানুভূঃ'। 'যঃ চ অয়ম্ অস্মিন্ আত্মনি তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ'। 'তম্ এব বিদিত্বা, মৃত্যুম্', 'অতি-এতি' অত্যেতি অতিক্রামতি। 'ন অন্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ॥ ১৭ ॥

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যেতির্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ; তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বরের দুই কার্য মহান্। এক, আমারদের সম্মুখে অগণ্য-নক্ষত্র-মণ্ডিত অসীম আকাশ ; দ্বিতীয়, আমারদের অন্তরে উন্নতিশীল এই চিরজীবী আত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে, কিন্তু সে কি সারবান্ বস্তু! এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে, এক বিন্দু আত্মার উপর যেন সমুদয় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না,—আত্মার অভাবে শত শত সূর্য অন্ধকারময় ; আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা ; দুইই সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো-মহীয়ান্" অনন্ত পুরুষের আদর্শ ; এ দুয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্তমান, আবার হিরণ্ময় আত্মাতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণরূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃতালয়ে যাই, সেখানে সাক্ষী-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই ; যখন কর্ম-ক্ষেত্রে গমন করি, তখন দেখি, তিনি কর্মাধ্যক্ষ-রূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্মরাজ্যে আত্ম-সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া ও পুণ্যের পুরস্কার দিয়া, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁর করুণা নিভৃত আত্মাতে। তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন

হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি, এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১৫৭

উক্তা ত উপনিষৎ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেত্যু-পনিষৎ ॥ ১৮ ॥

উপনিষদং শ্রুতবতি শিষ্যে আচার্য আহ, উক্তেতি। 'উক্তা' অভিহিতা, 'তে' তব সম্বন্ধে, 'উপনিষৎ'। কা পুনঃ সেত্যাহ, 'ব্রাহ্মীং' ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনং ইয়ং, 'বাব' এব, 'তে' তব, 'উপনিষদং অব্রূম'। 'ইতি উপনিষৎ' অবধারণার্থ ॥ ১৮ ॥

তোমার নিকটে উপনিষদ্ উক্ত হইল ; ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় উপনিষদই আমি তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ ॥ ১৮ ॥

যে বিদ্যা আমারদিগকে ব্রহ্মেতে লইয়া যায়, তাহাই এই উপনিষৎ। উপনিষৎই এই ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডে উক্ত হইল ; ইহার উপদেশের অনুবর্তী হইয়া শ্রদ্ধাবান্ মুমুক্ষুরা পরম পদ লাভ করিবেন ॥ ১৮ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথোবল-মিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ঃ ওঁ।

স্বাবয়ব-পাটব-পূর্ব্বকং স্বস্মিন্নৌপনিষদ্-ধর্ম্মাবস্থিতি-সিদ্ধ্যর্থং মন্ত্রম্ আহ। 'বাক্ প্রাণঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং অথো বলং ইন্দ্রিয়াণি চ', এতানি 'সর্ব্বাণি', 'মম' উপাসকস্য, 'অঙ্গানি' ; 'ঔপনিষদং' উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যং, 'সর্ব্বং' সর্ব্বান্তর্যামি, 'ব্রহ্ম' 'আপ্যায়ন্তু'। 'অহং ব্রহ্ম' 'মা নিরাকুর্য্যাং, ন ত্যজেয়ং। 'ব্রহ্ম' 'মা' মাম্ উপাসকং, 'মা নিরাকরোৎ' নাত্যজৎ। ব্রহ্মণঃ 'অনিরাকরণং' স্বরূপ-তিরস্কারভাবঃ, 'অস্তু'। 'মে' মৎকর্ত্তৃকং 'অনিরাকরণং অস্তু'। কিঞ্চ 'তদাত্মনি'

পরমাত্মনি, 'নিরতে' নিতরাং রমমাণে ময়ি উপাসকে, 'যে উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ, তে ময়ি সন্তু', ইতি পুনরুক্তিরাদরার্থা ॥

উপনিষৎবেদ্য সর্বান্তর্যামি পরব্রহ্ম আমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়, সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। তিনি সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা কর্তৃক সর্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। আমি পরমাত্মাতে নিয়ত রত; অতএব উপনিষদে যে সকল ধর্ম, তাহা আমাতে হউক, তাহা আমাতে হউক॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রথম খণ্ডং উপনিষৎ সমাপ্তা।

ওঁ তৎসৎ

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

দ্বিতীয় খণ্ডম্

অনুশাসনম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

১

ওঁ আচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি ॥ ১ ॥

'আচার্য্যঃ' 'অন্তেবাসিনং' শিষ্যম্ 'অনুশাস্তি' কর্ত্তব্যং ধর্ম্মং গ্রাহয়তি ॥ ১ ॥

আচার্য শিষ্যকে ধর্মোপদেশ করিতেছেন ॥ ১ ॥

জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতিপূর্বক তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম তাঁহার প্রিয়, অধর্ম তাঁহার অপ্রিয়; অতএব ধর্মই মনুষ্যের কর্তব্য ও উপাদেয়, এবং অধর্মই মনুষ্যের অকর্তব্য ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে। ধর্মের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান নিষ্ফল হয়, এবং অধর্মের আচরণে আত্মা মলিন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তিনি মনুষ্যকে ধর্মাধর্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে ধর্মজ্ঞান কহে; মনুষ্য তাহা দ্বারা উভয়কে পৃথক করিয়া অধর্মাচরণ পরিহার-পূর্বক নিষ্পাপ থাকিয়া ও ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেন। আচার্য শিষ্যের সেই ধর্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত ও পরিমার্জিত করিবার নিমিত্ত কোন্ কর্ম বিহিত ও কোন্ কর্ম নিষিদ্ধ তাহা প্রদর্শন করিতেছেন॥ ১ ॥

২

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২ ॥

'গৃহস্থঃ' ব্রহ্মণ্যেব নিষ্ঠা নিশ্চয়েন স্থিতির্যস্য সঃ 'ব্রহ্মনিষ্ঠঃ' 'স্যাৎ' ভবেৎ। কিঞ্চ, 'তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ' তত্ত্বজ্ঞানং পরং প্রকৃষ্টম্ অয়নম্ আশ্রয়োযস্যেতি। 'যৎ যৎ' লোকহিতং ধর্ম্ম্যং 'কর্ম্ম', 'প্রকুর্ব্বীত' অনুতিষ্ঠেৎ, তস্য তস্য ফলাভিসন্ধিং পরিহায়, 'তৎ' কর্ম্ম, 'ব্রহ্মণি' সর্ব্বমঙ্গলাস্পদে পূর্ণে পরমেশ্বরে 'সমর্পয়েৎ' ॥ ২ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২ ॥

মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে

সংঘটিত হইয়াছে ; তাহার উচ্ছেদ করা কর্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক।

কিন্তু যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধের যোজয়িতা, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইবেক না। তাঁহাতেই যোজিত-চিত্ত হইয়া সংসার-ধর্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবেক ; বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে ; কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম করিবে ; বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। অন্তরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে, এবং বহিরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে ; আত্মা পরমাত্মার অধীন থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে ; যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।

স্বরূপতঃ বস্তু সকলকে অবগত হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। সৃষ্ট বস্তুকে যেন স্রষ্টা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন না হয় ; সত্য ও অসত্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ধর্ম ও অধর্ম যেন পৃথক করিতে সামর্থ্য থাকে। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিবে, এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কর্মানুষ্ঠান করিবে।

ফলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় তাঁহার প্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। সুখই হউক দুঃখই হউক, সম্পদই হউক বিপদই হউক, সম্মানই হউক অপমানই হউক, তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে। “আমি তাঁহার আদেশ পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ ; যদি সেই আদেশ প্রতিপালনে কৃতকার্য হইতে পারি, তাহাই আমার পরম লাভ ; আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার আজ্ঞাপালনই আমার ধর্ম ; সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, তাহা গণনা না করিয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব”—এইরূপে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে কোন কর্ম করুন, অভিমান-শূন্য হইয়া তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২ ॥

৩

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতাম্ মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ৩ ॥

‘মাতরং পিতরং চ এব, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং’, ‘মত্বা’ বিচিন্ত্য, ‘গৃহী’ ‘নিষেবেত’ শুশ্রূষেত, ‘সদা’ ‘সর্ব্বপ্রযত্নতঃ’ সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥ ৩ ॥

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা-স্বরূপ জানিয়া সর্ব-প্রযত্নে সর্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোপাসক পিতামাতাকে স্নেহদানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবেন ; এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেবাতে প্রদর্শন করিবেন। কদাপি তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেন না। পিতামাতার সেবাতে পুণ্য লাভ হয় ; তাহা না করিলে প্রত্যবায় জন্মে ; বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর পিতামাতা দ্বারা আপনার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতৃ-মাতৃ-সেবা অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম। শরীর দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে ; মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে ; বাক্য দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে, এবং উপার্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে ॥ ৩ ॥

৪

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ৪ ॥

‘শ্রাবয়েৎ’ ‘মৃদুলাং’ কোমলাং, ‘বাণীং’ বাচং, ‘সর্ব্বদা’ ‘প্রিয়ং’ হিতম্, ‘আচরেৎ’ কুর্য্যাৎ। ‘পিত্রোঃ’ মাতাপিত্রোঃ ‘আজ্ঞানুসারী’ আজ্ঞানুবর্ত্তী চ, ‘স্যাৎ’ ভবেৎ, ‘সৎপুত্রঃ’ কুলপাবনঃ’ কুলপাবিত্র্যজননঃ ॥ ৪ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক, সর্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য করিবেক, এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক ॥ ৪ ॥

কদাপি পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না। কোমল বচনে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেক ; বিনীত বেশে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেক, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেক, এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ-বাক্যের প্রতীক্ষা করিবেক। অহরহঃ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। তাঁহারা যে কার্য করিতে আদেশ করিবেন ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিবেক। যদি

তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক। আপনার সুখ-ভোগের কামনা খর্ব করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবেক। ইহাই সৎপুত্রের লক্ষণ। এইরূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎপুত্র হন। ইহাঁ দ্বারা কুল পবিত্র হয় ॥ ৪ ॥

৫

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ।
মাতা গুরুতরা ভুমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা ॥ ৫ ॥

যে যে গুরুত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ, তেষাং 'সর্ব্বেষাং চ, গুরূণাং' মধ্যে, 'মাতা এব' 'পরমকঃ' পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ, 'গুরুঃ'। 'মাতা গুরুতরা ভূমেঃ, তথা' 'খাৎ' অন্তরিক্ষাৎ, 'উচ্চতরঃ পিতা' ॥ ৫ ॥

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর ॥ ৫ ॥

সকল মনুষ্যের মধ্যে পিতামাতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেক। পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্বান ও ক্ষমতাবান অনেক থাকিতে পারেন; কিন্তু এরূপ গুরুতর ও মাননীয় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। পুত্র যদি পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্যা, ধন ও ক্ষমতাতে শ্রেষ্ঠ হন, তথাপি সেই গুরুতর সম্বন্ধ তাঁহাদিগকে চিরকাল গুরুতর ও পূজ্যতর করিয়া রাখিবেক। বিদ্যা-মদে বা ধন-মদে মত্ত হইয়া কদাপি পিতামাতাকে অবহেলা করিবেক না ॥ ৫ ॥

৬

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬ ॥

'নৃণাম্' অপত্যানাং, 'সম্ভবে' সতি, 'যং ক্লেশং মাতাপিতরৌ সহেতে', 'তস্য' ক্লেশস্য, 'নিষ্কৃতিঃ' আনৃণ্যং, 'কর্ত্তুং বর্ষশতৈঃ অপি' 'ন শক্যা' ন শক্যতে ॥ ৬ ॥

সন্তান হইলে পিতামাতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত হয় না ॥ ৬ ॥

পিতামাতা সন্তানের জন্য যেরূপ শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমৃত্যু তাঁহাদের সেবা করিলেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিয়াও, কখন এরূপ অভিমান করিবেক না যে আমি তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছি। প্রত্যুত তাঁহাদিগের অমায়িক স্নেহ ও অচলা সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত থাকিবেক। আমরণ তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেক, এবং তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও তাঁহাদিগের প্রিয় কামনা সকল পূর্ণ করিতে যত্নশীল থাকিবেক ॥ ৬ ॥

৭

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ।
ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥ ৭ ॥

'জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতা' 'পিত্রা সমঃ' পিতৃতুল্যঃ 'ভার্য্যা পুত্রঃ' চ 'স্বকা তনুঃ' স্বশরীরম্ এব। 'স্বদাসবর্গঃ চ', নিত্যানুগতত্বাৎ আত্মনঃ 'ছায়া' ইব। 'দুহিতা পরং' 'কৃপণং' কৃপাপাত্রম্। 'তস্মাৎ' কারণাৎ, উক্তৈঃ 'এতৈঃ সদা' 'অধিক্ষিপ্তঃ' আক্রোশিতোঽপি, 'অসংজ্বরঃ' অসন্তপ্তঃ সন্, 'সহেত' ॥ ৭ ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ-তুল্য, ভার্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাস-বর্গ আপনার ছায়া-স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী। এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক ॥ ৭ ॥

পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি-কামনায় পরিবারগণকে প্রতিপালন করিবেক; সমুদয় পরিবারকে তাঁহারই পরিবার বিবেচনা করিবেক। অতএব ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্যা, পুত্র, কন্যা ও দাসদাসীগণ হইতে যদি ক্রোধ ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ক্রোধ ও বিরাগ সংবরণ করিয়া, যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তদনুসারে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখিবেক; কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেক; ভার্যা ও সন্তানগণকে আপনার অঙ্গ-সদৃশ জানিবেক; এবং দাসদাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেক। কাহারও দোষ দেখিলে

ক্রোধান্ধ হইয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেক না, প্রত্যুত ক্ষমাশীল হইয়া সকলকে সংশোধন করিবেক। ঈশ্বর যে অটল স্নেহে সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া পরিবারগণের ভরণ পোষণ এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

৮

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥ ৮ ॥

'অতিবাদান্' অতিক্রমবাদান্ পরোক্তান্, 'তিতিক্ষেত' সহেত। 'কঞ্চন' কঞ্চিদ্ 'অপি' 'ন অবমন্যেত'। 'ন চ ইমং' 'দেহং' ক্ষণভঙ্গুরং, 'আশ্রিত্য' অবলম্ব্য, তদর্থং 'কেনচিৎ' সহ, 'বৈরং' বিরোধং, 'কুর্ব্বীত' কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥

পরের অত্যুক্তি-সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না। এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না ॥ ৮ ॥

সহিষ্ণুতা দ্বারা অন্যের অত্যুক্তিকে পরাজয় করিবেক; অত্যুক্তির পরিবর্তে অত্যুক্তি করিবেক না; কেন না, ধর্মসাধন জীবনের উদ্দেশ্য, বৈরনির্যাতন উদ্দেশ্য নহে। কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; ঈশ্বর কোন মনুষ্যকেই অবজ্ঞাত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই; সকলেই তাঁহার স্নেহের আস্পদ, অতএব সকলের প্রতি সমাদর করিবে। এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ধারণ করিয়া গর্বিত হইয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবেক না; প্রত্যুত যে কয়েক দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, সকলের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেক। ঈশ্বর সকলের পিতা, মনুষ্যগণ পরস্পর ভ্রাতা; শত্রুতা দ্বারা এই পবিত্র সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিবেক না ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

৯

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্ ॥ ১ ॥

'যাবৎ' 'পুমান্' পুরুষঃ, 'জায়াং' 'ন বিন্দতে' ন লভতে, 'তাবৎ' 'অর্দ্ধঃ' অসর্ব্বঃ, 'ভবেৎ' ভবতি। 'যৎ' গৃহং, 'বালৈঃ' বালকৈঃ গৃহাভরণভূতৈঃ, 'ন পরিবৃতং' ন সুসজ্জীকৃতং, 'তৎ গৃহং শ্মশানম্ ইব' ॥ ১ ॥

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন তাবৎ তিনি অর্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশান-সমান ॥ ১ ॥

প্রজাকাম পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শুভ সংকল্প লক্ষ্য করিয়া পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত হইবেক; তাহা তাঁহার অনভিপ্রেত বিবেচনা করিবেক না। বালক বালিকা পিতামাতার হৃদয়ের আনন্দ ও গৃহের ভূষণ। বিবাহ-বন্ধনের এই পবিত্র পুরস্কার ॥ ১ ॥

১০

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষুঃ ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥ ২ ॥

'প্রজনার্থং' অপত্যোৎপাদনার্থং, এতাঃ স্ত্রিয়ঃ 'মহাভাগাঃ' বহুকল্যাণ-ভাজনভূতাঃ, 'পূজার্হাঃ' সম্মানার্হাঃ, 'গৃহদীপ্তয়ঃ' গৃহশোভাকারিণ্যঃ। 'স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ চ গেহেষু' তুল্যরূপাঃ। 'ন' অনয়োঃ 'বিশেষঃ অস্তি', 'কশ্চন' কশ্চিদ্ অপি। যথা নিঃশ্রীকং গৃহং ন শোভতে, এবং নিঃস্ত্রীকম্ ইতি ॥ ২ ॥

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী-সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই ॥ ২ ॥

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই পরম পিতা পরমেশ্বরের তুল্যরূপ স্নেহ ও আশীর্বাদের পাত্র। কিন্তু সংসারে আসিয়া যাঁহাকে যেরূপ কার্যভার বহন করিতে হইবে, সর্বদর্শী মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে তদনুযায়ী শরীর, মন,

পরমেশ্বর আপনার সুকোমল মাতৃভাবে তাঁহাদিগকে নির্মাণ করিয়া গৃহের শ্রী-স্বরূপা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি যত্ন সমাদর ও সন্তোষ প্রদর্শন করিবেক ॥ ২ ॥

১১

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ।
ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

'সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণাং','সুবৃত্তাং' সুশীলাং কন্যাং, 'নরঃ' 'উদ্বহেৎ' পরিণয়েৎ। 'যা চ কন্যা' 'ক্রয়ক্রীতা' ক্রয়েণ মূল্যেন ক্রীতেতি, 'সা পত্নী ন বিধীয়তে ॥ ৩ ॥

পুরুষ সর্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধিসম্মত পত্নী নহে ॥ ৩ ॥

সর্বাবয়ব সম্পন্না ও সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। রুগ্না বা অঙ্গহীনা অথবা দুশ্চরিত্রার পাণি গ্রহণ করিবেক না। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ চির-রুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ, তাঁহারা সেই মঙ্গল-সংকল্প প্রজাপতির প্রজা বর্ধনে আপনাদিগকে অনধিকারী বিবেচনা করিবেন; এবং তাঁহার অন্যান্য সহস্র প্রকার প্রিয় কার্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান পূর্বক ধর্ম-সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন; অসংযত হইয়া সংসারে রোগ ও শোক বিস্তার করিবেন না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চরিত্রহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়; অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেক। পুরুষ মূল্য দ্বারা পত্নী ক্রয় করিবেন না, তাহা ধর্মের অনুমোদিত নহে ॥ ৩ ॥

১২

অন্যোঽন্যস্যাব্যভিচারোভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রী-পুংসয়োঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

ভার্য্যা-পত্যোঃ 'অন্যেঽন্যস্য' পরস্পরস্য, 'আমরণান্তিকঃ' মরণান্তং যাবৎ, তাবৎ ধর্ম্মার্থকামেষু 'অব্যভিচারঃ ভবেৎ'। 'এষঃ স্ত্রী-পুংসয়োঃ', 'পরঃ' প্রকৃষ্টঃ 'ধর্ম্মঃ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ, জ্ঞেয়ঃ' ॥ ৪ ॥

করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম জানিবে ॥ ৪ ॥

পতি ও পত্নী কি ধর্মে, কি সাংসারিক কার্যে, কি ভোগে পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্মিণী হইবেন, সহকর্মিণী হইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্মকার্যে পরস্পর পৃথক হওয়াকে ধর্ম-বিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রী-পুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থ-বিষয়ক ব্যভিচার কহে; তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপাদন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগ-বিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগবিষয়ক ব্যভিচারই সর্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি পুরুষ অন্য স্ত্রীকে ও স্ত্রী অন্য পুরুষকে আসক্ত চিত্তে দর্শন বা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানসিক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলেন। অতএব স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে, ধর্মার্থকামবিষয়ে তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না; কায়মনোবাক্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিপালন করিবেন ॥ ৪ ॥

১৩

তথা নিত্যং যতেযাতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃত-ক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্ ॥ ৫ ॥

'স্ত্রী-পুংসৌ' স্ত্রী চ পুমাংশ্চ তৌ; 'তু', 'কৃতক্রিয়ৌ' কৃতবিবাহৌ, 'তথা' 'নিত্য' সর্ব্বদা, 'যতেযাতাং' যত্নং কুর্য্যাতাং, 'যথা' ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে, 'বিযুক্তৌ' বিচ্ছিন্নৌ সন্তৌ, 'তৌ' 'ইতরেতরং' পরস্পরং, 'ন অভিচরেতাং' ন ব্যভিচরেতাং ॥ ৫ ॥

স্বামী ও ভার্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহার প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমন যত্ন তাঁহারা সর্বদা করিবেন ॥ ৫ ॥

পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে কিরূপ গুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিবেন। পুংস্ত্রীরুষের

বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও সমুদয় জগতের প্রিয়, এবং দম্পতির কল্যাণকর, বংশের কল্যাণকর ও সমুদয় সংসারের কল্যাণকর। পরস্পর যত্নবান হইয়া তাহা পরিবর্দ্ধিত করিবেন ; মনে মনেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। উভয়ের হৃদয় এক হইবে, উভয়ের লক্ষ্য এক হইবে, উভয়ে সুখ দুঃখ এক হইবে, এবং উভয়ে আপনাদিগকে সর্বাধিপতি পরমেশ্বরের সম্মিলিত দাস-দাসী বিবেচনা করিয়া সর্বান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চিরব্রতী থাকিবেন। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষুদ্র বোধ করিবেন, সামান্য আলাপ পরিত্যাগ করিবেন ; যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহার আলোচনা করিবেন। কার্যবশতঃ কখন পরস্পর বিযুক্ত হইলে যত্নপূর্বক এই পবিত্র দাম্পত্য ব্রত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৫ ॥

১৪

সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥

'যস্মিন্ এব কুলে নিত্যং ভর্ত্তা ভার্য্যয়া সন্তুষ্ট, তথা এব ভার্য্যা চ ভর্ত্রা' সন্তুষ্টা, 'তত্র' 'ধ্রুবং' নিশ্চিতং, 'বৈ' অবধারণে, 'কল্যাণং' শ্রেয়ঃ ভবতি ॥ ৬ ॥

যে পরিবারে স্বামী ভার্যার প্রতি, এবং ভার্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ ॥ ৬ ॥

ভর্তা ও ভার্যা পরস্পরকে সম্প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপর প্রীত ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবেন। যাহাতে পরস্পরের আলাপ ও আচরণ পরস্পরের বিরক্তিজনক না হয়, তাহার নিমিত্ত চেষ্টাবান থাকিবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না, কেহ কাহাকে হীন বোধ করিবেন না, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিবেন না। পরস্পর প্রিয়াচরণ করিবেন, পরস্পর হিতানুষ্ঠান করিবেন, পরস্পর ক্ষমাশীল হইবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিত চিন্তা ও উন্নতি সাধন করিবেন। একের মাতা পিতাকে উভয়েই মাতা পিতা বলিয়া বোধ করিবেন, একের ভ্রাতা ভগিনীকে উভয়েই ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, একের সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবেন ; এবং উভয়েই পবিত্রতা, শান্তি, শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম-বলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া

থাকিবেন। যে পরিবারে এরূপ দম্পতি থাকেন, তথায় সুখ শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর রূপে বর্ষিত হয় ॥ ৬ ॥

১৫

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী ॥ ৭ ॥

'সা ভার্য্যা, যা' 'পতিপ্রাণা' পতিরেব প্রাণো যস্যা ইতি। 'সা ভার্য্যা, যা' 'প্রজাবতী' সাপত্যা। যা ভার্য্যা যা 'মনো বাক্কর্ম্মভিঃ' 'শুদ্ধা' পবিত্রা সতী, 'পতিদেশানুবর্ত্তিনী' পত্যুরাজ্ঞানুসারিণী ॥ ৭ ॥

সেই ভার্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্যা যে সন্তানবতী, এবং সেই ভার্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী ॥ ৭ ॥

স্ত্রী স্বামীকে প্রাণতুল্য দেখিবেন, বংশের প্রতিষ্ঠার্থ সন্তান কামনা করিবেন। চিন্তাতে পবিত্র থাকিবেন, বাক্যেতে ভদ্র হইবেন, বিশুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন ; স্বামী যাহা বলিবেন, তাহা প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করিবেন ॥ ৭ ॥

১৬

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া ॥ ৮ ॥

'ছায়া ইব অনুগতা', 'স্বচ্ছা' বিশুদ্ধা, 'সখী ইব হিতকর্ম্মসু'। 'সদা' 'প্রহৃষ্টয়া' হর্ষ যুক্তয়া 'গৃহকার্য্যেষু' 'দক্ষয়া' কুশলয়া, স্ত্রিয়া 'ভাব্যং' ভবিতব্যম্ ॥ ৮ ॥

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম সাধিকা হইবেন, এবং স্বচ্ছা থাকিবেন, এবং সর্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ-কার্যেতে সুদক্ষ হইবেন ॥ ৮ ॥

স্ত্রী ধর্মার্থভোগ বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা

পাইবে। অতএব তিনি স্বামীকে আশ্রয়-তরু ও আপনাকে আশ্রিত-লতা বিবেচনা করিবেন। কিন্তু স্বামীর ভ্রম প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না; কেন না ঈশ্বর তাঁহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা-শক্তি দিয়াছেন। অতএব, হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন ও সৎকর্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন; এবং তাঁহার শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে যত্নবতী থাকিবেন। স্বয়ং শরীর পরিচ্ছদ ও অন্তঃকরণে নির্মলা হইবেন; প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহকর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন ॥ ৮ ॥

১৭

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী।
ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী ॥ ৯ ॥

'ন চ কেনচিৎ' সহ, 'বিবদেৎ' বিবাদং কুর্য্যাৎ; 'অপ্রলাপবিলাপিনী' ন অনর্থ-কথনশীলা। 'ন চ অতিব্যয়শীলা স্যাৎ', 'ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী' ভবেৎ ॥ ৯ ।

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না ॥ ৯ ॥

যে পরিবারে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও বিবাদ-বিসংবাদ প্রবিষ্ট হয়, সুখ ও সন্তোষ তথা হইতে পলায়ন করে, এবং সে পরিবার শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে; অতএব গৃহিণী তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন, যাহাতে সমুদয় পরিবারের মধ্যে শান্তি থাকে, তাহার উপায় বিধান করিবেন। সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করিবেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাষিণী হইবেন। যে সকল বাক্যে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে, অথবা যাহা দ্বারা অন্যের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়, এই ত্রিবিধ অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন; সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না, এবং আবশ্যক ব্যয়ে সংকুচিত হইবেন না। যাহাতে ধর্মের বা সাংসারিক কার্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইবেন না ॥ ৯ ॥

১৮

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্ ॥ ১০ ॥

'পতিপ্রিয়-হিতে যুক্তা' পত্যুঃ প্রিয়ে হিতে চ কার্য্যে নিযুক্তা; 'স্বাচারা' শোভনচারা; 'সংযতেন্দ্রিয়া' নিযতেন্দ্রিয়া চ সতী; 'ইহ' জীবন্তী, 'কীর্ত্তিং' যশঃ, 'অবাপ্নোতি' প্রাপ্নোতি। 'প্রেত্য' পরলোকে, 'অনুপমং' নিরুপমং, 'সুখং চ' ॥ ১০ ॥

যে ভার্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

স্বামীর প্রিয়কারিণী ও হিতকারিণী সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেইরূপ সর্বদর্শী-ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন। ঐরূপ স্ত্রী ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, এবং তাঁহার কীর্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সাধু কর্মে উৎসাহ দান করে ॥ ১০ ॥

১৯

স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কার্য্যম্ এষধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ।
সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ ॥ ১১ ॥

'স্ত্রীভিঃ' সাধ্বীভিঃ, 'ভর্ত্তৃ-বচঃ' পতিবাক্যং 'কার্য্যং'। 'এষঃ স্ত্রিয়াঃ' 'পরঃ' প্রকৃষ্টঃ, 'ধর্ম্মঃ'। 'সদ্বৃত্তচারিণীং' সদাচারশীলাং, 'পত্নীং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মতঃ' 'পততি' পতিতো ভবতি ॥ ১১ ॥

স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহারদের পরম ধর্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম হইতে পতিত হয়েন ॥ ১১ ॥

স্ত্রী স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃদুতার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে কঠোর অনুরোধ করিবেন না। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান থাকিবেন। সদুপদেশ প্রদান ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। প্রীতি ও সমাদরের সহিত

পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন, এবং আপনার ধর্ম, অর্থ ও ভোগ-বিষয়ে তাঁহাকে সহভাগিনী করিবেন। যিনি সাধ্বী স্ত্রী প্রার্থনা করেন, তিনি স্বয়ং সৎ পতি হইতে চেষ্টা করুন। সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্মকে লঙ্ঘন করা হয়; অতএব, পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ১১॥

২০

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ॥ ১২॥

'সূক্ষ্মেভ্যঃ অপি' স্বল্পেভ্যোঽপি, 'প্রসঙ্গেভ্যঃ' দুঃসঙ্গেভ্যঃ, 'বিশেষতঃ' বিশেষেণ, 'স্ত্রিয়ঃ' 'রক্ষ্যাঃ' রক্ষণীয়াঃ; কিং পুনর্মহদ্ভ্যঃ? 'হি' যস্মাৎ, 'অরক্ষিতাঃ' সত্যঃ, 'দ্বয়োঃ কুলয়োঃ পিতৃভর্ত্তৃ-কুলয়োঃ', 'শোকং' সন্তাপং, 'আবহেয়ুঃ' দাপয়েয়ুঃ॥ ১২॥

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক; যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভর্তৃকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন॥ ১২॥

যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম-ভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ-প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্তব্য নহে। যাহাদিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে, ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। পাতিব্রত্য ধর্মে যাহাদের অনুরাগ নাই তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক। এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্ন পূর্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবেন। পাপ-সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে॥ ১২॥

২১

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ ১৩॥

যাঃ দুঃশীলতয়া নাত্মানং রক্ষন্তি তাঃ; 'আপ্তকারিভিঃ',—আপ্তাঃ বিশ্বস্তাঃ, কারিণঃ আজ্ঞাকারিণঃ, আপ্তাশ্চ তে কারিণশ্চেতি আপ্তকারিণ, তৈঃ; 'পুরুষৈঃ গৃহে রুদ্ধাঃ' অপি, 'অরক্ষিতাঃ' ভবন্তি। 'যাঃ তু' ধর্ম্মজ্ঞতয়া,

'আত্মানং আত্মনা', রক্ষেয়ুঃ' রক্ষন্তি, 'তাঃ' এব 'সুরক্ষিতাঃ' ভবন্তি। অতঃ স্ত্রীভ্যো ধর্ম্মম্ উপদিশেদ্ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৩॥

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা॥ ১৩॥

অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে কার্যও পাপময় হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য পবিত্র হয়। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক; তাহা হইলে তাহাদিগের মন ধর্মরূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই রক্ষা পান॥ ১৩॥

২২

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা।
যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥ ১৪॥

'জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ যা ভার্য্যা, সা অনুজস্য' ভ্রাতুঃ, 'গুরুপত্নী' ভবতি। 'যবীয়সঃ' কনিষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ, 'তু যা ভার্য্যা, সা জ্যেষ্ঠস্য' 'স্নুষা' বধূরিব মুনিভিঃ 'স্মৃতা'॥ ১৪॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নীস্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূস্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন॥ ১৪॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পিতৃ-তুল্য দেখিবেক, সেইরূপ তাঁহার ভার্যার প্রতি মাতৃ-সমুচিত সম্মান করিবেক; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পুত্র-সদৃশ দেখিবেক, সেইরূপ তাঁহার পত্নীর প্রতি পুত্রবধূসমুচিত স্নেহ করিবেক। যাঁহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাঁহার ভার্যার প্রতি তদনুরূপ সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক॥ ১৪॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

২৩

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥

'গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্, বিদ্যাম্ অভ্যাসয়েৎ সুতান্', 'গোপয়েৎ' রক্ষেৎ, 'স্বজনান বন্ধূন্, এষঃ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ' ॥ ১ ॥

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক ; এই সনাতন ধর্ম ॥ ১ ॥

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তানগণকে শিক্ষা দান এবং স্বজন ও বন্ধুগণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম জানিবে। সন্তানগণকে কেবল অন্ন বস্ত্র প্রদান করিলেই পিতামাতার সমুদয় কর্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না। যাহাতে পুত্রগণ সাধুভাব ও সদ্ভাব সহকারে ঈশ্বরের প্রতি ও সমুদয় মনুষ্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ইহলোকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে ও পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, পিতামাতা সন্তানগণকে সেইরূপ শিক্ষা দান করিবেন। গৃহস্থ সাধ্যানুসারে স্বজন ও বন্ধুগণের আনুকূল্য করিবেন ; অন্যের হিত সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ হইবেন না। ॥ ১ ॥

২৪

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২ ॥

'কন্যা অপি' 'এবম্' ঈদৃশেন প্রকারেণ 'পালনীয়া শিক্ষণীয়া' চ 'অতিযত্নতঃ'। 'বিদুষে' পণ্ডিতায়, 'বরায় ধনরত্নসমন্বিতা' সা 'দেয়া' ॥ ২ ॥

কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক, এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক ॥ ২ ॥

কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ও জ্ঞান-ধর্মে শিক্ষা দান করিবেক।

কন্যা পতিকুলে অবস্থান করিয়া যে সকল গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অধিক শিক্ষা করে। অতএব জনক জননী যত্ন পূর্বক কন্যাদিগের সেই শিক্ষা সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি উজ্জ্বল হয় এবং মহানুভবতা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে পুত্র ও কন্যাকে নির্বিশেষে সুশিক্ষিত করিবেন। পরে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিবেন ॥ ২ ॥

২৫

যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা ॥ ৩ ॥

'যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা' সাধুনাঽসাধুনা বা, 'যথাবিধি' 'স্ত্রী সংযুজ্যেত'। 'সা তাদৃগ্গুণা ভবতি, সমুদ্রেণ ইব', যথা সমুদ্রেণ সহ যুক্তা 'নিম্নগা' নদী, স্বাদুদকাপি ক্ষারজলা জায়তে, তথা ॥ ৩ ॥

যে স্ত্রী যাদৃগ্-গুণ-বিশিষ্ট ভর্তার সহিত বিধিপূর্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয় যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয় ॥ ৩ ॥

স্বামীর গুণে পত্নীও গুণবতী হয়, এবং স্বামীর দোষে পত্নীরও দোষ জন্মিতে পারে ; অতএব কন্যার জন্য গুণবান পাত্র অন্বেষণ করিবেক। যিনি জ্ঞানবান, ঈশ্বরপরায়ণ, আচার ব্যবহারে সাধু ও ভদ্র, যাঁহার কুল ও শীল কন্যা অপেক্ষা হীনতর নহে, এবং যাঁহার প্রতি কন্যার বিরাগ ও বিদ্বেষ না থাকিবে, তাদৃশ সৎপাত্রে কন্যা দান করিবেক ॥ ৩ ॥

২৬

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥ ৪ ॥

'অজ্ঞাত-পতি-মর্য্যাদাম্', অজ্ঞাতা পতিমর্য্যাদা যয়া, তাং ; তথা 'অজ্ঞাত-পতি-সেবনাম্' ; তথা 'অজ্ঞাত-ধর্ম্মশাসনাং বালাং পিতা' 'ন উদ্বাহয়েৎ' ন বিবাহয়েৎ ॥ ৪ ॥

কন্যা যত দিন পতি-মর্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না ॥ ৪ ॥

দাম্পত্য-ব্রত কিরূপ গুরুতর, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কিরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয়, এবং ধর্ম কেমন যত্নের ধন, এই সমস্ত বিষয় কন্যা যে বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হয়, তাদৃশ বয়সে কন্যার বিবাহ দিবেক না ॥ ৪ ॥

২৭

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াৎ শুল্কমণ্বপি।
গৃহ্লন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥ ৫ ॥

'কন্যায়াঃ পিতা', 'বিদ্বান' শুল্ক-গ্রহণ-দোষজ্ঞঃ ; কন্যাদান-নিমিত্তকম্, 'অণু অপি' অল্পম্ অপি 'শুল্কং' মূল্যং, 'ন গৃহ্লীয়াৎ'। 'হি' যস্মাৎ, 'নরঃ লোভেন শুল্কং গৃহ্লন্' 'অপত্যবিক্রয়ী' সন্তান-বিক্রেতা 'স্যাৎ' ॥ ৫ ॥

জ্ঞানবান পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না। লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয় ॥ ৫ ॥

কন্যাকে প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও সৎপাত্রে সমর্পণ পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য কর্ম ; ইহা সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন। কন্যা দান করিয়া তাহার পণ গ্রহণ করিবেন না। পণ গ্রহণ করিলে দান করা হয় না, বিক্রয় করা হয়। যে পিতামাতা লোভাসক্ত হইয়া কন্যাকে বিক্রয় করে, তাহারা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয় ; কেন না মনুষ্য-বিক্রয় ধর্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার ॥ ৫ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়

২৮

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ ॥ ১ ॥

'ন' 'তেন' হেতুনা, 'বৃদ্ধঃ ভবতি, যেন' 'অস্য' মনুষ্যস্য, 'পলিতং' শুক্ল-কেশং, 'শিরঃ' মস্তকম। কিন্তু 'যুবা অপি' সন্, 'যঃ' 'অধীয়ানঃ' বিদ্বান্, 'তং' এব, 'দেবাঃ' 'স্থবিরং' বৃদ্ধং, 'বিদুঃ' জানন্তি ॥ ১ ॥

সে কখন বৃদ্ধ হয় না, যাহার কেবল শুক্ল কেশ ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন ॥ ১ ॥

যত্নপূর্বক বিদ্যা শিক্ষা করিবেক ; তাহার প্রতি অবহেলা করিবেক না। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞান-চক্ষু নির্মল হয়। যে ভ্রম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভের বিঘ্নকারী, যে ভ্রম সত্যকে অসত্য রূপে ও অসত্যকে সত্য রূপে প্রকাশ করে, যে ভ্রম কার্যকে অকার্য ও অকার্যকে কার্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা হইতে মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। অতএব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবেক। ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিবেক ; কেন না ভৌতিক জগতে ভূতাধিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাব ও আশ্চর্য মহিমা দীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে, এবং সকলের কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মিবে। আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক ; আত্মা সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে। আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সেই অদৃশ্য অনির্বচনীয় ও অচিন্ত্য অনন্ত-স্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইবে, এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের প্রচুর উপায় অবগত হইতে পারিবে। এইরূপে উভয় বিদ্যা দ্বারা সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান হইবেক, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান পূর্বক ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেক ॥ ১ ॥

২৯

মৌনান্ন সমুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনি।
স্বলক্ষণস্তু যোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ ২ ॥

'মৌনাৎ' বাক্যাভাবাৎ, 'ন সঃ মুনিঃ ভবতি ; 'ন' 'অরণ্যবসনাৎ' বনবাসাৎ, 'মুনিঃ'। 'স্বলক্ষণং তু', আত্মস্বরূপং তু, 'যঃ' 'বেদ' জানাতি, 'সঃ শ্রেষ্ঠঃ' 'মুনিঃ' মননশীলঃ 'উচ্যতে' কথ্যতে ॥ ২ ॥

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য-বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না ; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি ॥ ২ ॥

বনে বাস বা বাক্য ত্যাগ মুনির লক্ষণ নহে। নিভৃত হইয়া আপনার বিষয় আলোচনা করিবেক। আমি কে, এই শরীরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এই জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, কোথা হইতে আইলাম, কে আমাকে আনয়ন করিলেন, কি জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি, পরিশেষে কোথায় যাইব ; কখন সুখ কখন দুঃখ, কখন সম্পদ কখন বিপদ, কখন হর্ষ কখন বিষাদ আমাতে উপস্থিত হইতেছে, এই সকলের উদ্দেশ্য কি ; এই শরীর এই ইন্দ্রিয়, এই প্রবৃত্তি, এই বাসনা কি জন্য আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে ; চতুর্দিকে সুখের সামগ্রী সুসজ্জিত আছে, কেন তাহা চিরকাল তৃপ্তিকর হয় না ; সকল কামনা ভেদ করিয়া যে অমৃতত্বের কামনা উত্থিত হইতেছে, কোথায় তাহা পরিপূর্ণ হইবে ;—প্রকৃত মুনি আপনাতে প্রবেশ করিয়া এই সকল বিষয় মনন করিতে থাকেন, এবং ঈশ্বর-প্রসাদে যে আলোক লাভ করেন, তাহাতে আপনার গন্তব্য পথ দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হন ॥ ২ ॥

৩০

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈণাং মন্যেত দুর্ল্লভাম্ ॥ ৩ ॥

'পূর্ব্বাভিঃ' পূর্ব্বকালবর্ত্তিভিঃ, 'অসমৃদ্ধিভিঃ' ধনানাম্ অসম্পত্তিভিঃ ; মন্দভাগ্যোঽহম্ ইতি 'আত্মানং' 'ন অবমন্যেত' নাবজানীয়াৎ। কিন্তু 'আমৃত্যোঃ' মরণপর্য্যন্তং, 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং, 'অন্বিচ্ছেৎ' তৎ-সিদ্ধি-নিমিত্তম্ উদ্যমং কুর্য্যাৎ। 'ন এনাং দুর্ল্লভাং' 'মন্যেত' বুধ্যেত ॥ ৩ ॥

পূর্ব ধনসম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধনসম্পত্তির চেষ্টা করিবেক, তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না ॥ ৩॥

ত্রিভুবন-পালক পরমেশ্বর মনুষ্যকে আশ্চর্য শক্তি প্রদান করিয়া জীবিকা-সংস্থানের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্য বোধ করিবেক না, এবং তাহা দুর্লভ ভাবিয়া নিরুদ্যম হইবেক না। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইয়াও আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। ন্যায়-পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক, এবং চিরজীবন আপনাকে ধনোপার্জনের অধিকারী জানিবেক। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্যদুঃখ দূর করা আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য জানিবেক ॥ ৩ ॥

৩১

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৪ ॥

'সর্ব্বং পরবশং', 'দুঃখং' দুঃখহেতুঃ ; 'সর্ব্বম্ আত্মবশং' 'সুখং' সুখকারণম্। 'এতৎ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ 'সুখ-দুঃখয়োঃ লক্ষণং' 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ ॥ ৪ ॥

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে ॥ ৪ ॥

ঈশ্বর করুণা করিয়া মনুষ্যকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্বক স্বাধীনভাবে অবস্থান করিবেক। আত্ম-চিন্তা ও আত্মনির্ভর অভ্যাস করিবেক। যতদূর সাধ্য আপনার কর্ম আপনি করিবেক। বন্ধুগণের পরামর্শ যত্নপূর্বক গ্রহণ করিবেক, কিন্তু স্বয়ং হিতাহিত বিবেচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেক না। কৃতজ্ঞ চিত্তে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেক ; কিন্তু স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইবেক না। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেক না, ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেক না ॥ ৪ ॥

৩২

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনোমূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥ ৫ ॥

'আত্মনঃ মূলং' ধনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ, তৎ 'ন উচ্ছিন্দ্যাৎ' ন উৎসাদয়েৎ। 'পরেষাং চ' ধনাদিকম্ 'অতিতৃষ্ণয়া' ন উচ্ছিন্দ্যাৎ। 'হি' যস্মাৎ, 'আত্মনঃ' পরেষাঞ্চ 'মূলন্ উচ্ছিন্দন্' 'আত্মানং, তান্ চ' মনুষ্যান্, 'পীড়য়েৎ' পীড়য়তি ॥ ৫ ॥

আপনার, এবং লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের, অর্থ নাশ করিবেক না। যে হেতু আপনার ও পরের ধন নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয় ॥ ৫ ॥

অতিলোভে কেবল যে পরের অর্থবিনাশ করা হয়, এমত নহে; আপনারও তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারে। এতএব মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতি লোভ পরিত্যাগ করিবেক। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেক। কদাপি কৃপণতা-দোষে লিপ্ত হইবেক না ॥ ৫ ॥

৩৩

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যং খলু জীবিতম্।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালোভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

'যুবা এব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ'। যতঃ, 'জীবিতং' জীবনং 'খলু' নিশ্চিতম্, 'অনিত্যম্'। 'কঃ হি জানাতি', যৎ 'অদ্য কস্য মৃত্যুকালঃ ভবিষ্যতি' ॥ ৬ ॥

যৌবন কালেই ধর্মশীল হইবেক, জীবন কখন নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইবে ॥ ৬ ॥

"যৌবন কাল সুখভোগের জন্য ও বার্দ্ধক্য ধর্মানুষ্ঠানের জন্য", ইহা অবিবেকীর বাক্য। অধর্ম বৃদ্ধকেও কলঙ্কিত করে, যুবাকেও কলঙ্কিত করে। যৌবন-কালে যাহা অভ্যাস হয়, প্রায় চিরজীবন তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। যৌবনকালেই পাপ-প্রলোভন তীব্র বেগে মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহা বিস্মৃত হইবেক না যে, মৃত্যু যুবাকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দেয়। এতএব যৌবন-কাল অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেক; সদাচরণ অভ্যাস করিবেক; পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নশীল হইবেক; কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেক; এবং কঠোরতা সহকারে অহরহঃ আপনাকে পরীক্ষা করিতে থাকিবেক ॥ ৬ ॥

৩৪

সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্ বুধঃ। প্রাপ্যেহলোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

'সুবৃত্তঃ' শোভনচরিত্রঃ, 'শীলসম্পন্নঃ' সদ্‌গুণ-সম্পত্তি-যুক্তঃ, 'প্রসন্নাত্মা' প্রসন্নচিত্তঃ, 'আত্মবিৎ' ব্রহ্মবিৎ, 'বুধঃ' পণ্ডিতঃ। 'ইহ লোকে' 'সম্মানং' পূজাং, 'প্রাপ্য,' 'প্রেত্য' ব্যাবৃত্যাস্মাৎ লোকাৎ, 'সুগতিং' সাধুগতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

যিনি বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহলোকে সমাদর লাভ পূর্বক পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

সদসদ্-বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করিবেক ও সুমার্জিত শুভ বুদ্ধির আদেশানুযায়ী কর্ম করিয়া সচ্চরিত্র ও সুশীল হইবেক; সচ্চরিত্র ও পবিত্র হইয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবেক, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইবেক। ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে সদ্গতি ইহার পুরস্কার ॥ ৭ ॥

৩৫

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈ পরমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮ ॥

'যস্য' জনস্য, 'বাঙ্মনসী' বাক্ চ মনশ্চ, 'সদা' 'সম্যক্ প্রণিহিতে' প্রকৃষ্টাবধানযুক্তে, 'স্যাতাং' ভবেতাং; 'তপঃ', 'ত্যাগঃ চ' দানঞ্চ, 'সত্যং চ সঃ বৈ', স এব, 'পরং' 'অবাপ্নুয়াৎ' প্রাপ্নোতি ॥ ৮ ॥

যাঁহার বাক্য ও মন সর্বদা সম্যক্‌রূপে সংযত থাকে, এবং যাঁহার তপস্যা, দান ও সত্য-কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

বাক্য ও মন পরস্পর সংযত না হইলে মিথ্যা ও প্রলাপ বাক্য এই দুই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা জানিতেছে, বাক্য তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া অন্যথা বলিলেই তাহা মিথ্যা হইল; এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুযায়ী মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইল। অতএব বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া, ঈশ্বরের ধ্যানধারণারূপ তপস্যা, সৎ পাত্রে দান, ও সত্য ব্যবহার করিবেক ॥ ৮ ॥

৩৬

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা।
নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

'ধর্ম্মনিত্যঃ' ধর্ম্মে নিতরাং রতঃ, 'প্রশান্তাত্মা' সমাহিতচিত্তঃ 'কার্য্য-যোগবহঃ' কার্য্যোপায়তৎপর, 'সদা'। 'ন অধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং, ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে' ॥ ৯ ॥

যে প্রশান্তাত্মা ধর্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ৯ ॥

শান্তচিত্ত ও ধর্মের অনুগত হইয়া কর্ম অনুষ্ঠানে ও তাহার উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিবেক। অলস ও নিষ্কর্মা হইয়া থাকিলে মন পাপের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে, ও তাহা হইতে কর্মও পাপময় হইয়া উঠিবে। আলস্য সকল দোষের আকর ॥ ৯ ॥

৩৭

ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে ॥ ১০ ॥

'যঃ', ধর্ম্মশ্চ অর্থশ্চ 'ধর্ম্মার্থৌ', তৌ, 'পরিত্যজ্য' 'ইন্দ্রিয়-বশানুগঃ' ইন্দ্রিয়াণাং বশানুগামী, 'স্যাৎ', 'সঃ' 'ক্ষিপ্রং' শীঘ্রং, 'শ্রী-প্রাণ-ধন-দারেভ্যঃ' 'পরিহীয়তে' প্রহীণো ভবতি ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কার্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিকর আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেক না। বিষয়সুখ মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য বিষয়সুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান। তাহার প্রতি অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের দাস ও বিষয়-সুখে আসক্ত হইয়া থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে চেতনা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত দণ্ড দান করেন; সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয় ॥ ১০ ॥

৩৮

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
স এব নিয়তো বন্ধুঃ স এব নিয়তো রিপুঃ ॥ ১১ ॥

'যেন' 'আত্মনা' স্বেন, 'আত্মা' 'জিতঃ' বশীকৃতঃ, 'তস্য আত্মনঃ আত্মা এব বন্ধুঃ'। 'সঃ এব' আত্মৈব 'নিয়তঃ বন্ধুঃ, সঃ এব নিয়তঃ রিপুঃ' ॥ ১১ ॥

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু, এবং আত্মাই নিয়ত রিপু ॥ ১১ ॥

আত্মাতে নানাপ্রকার প্রবৃত্তি আছে; সকল প্রবৃত্তিই আপনার আপনার বিষয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। আত্মা যদি কেবল এই সকল প্রবৃত্তিস্রোতে অবগাহন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্দশার পরিসীমা থাকে না। এই জন্য ঈশ্বর তাহাকে কর্তৃত্বশক্তি দিয়াছেন; তাহা দ্বারা আত্মা আপনার প্রবৃত্তিসকলকে বশীভূত করিয়া কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইতে পারে। মনুষ্য এইরূপে আপনাকে দমন করিতে না পারিলে আপনিই আপনার যেরূপ অনিষ্ট করে, অন্য লোকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে; এবং আপনি আপনার প্রভু হইয়া যেরূপ আপনার হিত সাধন করিতে পারে, অন্য লোকে সেরূপ কিছুই করিতে পারে না। অতএব আপনাকে শাসনে রাখিয়া আপনার মঙ্গল করিয়া, আপনার সহিত বন্ধুতা করিবেক; আপনি আপনার শত্রু হইবেক না। কর্তৃত্ব সহকারে আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকিবেক; মঙ্গলের পথে বলপূর্বক আপনাকে চালনা করিবেক। যদি কোন আন্তরিক রিপু প্রবল হইয়া তাহাতে বিঘ্ন দেয়, বলপূর্বক তাহার বাধা অতিক্রম করিবেক। কখনই আত্মশাসনে আলস্য ও ঔদাস্য করিয়া আপনাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবেক না। সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিলেই আপনার সহিত বন্ধুতা করা হইবেক ॥ ১১ ॥

৩৯

প্রাপ্যচাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ ॥ ১২ ॥

'যঃ তু, উত্তমং' মানবং 'জন্ম', 'প্রাপ্য, চ অপি' 'ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবম্' ইন্দ্রিয়াবৈরূপ্যং, 'লব্ধ্বা চ'। 'আত্মহিতং' 'ন বেত্তি' ন জানাতি, 'সঃ' 'আত্মঘাতকঃ' আত্মঘাতী, 'ভবেৎ' ভবতি ॥ ১২ ॥

উত্তম মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্ম-হিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয় ॥ ১২ ॥

সর্বদা আত্মার হিত চিন্তা করিবেক। কি প্রকারে আত্মা জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হয়, কি প্রকারে ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিবেক ; আত্মার অনন্ত জীবনের অপরিমেয় দীর্ঘতা স্মরণ করিয়া তাহার সম্বল আহরণ করিবেক। ক্ষুদ্রতা ও মলিনতাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবেক। যাহা অনন্ত কালের জন্য আত্মার হিতকর হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবেক। পাপাচরণ করিলেই আপনার অনিষ্ট করা হয়। অতএব আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করিবেক না ; এমন উৎকৃষ্ট মানব-জন্ম পাপাচার দ্বারা মলিন করিয়া রাখিবেক না ॥ ১২ ॥

৪০

পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ ॥ ১৩ ॥

'যেন' কর্ম্মণা, 'বৃদ্ধঃ' সন্, 'সুখং' যথা স্যাৎ তথা, 'বসেৎ', 'তৎ' কর্ম্ম, 'পূর্ব্বং বয়সি' পূর্ব্ববয়সি, 'কুর্য্যাৎ'। 'যেন', 'অমুত্র', পরত্র লোকে, 'সুখং' 'বসেৎ, তৎ' 'যাবজ্জীবেন' যাবজ্জীবনেন 'কুর্য্যাৎ' ॥ ১৩ ॥

প্রথম বয়সে সেই কর্ম করিবেক, যদ্দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পারে, আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম করিবেক, যদ্দ্বারা পরলোকে সুখী হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

কেবল বর্তমান সুখের লোভে মুগ্ধ ও মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিবেক না। যাহা কেবল অদ্যকার জন্য সুখকর, তাহার অনুরোধে চিরস্থায়ী মঙ্গলে অবহেলা করিবেক না। কেবল ক্রীড়া কৌতুক লইয়া বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিবেক না ; ধর্মশিক্ষা জ্ঞানশিক্ষা ও পরিশ্রম অভ্যাস প্রভৃতি বাল্য ও যৌবনের কার্যসকল যত্নপূর্বক অনুষ্ঠান করিবেক ; নতুবা বৃদ্ধকাল কেবল দুঃখ ও বিরক্তি ভোগের আধার হইয়া থাকিবেক। এবং চিরজীবন ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহাতে প্রীতি বৃদ্ধি ও তাঁহার প্রিয়কার্য অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে পরলোকে সদ্গতি লাভ হইবেক। যদি ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াই প্রথম বয়স অতিবাহিত কর, মনে করিয়া দেখ, যখন বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইবে, যখন শরীর বলহীন হইয়া পড়িবে, যখন ইন্দ্রিয়গণ জীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন শান্তি ও আরামের কোন ভরসা থাকিবে না। আলোচনা করিয়া দেখ, যদি পৃথিবীর সুখই সর্বস্ব ভাবিয়া নির্বিচার চিত্তে চিরজীবন তাহারই সেবাতে আসক্ত হইয়া থাক, যদি জ্ঞান ধর্ম পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে না পার, তাহা হইলে যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে যাইবে যে, সেখানে পৃথিবীর কোন বস্তু সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে ; কেন না, সেখানে যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার নিকটে কিছুই নাই ॥ ১৩ ॥

৪১

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥ ১৪ ॥

'মরণং' 'ন অভিনন্দেত' ন কাময়েৎ ; 'জীবিতং' চ 'ন অভিনন্দেত'। কিন্তু 'কালম্ এব', 'প্রতীক্ষেত' অপেক্ষেত, 'যথা ভৃতকঃ', 'নির্দ্দেশং' নির্দ্দিশ্যতে অসৌ নির্দ্দেশো ভৃতিঃ, তৎ-পরিশোধন-কালং, তথা ॥ ১৪ ॥

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না, এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না ; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক, যেমন কর্মচারী ভৃতিলাভের কালকে প্রতীক্ষা করে ॥ ১৪ ॥

আপনার অনিত্য জীবন বিস্মৃত হইয়া পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেক না, এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐহিক জীবনে উপেক্ষা ও অবহেলা করিবেক না। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত জীবনের প্রভু ; তিনি যতদিন পৃথিবীতে রাখেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা বহন কর ; তিনি যখন লোকান্তরে লইয়া যাইতে মৃত্যুকে প্রেরণ করিবেন, শোকশূন্য হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইবে। আপনার আশা ভূলোকেও বদ্ধ করিও না, দ্যুলোকেও বদ্ধ করিও না ; সেই পরম লোক পরমেশ্বরে তাহা সংস্থাপিত করিয়া রাখ ॥ ১৪ ॥

সন্তোষ পঞ্চমোঽধ্যায়

৪২

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥ ১॥

'সুখার্থী' সুখ-প্রার্থকঃ, 'পরং সন্তোষম্' 'আস্থায়' অবলম্ব্য,'সংযতঃ ভবেৎ'। 'হি' যস্মাৎ, 'সুখং' 'সন্তোষ-মূলং' সন্তোষ-হেতুকং 'বিপর্য্যয়ঃ' অসন্তোষঃ, 'দুঃখ মূলং' দুঃখকারণম্॥ ১॥

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবে; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল॥ ১॥

যে ব্যক্তি যেমন যোগ্য ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। অতএব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক। যে ব্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অনর্থক অসন্তুষ্ট হইবেক না; তাহাতে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ হইবে, এবং উপস্থিত সুখেরও আস্বাদন পাইবে না। অতএব সুখদাতা ঈশ্বর তোমার সাধ্য ও চেষ্টানুযায়ী যে সুখ প্রদান করিবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ধন মান পদমর্যাদা প্রভৃতি কোন বিষয়ের নিমিত্ত দুরাকাঙ্ক্ষ হইবে না॥ ১॥

৪৩

অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥ ২॥

'মূঢ়াঃ' মূর্খাঃ, 'অসন্তোষপরাঃ'; 'পণ্ডিতাঃ' 'সন্তোষং যান্তি' সন্তুষ্টা ভবন্তি। যতঃ 'পিপাসায়াঃ' বিষয়তৃষ্ণায়াঃ, 'অন্তঃ ন অস্তি'। অপি তু, 'সন্তোষঃ পরমং সুখম্'॥ ২॥

মূর্খেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই; সন্তোষ পরম সুখ॥ ২॥

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে; এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। পণ্ডিতেরা বিষয়-তৃষ্ণার এইরূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্বক সুখী হন, এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করেন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে; এবং যেখানে যত অধিক বাহ্য বিষয় দর্শন করে, সেখানে তত অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে, বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক থাকিলেও সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্বত্রই সমান। এই জন্য তাহারা সুখ-রত্নের স্পর্শমণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্বদাই অসুখিত থাকে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা জয় করিয়া সন্তোষ অভ্যাস করিবেক॥ ২॥

৪৪

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে।
সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ॥ ৩॥

'হি' যস্মাৎ, 'পুরুষঃ', 'সুখদুঃখম্' সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ তৎ, 'পর্যায়েণ' ক্রমেন, 'উপসেবতে'। তস্মাৎ 'আপতিতম্' আগতং 'সুখং', 'সেবেৎ' সেবেত, 'দুঃখং আপতিতং বহেৎ'॥ ৩॥

মনুষ্য পর্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক, এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক॥ ৩॥

মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বর নিরন্তর আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন। এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন; তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও

দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্যটন করিতেছে ; দুর্বল মনুষ্যকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক, এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্তচিত্তে তাহা বহন করিবেক, ও সর্বদা তাঁহার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিবেক ॥ ৩ ॥

৪৫

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্।
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৪ ॥

'ন নিত্যং লভতে দুঃখং, ন নিত্যং লভতে সুখম্'। 'শরীরম্ এব' 'আয়তনম্' আশ্রয়ঃ, 'দুঃখস্য চ সুখস্য চ' ॥ ৪ ॥

চিরকাল দুঃখ থাকে না, এবং চিরকাল সুখলাভও হয় না। শরীর, সুখ ও দুঃখ উভয়েরই আয়তন ॥ ৪ ॥

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে ; একমাত্র মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখ-সম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন ; যখন দুঃখ বিপদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই অপূর্ব-প্রকৃতি মনুষ্যকে মঙ্গল রাজ্যের সন্নিহিত করিতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখন বা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্বক সুখ-সম্পত্তি বিসর্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তখনকার সেই দুঃখ বিপদ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ ॥ ৪ ॥

৪৬

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥ ৫ ॥

'সুখং বা, যদি বা দুঃখং, প্রিয়ং বা যদি বা অপ্রিয়ং প্রাপ্তং প্রাপ্তং' তৎ সর্ব্বম্, 'অপরাজিতা' অপরাভূতেন, 'হৃদয়েন' মনসা, 'উপাসীত' স্বীকুর্য্যাদ্ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সুখই হউক কিংবা দুঃখ হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক ॥ ৫ ॥

সুখই হউক, আর দুঃখই হউক, প্রিয় ঘটনাই হউক, আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও অবস্থা-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে, সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বর জীবিত, জাগরিত ও আমাদের সন্নিহিত আছেন। প্রভূত সুখ-সম্পত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না ; ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না। সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদ সকলেরই পশ্চাদ্ভাগে তাঁহাকে বর্তমান জানিবে, এবং সমুদয় ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে ; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না ॥ ৫ ॥

৪৭

প্রিয়েনাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ ॥ ৬ ॥

'প্রিয়ে' প্রাপ্তে, 'অতিভৃশম্' অত্যর্থং, 'ন হৃষ্যেৎ' ন মোদেত ; 'অপ্রিয়ে চ', 'ন সংজ্বরেৎ' ন গ্লায়েৎ। 'অর্থকৃচ্ছ্রেষু' অর্থাভাব-হেতুকেষু বহুস্বপি কষ্টেষু সৎসু, 'ন মুহ্যেৎ' ন মুগ্ধো ভবেৎ। 'ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ' ॥ ৬ ॥

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও ম্রিয়মাণ হইবেক না। ধনকষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না, এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করিবেক না ॥ ৬ ॥

প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবেক না, এবং অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না। অতিমাত্র হর্ষ ও অতিমাত্র বিষাদ উভয়ই বিবেক-শক্তিকে অপহরণ করে। অবিবেকী মনুষ্য কার্যাকার্য-বিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎকালে নম্র হইয়া থাকিবেক, এবং বিপৎকালে ধর্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার-চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রতিবিধেয়, তাহা ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক বহন করিবেক। ইহাও

বিচার করিয়া দেখিবেক. আমরা যাহা প্রিয় ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর না হইতে পারে, এবং যাহা অপ্রিয় ভাবিয়া ভীত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর হইতে পারে। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইলে দুর্বলহৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকালাভের চেষ্টা পায় ; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে এক্ষণে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হইতেছে, পরিণামে তাহাই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত করিয়া দিবে। অতএব যদি দুঃখের ভয়ে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবেক না ॥ ৬ ॥

৪৮

সন্তাপাদ্‌ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্‌ভ্রশ্যতে বলম্‌।
সন্তাপাদ্‌ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্‌ব্যাধিমৃচ্ছতি ॥ ৭ ॥

'সন্তাপাৎ' সন্তাপেন হেতুন, 'ভ্রশ্যতে' নশ্যতি, 'রূপং'। তথা, 'সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বলম্‌'। 'সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে জ্ঞানং'। 'সন্তাপাৎ ব্যাধিম্‌' 'ঋচ্ছতি' প্রাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

সন্তাপেতে রূপ যায়, সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায়, এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয়বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। লঘুচিত্ত মনুষ্যগণ তাদৃশ ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হওয়াতে শ্রীভ্রষ্ট, বলভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য ও বিবেচনাপূর্বক আপনাকে রক্ষা করিবেক। সকল ঘটনাই কোন না কোন বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষাদান করে ; অতএব মনস্তাপে অধীর হইয়া সেই মঙ্গল-জনক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিবেক না। অনেক সন্তাপ আমাদের নিজ দোষে উৎপন্ন হয় ; অতএব তাহাতে হতচেতন না হইয়া আপনার দোষ সংশোধনে যত্নবান হইবেক। হৃদয়মন্দিরে অনবরত বিরাজিত আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস সর্বপ্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে। তাঁহাকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া, এবং তাঁহার নিকট শান্তি প্রার্থনা করিয়া সমুদয় হৃদয়জ্বালা নির্বাণ করিবেক, এবং প্রফুল্ল চিত্তে সংসারে অবস্থান করিবেক ॥ ৭ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

৪৯

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ১ ॥

'স্বীয়ম্‌' আত্মীয়ং 'যশঃ', 'পৌরুষং চ' পুরুষকারঞ্চ ; 'গুপ্তয়ে' গোপনায়, 'চ যৎ কথিতং' ; 'কৃতং যৎ' 'উপকারায়' উপকারার্থং পরেষাং ; তৎ সর্ব্বং 'ধর্ম্মজ্ঞঃ ন প্রকাশয়েৎ' ॥ ১ ॥

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপনে রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপনার দ্বারা যে কার্য কৃত হয়, তাহা ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না ॥ ১ ॥

কেবল যশোলাভ লক্ষ্য করিয়া চলা কর্তব্য নহে। যশঃস্পৃহাকে সংযত করিয়া ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। তাহাতে লোক যদি যশোগান করে, স্ফীত ও গর্বিত না হইয়া বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবেক। কদাপি আপনার সুখ্যাতি আপনি করিবেক না। যদি আপনাকে সুখ্যাতির পাত্র বোধ হয়, অথচ লোকে সুখ্যাতি না করে, তাহাতে বিস্মিত হইবেক না, ও চঞ্চল হইয়া আপনার যশোগান করিতে উদ্যত হইবেক না। সকল কার্যে আপনার ধর্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইলেই স্বয়ং পরিতৃপ্ত থাকিবেক। যেখানে আপনার কথা আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইবেক, সেখানে যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত কহিবেক না।

পরমেশ্বর যাঁহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে তাঁহার প্রিয়কার্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; কিন্তু সেই শক্তি লইয়া আত্মশ্লাঘা করিবেক না। মূঢ়েরা পৌরুষের কার্য অপেক্ষা আত্মশ্লাঘা করিতেই অধিক ভালবাসে ; ধীরেরা মৌনী থাকিয়া আপনার সমস্ত প্রভাব ঈশ্বরের কার্যে উৎসর্গ করেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে, তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেক না ; করিলে বিশ্বাস-ঘাতক হইবেক। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাৎ তাহার

সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সেই গুপ্ত কথা যত্নপূর্ব্বক গোপনে করিয়া রাখিবেক।

আত্মকৃত পরোপকার ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না; তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহত্ব বিলুপ্ত হয়, ও তাহা ধর্ম্মের রূপ পরিত্যাগ করে॥ ১॥

৫০

সত্যং মৃদুং প্রিয়ং বাক্যং ধীরোহিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ২॥

'সত্যং' যথা-দৃষ্ট-শ্রুতং, 'মৃদু' কোমলং, 'প্রিয়ং' প্রীতিদং, 'হিতকরং বাক্যং', 'ধীরঃ' ধীমান্, 'বদেৎ' সর্ব্বেভ্যঃ। 'আত্মোৎকর্ষম্, আত্মস্তুতিং 'তথা পরেষাং নিন্দাং, পরিবর্জ্জয়েৎ' ॥ ২॥

ধীর ব্যক্তি সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিবেক, এবং আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবেন॥ ২॥

মন যাহা জানিতেছে, বাক্যে তাহার অন্যথা করিবেক না; যাহাতে লোকে তাহার মনোগত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সংশয়যুক্ত হয়, এরূপ কঠিন বাক্য কহিবেক না; এবং আমার অর্থ না বুঝিয়া লোকে অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করুক, এরূপ অভিপ্রায়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করিবেক না; যাহা সত্য বলিয়া জানিবে, বলিবার সময়ে তাহা অবিকল ব্যক্ত করিয়া বলিবেক। লোকের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিয়া কঠোর বাক্যেও সম্ভাষণ করা যাইতে পারে, হৃদয়গ্রাহী কোমল ভাবেও তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। যাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, তাহারা কঠোর বাক্য ব্যবহার করে, তাহা কর্তব্য নহে। ক্ষুদ্রতা ও কঠোর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সহৃদয় হইয়া কোমল বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কাহারও হৃদয়ে আঘাত দিবার নিমিত্ত অপ্রিয় বাক্য কহিবেক না, এবং সকলের হিত লক্ষ্য করিয়া হিত বাক্য কহিবেক। আত্মশ্লাঘা করিবেক না, এবং আত্মশ্লাঘা লক্ষ্য করিয়া আপনার কথা অধিক করিয়া কহিবেক না। পরনিন্দা করিবেক না; অন্যায় করিয়া পরের ধনসম্পত্তি গ্রহণ ও অন্যায় করিয়া পরের খ্যাতি-সম্পত্তি হরণ, উভয়ই সমান। কাহাকেও সংশোধনের জন্য অথবা জগতের হিত সাধনের জন্য যদি কাহারও

দোষ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা সদয় হৃদয়ে উচ্চারণ করিবেক॥ ২॥

৫১

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্বদা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৩॥

'সত্যম্ এব ব্রতং যস্য', তথা 'দীনেষু সর্বদা দয়া', 'কামক্রোধৌ' কামশ্চ ক্রোধশ্চ তৌ, 'যস্য' 'বশে' অধীনতায়াং বর্ত্তেতে, 'তেন' বশিনা, 'লোকত্রয়ং' 'জিতং' বশীকৃতম্॥ ৩॥

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া, এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে॥ ৩॥

সর্বদা সত্যব্রত থাকিবেক, মনকে সত্যের অনুগত করিবেক, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবেক, এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবেক। দীনের প্রতি সর্বদা দয়াবান থাকিবেক; যে ব্যক্তি ধর্ম্মেতে দীন, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেক; যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে দীন, তাহাকে জ্ঞান দান করিবেক; যে ব্যক্তি ধনেতে দীন, তাহাকে ধন দান করিবেক। কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিবেক। এই দুই রিপু প্রবল হইলে মনুষ্য অনেকবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। কামকে জয় করিবার নিমিত্ত তাহার বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক করিবেক, এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্ষমা অভ্যাস করিবেক॥ ৩॥

৫২

বিরক্তঃ পরদারেষু, নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু, দম্ভ মাৎসর্য্য হীনো-যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৪॥

'যঃ' 'পরদারেষু' পরপত্নীবিষয়েষু 'বিরক্তঃ' বিগতানুরাগঃ; তথা 'পরবস্তুষু' 'নিস্পৃহঃ' স্পৃহারহিতঃ, 'দম্ভ-মাৎসর্য্য-হীনঃ', দম্ভঃ কৈতবেন ধর্ম্মাচরণং, মাৎসর্য্যম্ অন্যশুভদ্বেষঃ, তাভ্যাং রহিতঃ। 'তেন' তাদৃশেন 'লোকত্রয়ং জিতম্' ॥ ৪॥

যিনি পরস্ত্রীতে বিরত, যিনি পরদ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভ-মাৎসর্য-বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

আসক্ত চিত্তে পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চিন্তা করিবেক না, স্পর্শ করিবেক না। সমুদয় পরকীয় বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার ন্যায়োপার্জিত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকিবেক। দম্ভ ও মাৎসর্য পরিত্যাগ করিবেক। ছলনাপূর্বক ধর্মাচরণের নাম দম্ভ, ও অন্যের মঙ্গলে দ্বেষ করা মাৎসর্য। লোককে ভুলাইবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদর্শী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক হইবেক। ঈশ্বরের ন্যায় সকলকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিবেক, তাহাতে মানসিক ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন মাৎসর্য অন্তর্হিত হইবেক ॥ ৪ ॥

৫৩

ন বিভেতি রণাদ্‌যোবৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌ ॥ ৫ ॥

'যঃ বৈ', 'রণাৎ' যুদ্ধাৎ, 'ন বিভেতি' ন ভীতো ভবতি, 'সংগ্রামে অপি' যুদ্ধে চ, 'অপরাঙ্মুখঃ' ন পলায়ন-পরায়ণঃ; 'ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতঃ বা অপি' 'তেন লোকত্রয়ঃ জিতম্‌' ॥ ৫ ॥

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্মযুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যুদ্ধ দুই প্রকার। যাহাতে স্বত্ব নাই, তাহা অন্যায়পূর্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুরাত্মারা যুদ্ধ করিয়া থাকে; ইহাতে ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ হয়; ইহা ধর্মযুদ্ধ নহে। অন্যায়াচরণ নিবারণ করিয়া ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিকার-যুদ্ধ ও ধর্মযুদ্ধ কহে; ইহা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়কে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ইহাও প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে সামান্য শোচনীয় নহে। যে মনুষ্যগণ পরস্পর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবেন, যাহারা সকলেই এক মঙ্গলস্বরূপ পিতার সমান স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছেন,—তাঁহারা আপনাদের হস্ত পরস্পরের রক্তে দূষিত করিবেন, এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিবেন, ইহা মনে করিলেও হৃদয় শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়। অতএব শান্তি ও ক্ষমা দ্বারা ন্যায় রক্ষা হইলে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না, এবং ধর্মযুদ্ধের ভান করিয়া আত্মম্ভরিতাকে তৃপ্ত করিতে যাইবেক না। কিন্তু অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভীত ও পরাঙ্মুখ হইবেক না ॥ ৫ ॥

৫৪

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্‌।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৬ ॥

'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, সত্যম্‌ অপ্রিয়ং ন ব্রূয়াৎ। প্রিয়ং চ ন' 'অনৃতং' মিথ্যা 'ব্রূয়াৎ'। 'এষঃ' 'সনাতনঃ' নিত্যঃ 'ধর্ম্মঃ' ॥ ৬ ॥

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক। কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না। ইহা সনাতন ধর্ম ॥ ৬ ॥

যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না, অথচ লোকের প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাদৃশ বাক্যই কহিবেক, এবং যত্ন পূর্বক তাদৃশ বাক্য কহিতে শিক্ষা করিবেক। যাহা সত্য, কিন্তু কহিলে কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবেক; ধর্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবেক না; যদি একান্ত আবশ্যক হয়, দয়ার সহিত তাহা উচ্চারণ করিবেক; তাহা লইয়া কদাপি আমোদ আহ্লাদ করিবেক না, এবং মনকেও আনন্দিত হইতে দিবেক না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একবারে পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ বাকসংযম নিত্যকর্ম জানিবেক ॥ ৬ ॥

৫৫

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৭ ॥

'গাত্রাণি' অঙ্গানি স্বেদাদ্যুপহতানি, 'অদ্ভিঃ' জলেন ক্ষালিতানি, 'শুধ্যন্তি'। 'মন' নিষিদ্ধচিন্তনাদিনা দূষিতং, 'সত্যেন' সত্যাভিধানেন, 'শুধ্যতি'। 'ভূতাত্মা' জীবাত্মা, 'বিদ্যা-তপোভ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যা-তপোভ্যাং শুধ্যতি। 'বুদ্ধিঃ' বিপর্য্যয়-জ্ঞানোপহতা, 'জ্ঞানেন' যাথার্থ্যেন 'শুধ্যতি' ॥ ৭ ॥

জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ-শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবেক, তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জল করিবেক, ও ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চর্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপতাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক; এবং জ্ঞানের অনুশীলনপূর্বক বুদ্ধিকে ভ্রম প্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ রাখিবেক। আপনাকে সর্বপ্রকারে শুদ্ধ-সত্ত্ব করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেক ॥ ৭ ॥

৫৬

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥ ৮ ॥

'য' কশ্চিৎ, 'অন্যথা' অন্যপ্রকারেণ, 'সন্তং' বিদ্যমানম্ 'আত্মানং' স্বম্, 'অন্যথা' প্রকারভেদেন, 'প্রতিপদ্যতে' প্রতিপাদয়তি। 'তেন আত্মাপহারিণা চৌরেণ কিং পাপং ন কৃতম্'? অপি তু সর্ব্বম্ এব কৃতম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্তৃক কি পাপ না কৃত হয় ॥ ৮ ॥

সর্বদা অকপট আচরণ করিবেক। এক প্রকার হইয়া লোকের নিকট আপনাকে অন্যপ্রকার প্রদর্শন করিবেক না। যাহা অসাধু বলিয়া জানিবে, লজ্জিত হইয়া তাহা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক; যাহা সাধু বলিয়া জানিবে, তাহা বাক্য ও কার্যে প্রদর্শন করিবেক ॥ ৮ ॥

৫৭

নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

'সত্যসমঃ' সত্যেন তুল্যঃ, 'ধর্ম্মঃ নাস্তি' 'ন' অপি 'সত্যাৎ' সত্যম্ অপেক্ষ্য, 'পরং' প্রকৃষ্টং, 'বিদ্যতে'। কিঞ্চ, 'অনৃতাৎ', অসত্যাৎ, 'তীব্রতরং' তীক্ষ্ণতরং, 'কিঞ্চিৎ' কিঞ্চিন্মাত্রং, 'ন হি ইহ বিদ্যতে' ॥ ৯ ॥

সত্যের সমান আর ধর্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই; ইহলোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই ॥ ৯ ॥

সত্যই ঈশ্বরের ভাব, তাহাতেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব জ্ঞান দ্বারা সত্য উপার্জন করিবেক, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবেক, এবং আচরণে সত্যপরায়ণ হইবেক। মিথ্যা সর্বোতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক; মিথ্যা অপেক্ষা কঠোর ঘৃণাকর বস্তু আর কিছুই নাই। মিথ্যা দ্বারা জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয়, এবং বাক্য ও আচরণ অপবিত্র হয় ॥ ৯ ॥

৫৮

প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥ ১০ ॥

'প্রিয়ঃ ভবতি দানেন; অপরঃ' কশ্চিৎ 'প্রিয়বাদেন চ' প্রিয়ো ভবতি। কিং 'চ', 'অপ্রিয়স্য' 'পথ্যস্য' হিতস্য, 'বক্তা শ্রোতা চ', 'দুর্ল্লভঃ' কৃচ্ছ্রেণ লভ্যতেঽসৌ ॥ ১০ ॥

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্লভ ॥ ১০ ॥

হিতকর বাক্য সর্বদা প্রীতিকর হয় না, এবং প্রিয় বাক্যও অনেক সময়ে অহিতকর হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি শ্রোতার অসন্তোষ-ভয়ে হিত বাক্য না বলেন, তিনি যথার্থ হিতৈষী নহেন; এবং যিনি অপ্রিয় বলিয়া হিত বাক্য না শুনেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব সকলের হিতৈষী হইয়া হিত বাক্য কহিবেক; এবং কেহ হিতোপদেশ প্রদান করিলে অপ্রিয় হইলেও শান্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক ॥ ১০ ॥

সাক্ষ্য

৫৯

সমক্ষ-দর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥ ১॥

'সমক্ষদর্শনাৎ' সাক্ষাৎদর্শনাৎ, 'শ্রবণাৎ চ এব', 'সাক্ষ্যং' সাক্ষিত্বং 'সিধ্যতি'। 'তত্র' সাক্ষ্যে, 'সাক্ষী' 'সত্যং' যথাদৃষ্টশ্রুতার্থং, 'ব্রুবন্ ধর্ম্মার্থাভ্যাং' 'ন হীয়তে' ন বিযুজ্যতে॥ ১॥

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না॥ ১॥

ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, ন্যায় ও সত্য জয়যুক্ত হউক। সাধুগণেরও এই কামনা, ন্যায় ও সত্যের জয় হউক। কিন্তু অসাধু মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন করিয়া অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। তাহার নিবারণ না করিলে লোকস্থিতির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই জন্য বিচারপতি ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া ন্যায়ের জয় দান করেন, ইহাতে ধর্ম সুরক্ষিত হয়। সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিবাদাস্পদ বিষয় বিচারপতিকে অবগত করিয়া ধর্মরক্ষার সহকারিতা করেন। অতএব ধর্মাধিকরণে সাক্ষ্যদান ধর্মার্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিবেক না॥ ১॥

৬০

যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ।
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী, ধর্ম্মঃ সত্যেন রক্ষ্যতে॥ ২॥

'যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং' দৃষ্টশ্রুতানতিক্রমেণ, 'সর্ব্বম্' 'অঞ্জসা' তত্ত্বতঃ, 'এব' 'বদ' ব্রূহি। যস্মাৎ, 'সত্যেন' কথনেন, 'সাক্ষী' 'পূয়তে' পাপাৎ প্রমুচ্যতে; 'ধর্ম্মঃ' চ অস্য 'সত্যেন' 'বর্দ্ধতে' বৃদ্ধিম্ এতি॥ ২॥

যথা-দৃষ্ট যথা-শ্রুত সমুদয়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয়, এবং ধর্ম রক্ষিত হয়॥ ২॥

সাক্ষী যথা-দৃষ্ট যথা-শ্রুত সমুদয় যথার্থ কহিবেক, অর্থাৎ যথা-জ্ঞাত অবিকল প্রকাশ করিবেক। যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাক্ষী; যাহা অন্যের নিকট শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা সত্য না হইতেও পারে; অতএব সাক্ষ্যদান স্থলে শ্রুত বিষয় হইতে দৃষ্ট বিষয় পৃথক করিয়া বলিবেক। সত্য সাক্ষ্য দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কেন না তাহাতে ধর্ম রক্ষা পায়। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে পাপ উৎপন্ন হয়॥ ২॥

৬১

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ॥ ৩॥

'যস্য হি' 'বদতঃ' কথয়তঃ সাক্ষিণঃ, 'বিদ্বান্' চেতনাবান্, 'ক্ষেত্রজ্ঞঃ' জীবাত্মা; কিম্ অয়ং সত্যং বদত্যুতানৃতম্ ইতি 'ন অভিশঙ্কতে' না শঙ্কতে, কিন্তু সত্যম্ এবায়ং বদতীতি নির্ব্বিশঙ্কঃ সম্পদ্যতে। 'তস্মাৎ' পুরুষাৎ, 'অন্যং, লোকে' 'শ্রেয়াংসং' প্রশস্ততরং, 'পুরুষং, দেবাঃ' 'ন বিদুঃ' জানন্তি॥ ৩॥

যে সাক্ষীর সচেতন আত্মা "মিথ্যা কহিয়াছি" এমত সন্দেহও করেন না, দেবতারা এই লোকে তাহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না॥ ৩॥

মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব যে সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে মনে মনে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, "আমি যাহা কহিতেছি, তাহা মিথ্যা নহে," তিনিই সত্যবাদী সাক্ষী। সর্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন॥ ৩॥

৬২

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥ ৪॥

কিঞ্চ, হে 'কল্যাণ' হে ভদ্র, 'একঃ' এব 'অহম্ অস্মি' জীবাত্মকঃ 'ইতি যৎ ত্বম্ আত্মানং' 'মন্যসে' জানীষে, মৈ বং মংস্থাঃ। যস্মাৎ, 'এষঃ' 'পুণ্য-পাপেক্ষিতা' পুণ্যানাং পাপানাঞ্চ দ্রষ্টা, 'মুনিঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা, 'তে' তব, 'হৃদি' হৃদয়ে, 'নিত্যং স্থিতঃ'॥ ৪॥

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যপাপ-দর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন ॥ ৪ ॥

হে সাক্ষী, তুমি বাহিরেও যেমন একাকী নও, অন্তরেও সেইরূপ একাকী নও। পুণ্যপাপ-দর্শী সর্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। তিনি পুণ্যের পুরস্কারক ও পাপের দণ্ডদাতা। হে ভদ্র, ইহা বুঝিয়া সাক্ষ্য দান কর। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপনার মস্তকের উপরে পরমেশ্বরের বজ্র আকর্ষণ করিও না ॥ ৪ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

৬৩

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥ ১ ॥

'যৎ' যত্র, 'কল্যাণং' মঙ্গলম্, 'অভিধ্যায়েৎ' অনুভবেৎ, 'তত্র আত্মানং নিয়োজয়েৎ'। 'ন' 'পাপে' পাপিনি জনে, 'প্রতিপাপঃ' পাপ-প্রতিকারবান্, 'স্যাৎ'। কিন্তু 'সদা সাধুঃ এব ভবেৎ' ॥ ১ ॥

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে, তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্বদা সাধুই থাকিবেক ॥ ১ ॥

যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা এক জনের পক্ষে মঙ্গল ও আর এক জনের পক্ষে অমঙ্গল, তাহা বাস্তবিক মঙ্গল নহে। যাহা কেবল অদ্য মঙ্গল, পর দিনে অমঙ্গল, তাহাও বাস্তবিক মঙ্গল নহে। সমুদয় মনুষ্যের পক্ষে যাহা মঙ্গল ও অনন্ত কালের জন্য যাহা মঙ্গল, তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপাচার করিবেক না; কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবেক না। সর্বদা সাধু থাকিবেক; সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবেক; ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়াচারের প্রতিবিধান করিবেক। কেবল নিজ ক্রোধের শান্তি করা অসাধুগণের কার্য; কিন্তু অসাধুকে সাধুতা দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া জগতে শান্তি বিস্তার করা সাধুগণের লক্ষ্য ॥ ১ ॥

৬৪

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥ ২ ॥

'অক্রোধেন' ক্রোধসংবরণেন, 'জয়েৎ ক্রোধম্'। 'অসাধুং' ভাবং ব্যবহারং বা 'সাধুনা' ভাবেন ব্যবহারেণ বা, 'জয়েৎ'। 'কদর্য্য' ক্ষুদ্রং, অপকারিণম্

ইতি যাবৎ, 'দানেন' দানাদিনোপকারেণেতি যাবৎ, 'জয়েৎ সত্যেন চ' 'অনৃতং' মিথ্যা ॥ ২ ॥

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক, এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক ॥ ২ ॥

স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রুদ্ধকে জয় করিবেক। ক্রোধের বশীভূত হইবেক না, কিন্তু বিবিধ উপায়ে ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবেক ; এবং যে সকল কারণে অনর্থক অন্যের ক্রোধ উদ্দীপন করা হয়, তাহা দূরীকৃত করিবেক। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক। কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক। কেহ অসদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক। যে অহিতাচরণ করিবে, তাহারও হিতচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। অসত্যকে সত্য দ্বারা পরাজয় করিবেক ; প্রাণপণে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেক ; সত্যই জয় ॥ ২ ॥

৬৫

কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
সত্যসাধুসমারম্ভাৎ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে ॥ ৩ ॥

'সুখদুঃখেষু' সুখেষু চ দুঃখেষু চ, 'কুশলঃ' কুশলস্বভাব, 'সাধূন্ চ অপি উপসেবতে'। 'সত্য-সাধু-সমারম্ভাৎ' সত্যসাধু-লক্ষণকর্ম্মণঃ সমারম্ভাৎ ; তস্য 'বুদ্ধিঃ ধর্ম্মেষু' 'রাজতে' বিলসতি ॥ ৩ ॥

সুখ দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্মপথে দীপ্তি পায় ॥ ৩ ॥

সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখভোগের মত্ততা ধর্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক। যত্নপূর্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায়

পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্যের আলোক রূপহীন বস্তুসকলকে রূপদান করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধুভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেন না।

যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম ও সাধুকর্ম জানিবে ; তাদৃশ কর্মের অনুষ্ঠানেই ধর্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়বিরুদ্ধ কর্মসকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়। পরিশেষে তাহারা আর ধর্মাধর্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

৬৬

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪ ॥

'মোহজালস্য' অবিবেকসমূহস্য, 'যোনিঃ' কারণং 'হি' প্রসিদ্ধৌ 'মূঢ়ৈঃ এব' সহ 'সমাগমঃ' সংযোগঃ। 'অহনি অহনি' প্রতিদিনং, 'সাধুসমাগমঃ ধর্মস্য যোনিঃ'। তস্মাদ্ উজ্‌ঝিত্বাহসাধুসঙ্গতিং ধর্ম্মেপ্সুভির্নিত্যং সদ্ভিরেব সমাগমঃ কর্ত্তব্য, ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪ ॥

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্মের উৎপত্তি হয় ॥ ৪ ॥

সাধুসঙ্গে ধর্মলাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে, সাধুসঙ্গ উন্নতির হেতু, অসাধুসঙ্গ অধঃপাতের কারণ ; সাধুসঙ্গে জীবন লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে ; সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধুসংসর্গে সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর

হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অসাধুগণের আলাপ ও আচরণ সঙ্গীদিগের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি অসাধুসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিবেক। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেক। কিন্তু কদাপি কোন মনুষ্যকে ঘৃণা করিবেক না। সাধুতারূপ নির্ম্মল নদীর প্রস্রবণ-স্বরূপ সেই মঙ্গলময় পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

৬৭

যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

'যঃ তু' নরঃ, 'নিঃশ্রেয়সং' শ্রেয়োবিধায়কং, 'বাক্যং' 'মোহাৎ' অবিবেকবশাৎ, 'ন প্রতিপদ্যতে' ন গৃহ্লাতি। 'সঃ' 'দীর্ঘসূত্রঃ' কর্ম্মজড়ঃ, 'হীনার্থঃ' ত্যক্তপুরুষার্থঃ সন্, 'পশ্চাৎ তাপেন' 'যুজ্যতে' যুক্তো ভবতি ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয় ॥ ৫ ॥

যাহার নিকটে হউক, কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবে; অভিমানবশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিবে না। যাহা কর্তব্য, সত্বর হইয়া তাহা সম্পাদন করিবে, দীর্ঘসূত্র হইয়া কালবিলম্ব করিবে না। হিতবাক্যে অবহেলা ও কর্তব্যকর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অনুতাপের কারণ ॥ ৫ ॥

৬৮

সতাং মতমতিক্রম্য যোঽসতাং বর্ত্ততে মতে।
শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদোন চিরাদিব ॥ ৬ ॥

'যঃ সতাং' 'মতং' অভিপ্রেতং, 'অতিক্রম্য অসতাং মতে বর্ত্ততে; তস্য' 'ব্যসনে' বিপদি, 'সুহৃদঃ' তন্মিত্রাণি, 'ন চিরাদিব' অচিরেণৈব কালেন, 'শোচন্তে' ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে, তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন ॥ ৬ ॥

সাধুগণের বাক্য গ্রহণ করিবে ও অসাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। যাঁহাদিগের বাক্যে ও কার্য্যে অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাঁহারাই সাধু। সাধুগণের উপদেশে অবহেলা করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া সুহৃদ্গণকে শোকাকুল করিবে না। যাঁহারা কেবল তোমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখী হন না, কিন্তু তোমাকে সুখী দেখিলে সুখী হন, তাঁহারাই তোমার সুহৃৎ; তাঁহাদিগের শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না ॥ ৬ ॥

৬৯

অবিসংবাদকোদক্ষঃ কৃতজ্ঞোমতিমানৃজুঃ।
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে ॥ ৭ ॥

যস্তু 'অবিসংবাদকঃ' অবিবাদী, 'দক্ষঃ' কুশলঃ, 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকার-স্মরণ-ধর্ম্মবান, 'মতিমান্' জ্ঞানবান্ 'ঋজুঃ' শাঠ্যরহিতঃ। সঃ 'লোকে কীর্ত্তিং চ লভতে, ন চ' 'অনর্থেন' অকার্য্যেণ, 'যুজ্যতে' ॥ ৭ ॥

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও ঋজু, তিনি ভূমণ্ডলে কীর্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থসাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না ॥ ৬ ॥

কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করিয়া ক্রোধ সংবরণ করিবে, এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া কর্তব্যসকল সম্পাদন করিবে। মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিবে, এবং সকল কার্য হইতেই নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে থাকিবে; তাহাতে কার্য্যের উৎকর্ষ ও আপনার উন্নতি উপার্জিত হইবে। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে; কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না। ঈশ্বর কার্য্যের পরিমাণ করেন না; সাধু ইচ্ছার পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার দেন; অতএব, তোমার হিতসাধনের নিমিত্ত কাহারও ইচ্ছা দেখিলেই কৃতজ্ঞ হইবে। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে, এবং বাক্য ও ব্যবহারে সরল হইবে ॥ ৭ ॥

৭০

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি, কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥ ৮॥

কৃতঘ্নং কুৎসয়ন্নাহ, 'কৃতঘ্নস্য' 'কুতঃ' কুত্র, 'যশঃ'? তথা, 'কুতঃ স্থানং, কুতঃ সুখং'? 'কৃতঘ্নঃ' 'অশ্রদ্ধেয়ঃ' শ্রদ্ধানর্হঃ, 'হি' প্রসিদ্ধৌ। 'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ' ॥ ৮ ॥

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই॥ ৮॥

কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা। যে ব্যক্তি অন্যকৃত উপকার গ্রহণ করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না, উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মান্য করে না, অন্যকৃত মহৎ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর সমুদয় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে, সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন॥ ৮॥

৭১

সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ।
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে॥ ১॥

সর্ব্বাণি সংবিভজ্য ভক্ষ্যপেয়ানি দ্রব্যাণি যো ভুংক্তে, সঃ 'সংবিভক্তা'; 'চ' 'দাতা চ' দেয়ানাং বস্তুনাং; 'ভোগবান্' ভোগী, তথা 'সুখবান্ নরঃ'। 'অহিংসকঃ চ এব' যঃ 'ভবতি', সঃ 'পরং' 'আরোগ্যম্' অনাময়ং, 'অশ্নুতে' ভুংক্তে॥ ১॥

যিনি ভক্ষ্য পেয় দ্রব্য বিভাগ করিয়া অন্যের সহিত পান ভোজন করেন, এবং দানশীল, ভোগবান, সুখবান ও অহিংসক হয়েন, তিনি পরম আরোগ্য সম্ভোগ করেন॥ ১॥

সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভক্ষ্য পেয় প্রভৃতি যে সকল ভোগ্য বস্তু প্রদান করিবেন, পিতামাতা ভ্রাতাভগিনী পুত্রকলত্র বন্ধুবান্ধব ও দাসদাসী প্রভৃতি কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া তাহা যথাযোগ্যরূপে সকলের সহিত বিভাগ করিয়া ভোগ করিবেক। অশন বসন প্রভৃতি কোন বিষয়ে আত্মম্ভরী হইবেক না। সমুদয়ই যে কেবল নিজের ভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিবেচনা করিবেক না, প্রত্যুত অবশ্য-পোষ্য আশ্রিতগণের অভাবসকল ন্যায়ানুসারে পরিপূর্ণ করিয়া দুঃখভারে আক্রান্ত দীন দুঃখীদিগকে দান করিবেক। আপনাকেও ভোগসুখে বঞ্চিত করিবেক না; কৃপণতা ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মসাধনের উদ্দেশ্যে আপনার শরীর ও মনকে ধর্মানুমোদিত ভোগ ও সুখের দ্বারা পোষণ করিতে থাকিবেক। কাহাকেও হিংসা করিবেক না॥ ১॥

৭২

পাত্রস্য হি বিশেষেণ শ্রদ্দধানতয়ৈব চ।
অল্পং বা বহু বা প্রেত্য দানস্যাবাপ্যতে ফলম্॥ ২॥

'পাত্রস্য হি' 'বিশেষেণ' তারতম্যম্ অপেক্ষ্য, তথা দাতুঃ 'শ্রদ্দধানতয়া'

শ্রদ্ধাবত্তয়া, 'এব চ'। 'দানস্য অল্পং বা বহু বা ফলং', 'প্রেত্য' লোকান্তরে, 'অবাপ্যতে' প্রাপ্যতে ॥ ২ ॥

দাতা আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে এবং পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দান-ক্রিয়ার অল্প বা বহু ফল লোকান্তরে প্রাপ্ত হয় ॥ ২ ॥

অল্পই হউক আর অনল্পই হউক, যাহা দান করিতে সাধ্য হইবেক, তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। দাতার শ্রদ্ধা ও পাত্রের উপযুক্ততা অনুসারে দানজনিত পুণ্যের তারতম্য হয়। যাচকগণ উত্ত্যক্ত করিতেছে বলিয়া বিরক্ত চিত্তে যে দান করা হয়, কেবল যাচকের উত্ত্যক্তি হইতে মুক্তিলাভ মাত্রই তাহার ফল, তাহা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয় না। যাহাকে দান করিলে আলস্য বা অসৎ কর্মে উৎসাহ দেওয়া হইবে, তাদৃশ অসৎ পাত্রে দানও ধর্মের অনুমোদিত নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবিক অভাবে নিপীড়িত হইতেছে, দাতাগণের অনুগ্রহই যাহার একমাত্র ভরসা, সেই ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র। তাদৃশ সৎপাত্রে শ্রদ্ধা সহকারে যথাসাধ্য দান করিবেক ॥ ২ ॥

৭৩

দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা স চ দুঃখেন লভ্যতে ॥ ৩ ॥

তাত ইতি স্নেহসম্বোধনং। হে 'তাত', 'দানাৎ' দানম্ অপেক্ষ্য, 'দুষ্করং' কর্ম্ম, 'পৃথিব্যাং ন অস্তি' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদ্ অপি। 'চ' শব্দ হেতৌ যস্মাৎ; 'অর্থে' লোকানাং 'মহতী' অতীব, 'তৃষ্ণা'; 'সঃ চ' অর্থশ্চ 'দুঃখেন লভ্যতে' ॥ ৩ ॥

হে তাত! ভূমণ্ডলে দান অপেক্ষা দুষ্কর কর্ম আর কিছুই নাই; যেহেতু অর্থেতে লোকের মহতী তৃষ্ণা এবং সেই অর্থ অতি দুঃখেতে লাভ হয় ॥ ৩ ॥

এই পৃথিবীতে লোকে ধনতৃষ্ণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া আছে ধনসম্পদও অনায়াস-লভ্য নহে; বহু আয়াসে ও ক্লেশে ধন উপার্জন হয়। সুতরাং যে স্থলে কোন প্রকার বাধ্যতা নাই ও স্বার্থ নাই, সে স্থলে অর্থদান কেবল ধর্মার্থী ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য হয় না। এই জন্য দান দুষ্কর কর্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি পরম বন্ধু পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য সাধনের

উদ্দেশে অর্থ উপার্জন করেন, যিনি কেবল অর্থের জন্যই অর্থেতে প্রণয়বন্ধন করেন না, তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দান-ধর্ম অনুষ্ঠানপূর্বক কৃতপুণ্য হন ॥ ৩ ॥

৭৪

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মোধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন স কর্ত্তারং ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ ৪ ॥

কিন্তু 'অন্যায়াৎ' অন্যায়েন, 'সমুপাত্তেন' সংগৃহীতেন, 'ধনেন, যঃ' 'দানধর্ম্মঃ' দানলক্ষণোধর্ম্মঃ, 'ক্রিয়তে'; 'ন' 'সঃ' দানধর্ম্মঃ, 'কর্ত্তারং' দাতারং, 'মহতঃ ভয়াৎ' পাপলক্ষণাৎ, 'ত্রায়তে' রক্ষতি ॥ ৪ ॥

অন্যায়োপার্জিত ধন দ্বারা যে দান-ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সেই দাতাকে পাপ-জনিত মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

দানের জন্য অন্যায়পূর্বক ধনোপার্জন করিবেক না, তাদৃশ দানে পুণ্য লাভ হয় না; প্রত্যুত তাহাতে অন্যায়-জনিত মহৎ পাপে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অতএব যদি ধনদানে সামর্থ্য না থাকে, আর আর নানা উপায়ে দুঃখীদিগের দুঃখমোচন করিবেক; কদাপি অন্যায় করিয়া ধন আহরণ করিবেক না ॥ ৪ ॥

৭৫

ন্যায়োপার্জ্জিত-বিত্তেন কর্ত্তব্যং জ্ঞান-রক্ষণম্।
অন্যায়েন তু যোজীবেৎ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

যত এবম্ অতঃ, 'ন্যায়োপার্জ্জিত-বিত্তেন' ন্যায়প্রাপ্ত-ধনেন, 'জ্ঞানরক্ষণং কর্ত্তব্যং' জ্ঞানবতা। 'অন্যায়েন তু যঃ' 'জীবেৎ' বর্ত্তেত, সঃ 'সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ' ॥ ৫ ॥

কর্তব্য-জ্ঞানকে ন্যায়-উপার্জিত ধন দ্বারা রক্ষা করিবেক। অন্যায় আচরণ করিয়া যে জীবিকা লাভ করে, সে সর্ব ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হয় ॥ ৫ ॥

আপনার জীবিকা ও অবশ্য-পোষ্য পরিবারগণের প্রতিপালনের জন্যও

অন্যায়পূর্বক ধনোপার্জন করিবেক না। ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে ধর্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহার আদেশ প্রতিপালন করা এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে রক্ষা করা অপেক্ষাও গরীয়ান্। যদি অন্যায় পথে থাকিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে জীবন বাস্তবিক মৃত্যু; এবং যদি ন্যায়রক্ষার অনুরোধে যথার্থই মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে সেই মৃত্যুই আমাদিগের জীবন ॥ ৫ ॥

৭৬

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥ ৬ ॥

'শক্ত্যা' আত্মনো যথাশক্ত্যা, 'অন্নদানং সততং'; 'তিতিক্ষা' দ্বন্দ্বসহনং; 'ধর্ম্মনিত্যতা' ধর্ম্মে নিত্যানুষ্ঠান-ভাবঃ। 'যথার্হং' যথাযোগ্যং, 'বৈ' এব 'সর্ব্বভূতেষু সদা প্রতিপূজা চ'। এতৎ সর্ব্বং কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যথাশক্তি সতত অন্ন দান করিবেক, তিতিক্ষা করিবেক, ও নিত্য ধর্মানুষ্ঠান করিবেক, এবং সর্বদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক ॥ ৬ ॥

ক্ষুধার ক্লেশে মনুষ্য আশু অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে। সংসারের নানাবিধ জ্বালা সহ্য করিয়াও মনুষ্য জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু অন্নাভাবে অবিলম্বেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; অতএব অগ্রে ক্ষুধার্তগণকে অন্নদান করিবেক। ঈশ্বর যে উদ্দেশে পরস্পর-বিরুদ্ধ শীত ও গ্রীষ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশেই সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ প্রেরণ করিতেছেন, অতএব তিতিক্ষা অভ্যাস করিবেক। সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিলে যাহা সেব্য ও যাহা ত্যাজ্য, তাহা পৃথক করিতে পারিবে; যাহা প্রতিবিধেয়, তাহার প্রতিবিধানে সামর্থ্য জন্মিবে; যাহা অপ্রতিবিধেয়, তাহাতে অতিক্লেশ উৎপন্ন হইবে না। অহরহঃ ঈশ্বরের আরাধনা করিবে ও কল্যাণকর ধর্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। গুরুজনদিগকে স্নেহের বিনিময়ে ভক্তি করিবে, বন্ধুজনদিগকে প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি প্রদর্শন করিবে, স্নেহাস্পদদিগকে ভক্তির বিনিময়ে স্নেহদান করিবে। কি আত্মীয় কি উদাসীন, সকলকেই ভদ্রতা সহকারে যথাযোগ্য প্রতিপূজা করিবে ॥ ৬ ॥

৭৭

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্ ॥ ৭ ॥

দানবিশেষম্ আহ। 'আর্ত্তস্য' পীড়িতস্য, 'শয়নং' শয্যা, 'দেয়ং'। তথা, 'পরিশ্রান্তস্য চ আসনং, তৃষিতস্য চ' 'পানীয়ং' জলং, 'ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্' ॥ ৭ ॥

রোগীকে শয্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃষ্ণার্তকে পানীয় এবং ক্ষুধিতকে ভোজ্য বস্তু প্রদান করিবেক ॥ ৭ ॥

যাহার পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাকে তাহাই দান করিবেক। এইরূপ সময়োচিত দানেই গৃহীতা যথার্থ উপকৃত হয়, এবং দাতা দ্বিগুণ ফল লাভ করেন। অতএব যাহার যেরূপ অভাব তাহাকে সেইরূপ দান করিবেক। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ দান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

৭৮

অন্নদঃ সুখমাপ্নোতি সুতৃপ্তঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্ ॥ ৮ ॥

'সর্ব্ববস্তুষু' মধ্যে, 'অন্নদঃ' অন্নস্য দাতা, 'সুতৃপ্তঃ' সন, 'সুখম্ আপ্নোতি'। 'ভূমিদানাৎ পরং ন অস্তি; বিদ্যাদানং' তু 'ততঃ অধিকম্' ॥ ৮ ॥

যিনি অন্নদান করেন, তিনি অন্য বস্তু সকলের দাতা অপেক্ষা সুতৃপ্ত হইয়া সুখ লাভ করেন। ভূমিদানের পর আর নাই; বিদ্যাদান তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ॥ ৮ ॥

কেবল অর্থই যে দানের বস্তু, এরূপ মনে করিবেক না। অন্নদান দাতাকে তৎক্ষণাৎ সুতৃপ্ত করে। ভূমিদান অতি মহৎ, কেন না চিরকাল সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে। বিদ্যাদান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে গৃহীতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয় ॥ ৮ ॥

৭৯

ঔষধং পথ্যমাহারং স্নেহাভ্যঙ্গং প্রতিশ্রয়ম্। দানান্যেতানি দেয়ানি হ্যন্যানি চ বিশেষতঃ। দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ শ্রেয়স্কামেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

'ঔষধং পথ্যম্ আহারং', 'স্নেহাভ্যঙ্গং' তৈলাভ্যঙ্গং, 'প্রতিশ্রয়ম্' আশ্রয়ং, 'দানানি এতানি হি, অন্যানি চ বিশেষতঃ', 'শ্রেয়স্কামেন' শ্রেয়োভিকাঙ্ক্ষিণা, 'ধীমতা দীনান্ধকৃপণাদিভ্যঃ দেয়ানি' ॥ ৯ ॥

শ্রেয়োভিলাষী ধীমান দীন অন্ধ প্রভৃতি কৃপাপাত্রদিগকে ঔষধ, পথ্য, আহার, ম্রক্ষণীয় স্নেহ-দ্রব্য ও স্থান,—এই সকল দান এবং অন্য অন্য দানও দিবেন ॥ ৯ ॥

অসৎ পাত্রে দান করিবেক না। যাহারা দান লইয়া অসৎ কর্মে ব্যয় করে, তাহাদিগকে দান করিবেক না। যাহারা পরিশ্রমে অসমর্থ, দানগ্রহণ ব্যতীত যাহাদিগের অন্য উপায় নাই, যাহারা আপনার শক্তিতে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে না, তাহাদিগকে যথাযোগ্য দান করিয়া দানের সার্থকতা করিবেক ॥ ৯ ॥

৮০

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতোবিষাস্বাদঃ স ধর্ম্ম প্রতিরূপকঃ ॥ ১০ ॥

'স্বজনে' অবশ্যপোষ্য-পিতৃমাত্রাদি-জনে, 'দুঃখজীবিনি' দুঃখেন জীবন-ধারিণি সত্যপি, যঃ 'শক্তঃ' দানক্ষমঃ, 'পরজনে' ইতরস্মিন্ অসম্বন্ধে জনে, 'দাতা' দদাতি। তস্য 'সঃ' দানবিশেষঃ, 'ধর্ম্ম প্রতিরূপকঃ', ন তু ধর্ম্ম এব। যতঃ, 'মধ্বাপাতঃ' মধুরোপক্রমঃ, প্রথমং যশস্করত্বাৎ; 'বিষাস্বাদঃ' বিষোত্তর-ফলঃ। তস্মাদ্ এতন্ন কার্য্যম্ ॥ ১০ ॥

যে দান-ক্ষম ব্যক্তি দুঃখ-জীবী স্ত্রী পুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্মের প্রতিরূপ মাত্র; বাস্তব সে ধর্ম নহে। তাহা আপাতত মধু-সমান সুস্বাদ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার গরল-সমান আস্বাদ হয় ॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অবশ্য-পোষ্য ব্যক্তিসকলের অভাব ও দুঃখ অগ্রে দূর করিবেক। যে ব্যক্তি তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া, অথবা কষ্ট হইতে মুক্ত না করিয়া, অন্য ব্যক্তিকে দান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তির যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান হয় না ॥ ১০ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ

৮১

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাৎ শারীরমৌষধৈঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১ ॥

'প্রজ্ঞয়া' বুদ্ধ্যা, 'মানসং' মনোভবং, 'দুঃখং হন্যাৎ'; তথা 'শারীরম্ ঔষধৈঃ'। 'কৃতপ্রজ্ঞাঃ' কৃতবুদ্ধয়ঃ, 'পরমাং গতিং' 'পশ্যন্তঃ' অনুভবন্তঃ সন্তঃ, 'ন শোচন্তি' ॥ ১ ॥

জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ এবং ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ হনন করিবেক। কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরম গতিকে প্রতীতি করিয়া আর শোক করেন না ॥ ১ ॥

যেমন শারীরিক রোগ উৎপন্ন হইলে ঔষধ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিতে হয়, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পরম গতি স্মরণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবেক। সর্বদা বিবেক সহকারে বস্তুবিচারে প্রবৃত্ত থাকিবেক। এই পরিবর্তনশীল বর্তমান অবস্থার মধ্যে সুখ ও শান্তির আশা বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না। পৃথিবী আমাদিগের শিক্ষাস্থান, নিত্য সুখ ভোগ করিবার আয়তন নহে। একমাত্র পরমেশ্বর নিত্য সুখ ও নিত্য শান্তির আলয়; তিনি আমাদিগের পরম লোক, তিনিই আমাদিগের পরম গতি। তিনি আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগের সমুদয় অবস্থা দেখিতেছেন। আমাদিগের মঙ্গল হউক, ইহাই তাঁহার এক মাত্র ইচ্ছা। কি উপায়ে আমাদিগের সদ্গতি হইবে, তিনি তাহা জানিতেছেন। আমাদিগের মঙ্গলের জন্য তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই নাই। পুত্রগণকে দুঃখভারে আক্রান্ত দেখিয়া পিতা কি উদাসীন আছেন? এই বর্তমান অবস্থা কি তাঁহার অজ্ঞাতসারে আমাদিগের উপরে নিপতিত হইয়াছে? তাঁহার অপরিবর্তনীয় মঙ্গলকামনা কি স্তব্ধ হইয়া আছে? তাহা কখনই নহে। কেবল মোহাক্রান্ত হইয়াই আমরা শোক দুঃখে অভিভূত হই। অতএব বর্তমান অবস্থাতেই সমুদয় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিবেক না; সেই পরম গতি পর্যালোচনা করিয়া মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবেক ॥ ১ ॥

৮২

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বাঽর্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ২ ॥

'মানম্' অভিমানং, 'হিত্বা' ত্যক্ত্বা, 'প্রিয়ঃ' সর্ব্বেষাং 'ভবতি'। 'ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি'। 'কামং' বাসনাং 'হিত্বা অর্থবান্ ভবতি'। 'লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ' ॥ ২ ॥

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক; ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক; কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান হইবেক; এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেক; ঈশ্বরের অনুগ্রহই মনুষ্যের সর্বস্ব, তদ্ব্যতীত মনুষ্যের আর কিছুই নাই। কি ধন মান সৌন্দর্য, কি জ্ঞান ও ধর্ম, কিছুর নিমিত্তই লোকের নিকট গর্ব প্রকাশ করিবেক না, মনকেও গর্বিত হইতে দিবেক না। গর্বের উপক্রম দেখিলেই নিজের পতন সন্নিকট জানিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইবেক। মঙ্গলময় ঈশ্বর গর্বিত পুত্রকে বিনীত করিবার নিমিত্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দেন, এবং মনুষ্যেরাও তাহার প্রতি ঘৃণা করিতে থাকে।

ক্রোধে অধীর হইয়া অন্যের প্রতিহিংসাতে প্রবৃত্ত হইলে, পরে অনুশোচনাতে দগ্ধ হইতে হয়; অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনাশূন্য হইবেক।

বাসনা যত বৃদ্ধি পায়, ততই আমাদিগের অভাব বোধ হয়। যিনি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্তই ধনোপার্জনে প্রবৃত্ত হন, তিনি চিরকালই দুঃখী, চিরকালই দরিদ্র। অতএব যিনি বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ঐশ্বর্যবান, এবং যিনি লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই যথার্থ সুখী ॥ ২ ॥

৮৩

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয় স্মৃতঃ ॥ ৩ ॥

'ক্রোধঃ'; অতিকৃচ্ছ্রেণ জীয়তেঽসারিতি 'সুদুর্জ্জয়ঃ'; 'শত্রুঃ'। 'লোভঃ অনন্তকঃ ব্যাধি'। 'সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুঃ; অসাধুঃ নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ' ॥ ৩ ॥

ক্রোধ অতি দুর্জয় শত্রু; লোভ অনন্ত ব্যাধি। যিনি সর্ব জীবের হিতৈষী তিনি সাধু; আর যে নির্দয়, সেই অসাধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ক্রোধের তুল্য অনিষ্টকারী শত্রু আর কেহই নাই; এবং লোভের তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিও আর কিছুই নাই। ক্রোধ ও লোভ হইতেই নিষ্ঠুরতা উৎপন্ন হয়; নিষ্ঠুরতা মনুষ্যকে সাধুতা হইতে পরিভ্রষ্ট করে। ক্রোধ কেবল অন্যকে যন্ত্রণা দানে উৎসাহিত করে; লোভ আত্মম্ভরিতার নিকট সমুদয় সাধুগুণকে বলিদান দিতে বলে। নরহত্যা ও চৌর্য প্রভৃতি পাপকর্মসকল ক্রোধ ও লোভ হইতে অনুষ্ঠিত হয়। অতএব ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করিবেক, এবং সকলের প্রতি দয়াবান থাকিবেক ॥ ৩ ॥

৮৪

দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎ পরিক্লেশং ন বিন্দতি।
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥

যো হি 'দান্তঃ' নিয়তেন্দ্রিয়ঃ, 'শমপরঃ' সংযতান্তঃকরণঃ, স 'শশ্বৎ' বারংবারং, 'পরিক্লেশং' 'ন বিন্দতি' ন লভতে। 'ন চ দান্তাত্মা' বশীকৃতাত্মা, 'পরগতাং' 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং, 'দৃষ্ট্বা' 'তপ্যতি' পরিতপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

যিনি ইন্দ্রিয় ও মন সংযম করিয়াছেন, তিনি আর বারংবার ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। শান্তচিত্ত ব্যক্তি পরশ্রী দেখিয়া কখন কাতর হন না ॥ ৪ ॥

অহরহ আপনাকে শিক্ষা দান করিবে, আপনাকে শাসন করিবে ও আপনাকে ধর্মপরায়ণ করিবে। যিনি আপনার ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার ক্লেশ ভোগ করিবার কোন কারণ থাকে না। যিনি আপনাকে দমন করিতে না পারেন, তাঁহার চতুর্দিকেই যন্ত্রণা। তিনি যে কেবল নিজের বিপদেই যন্ত্রণা ভোগ করেন এমন নহে, অন্যের সৌভাগ্যও তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে ॥ ৪ ॥

৮৫

য ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্য-সৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ' 'ঈর্ষুঃ' মৎসরী, 'পরবিত্তেষু' পরধনেষু, তথা 'রূপে বীর্য্যে', 'কুলান্বয়ে' কুলসন্ততৌ, 'সুখ-সৌভাগ্য-সৎকারে' সুখে সৌভাগ্যে সৎকারে চ, 'তস্য ব্যাধিঃ' 'অনন্তকঃ' অনন্তঃ ॥ ৫ ॥

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্যে, কুলে, সন্তানে, সুখে, সৌভাগ্যে, সৎক্রিয়াতে যে ব্যক্তি ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই ॥ ৫ ॥

পরশ্রীকাতরতার তুল্য কুৎসিত ব্যাধি আর কিছুই নাই। অন্যের মঙ্গলের প্রতি যাহার বিদ্বেষ হয়, তাহার আর মনের আরাম থাকে না, তাহার আর শান্তি থাকে না। এই সংসারে যে যত উন্নত হইয়া শুভ ফল ভোগ করিতে থাকে, সে অজ্ঞাতসারে ঈর্ষাকারীর মনে তত আঘাত দিতে থাকে। সকল প্রকার উন্নত লোককে তাহার শত্রুতুল্য বোধ হয়। অতএব বিশুদ্ধ প্রেম দ্বারা মহানুভাবতা বৃদ্ধি করিয়া ঈর্ষাকে জয় করিবেক। সকলের মঙ্গলের মধ্যে আপনার মঙ্গল সন্নিবিষ্ট জানিয়া ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

৮৬

মিত্রধ্রুক্ দুষ্টভাবশ্চ নাস্তিকোঽথানৃজুঃ শঠঃ।
গুণবন্তঞ্চ যোদ্বেষ্টি তমাহুঃ পুরুষাধমম্ ॥ ৬ ॥

'মিত্রধ্রুক্' মিত্রং দ্রুহ্যতীতি ; 'দুষ্টভাবঃ চ' ; 'নাস্তিকঃ'—নাস্তি জগতো মূলম্ আত্মা, নাস্তি পরলোক, ইত্যেবংবাদী ; 'অথ' 'অনৃজুঃ' অসরলঃ ; 'শঠঃ'। 'গুণবন্তং চ যঃ দ্বেষ্টি ; তং' পণ্ডিতাঃ 'পুরুষাধমম্' 'আহুঃ' কথয়ন্তি ॥ ৬ ॥

মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, কুটিল, শঠ, এবং গুণবানের যে দ্বেষী, তাহাকে জ্ঞানীরা নরাধম করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

মিত্রের বিশ্বাসঘাতী হওয়া, তাঁহার মুক্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি সাধন করা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরায় তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করা, মিত্রদোহ বলিয়া পরিগণিত হয়। মিত্রদ্রোহ-রূপ মহাপাতক হইতে সর্বদা দূরে অবস্থান করিবেক।

মনের মধ্যে যদি অসৎ অভিসন্ধি থাকে, তবে তাহাই দুষ্টভাব। দুষ্টভাব ও অসৎ ইচ্ছা হইতে কখনো সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয় না।

ঈশ্বরের প্রতি কদাপি শ্রদ্ধাশূন্য হইবেক না। তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস ও

সংশয় পাপ অপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক। যিনি পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া মুক্তির পথে আত্মার নেতা হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয় সাংঘাতিক রোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেক ; এবং বিনীত হইয়া গুরু ও সাধুগণের সাহায্যে এই রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেক।

সর্বদা সরল ভাবে অবস্থান করিবেক। সরলতা নিজেই একটি অসামান্য সাধুতা। অধিকাংশ সাধু-গুণ সরলতার নিত্য সহচর। সরলতা সুরক্ষিত হইলে তৎসমুদয় সুরক্ষিত হয়, এবং সরলতা বিনষ্ট হইলেই তৎসমুদয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি সম্মুখে প্রিয় ব্যবহার করে, কিন্তু গূঢ়রূপে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাকে শঠ কহে। শঠতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা সকলের হিতানুষ্ঠান ও শুভানুধ্যান করিবেক।

ঈশ্বরের পরিপূর্ণ মঙ্গলভাব হইতে সদ্‌গুণ উৎপন্ন হইয়াছে ; সদ্‌গুণের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্বেষ করা হয়। যাঁহারা সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া জগতের উপকার করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সমাদর করিবে, এবং মনুষ্য নির্গুণ হইলেও তাহার প্রতি বিদ্বেষ করিবেক না ॥ ৬ ॥

৮৭

অনর্থমর্থতঃ পশ্যন্নর্থ ঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখম্ ॥ ৭ ॥

'অনর্থম্' অকার্য্যম্, 'অর্থতঃ পশ্যন, অর্থং চ এব অপি অনর্থতঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ অজিতৈঃ', 'বালঃ' অল্পপ্রজ্ঞঃ, 'সুদুঃখং মন্যতে সুখম্' ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সংযম-শূন্য বালকের ন্যায় অকার্যকে কার্য এবং কার্যকে অকার্যরূপে জ্ঞান করে, সে অত্যন্ত দুঃখকে সুখ বোধ করে ॥ ৭ ॥

যেমন বালকেরা তীক্ষ্ণবিষ কালসর্পকেও ধরিবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, সেইরূপ অজিতেন্দ্রিয় অল্পপ্রজ্ঞ লোকে বিপদকে সম্পদ বলিয়া বোধ করে। তাহারা পরিণাম দর্শন করে না ; যাহা আপাততঃ তাহাদের প্রবৃত্তিসকলের তৃপ্তিকর, তাহাতেই সর্বান্তঃকরণে আসক্ত হয়। অতএব সর্বদা জিতেন্দ্রিয় ও কৃতপ্রজ্ঞ হইয়া পরিণাম দর্শন করিবেক। আমাদিগের জীবনের শেষ নাই ; অনন্ত কাল আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত যোগ। এই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেক ॥ ৭ ॥

ধর্মোপদেশ

একাদশোঽধ্যায়ঃ

৮৮

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ১॥

'ধৃতিঃ' ধৈর্য্যম্। পরেণাপকারে কৃতেঽপি তস্য প্রত্যপকারানাচরণং 'ক্ষমা'। বিকারহেতু বিষয়-সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং মনসঃ 'দমঃ'। অন্যায়েন পরধনাদেরগ্রহণম্ 'অস্তেয়ম্'। 'শৌচং' দ্বিবিধং; মৃজ্জলাভ্যাং দেহশোধনং, জ্ঞান-তপোভ্যাম্ অন্তঃশোধনঞ্চ। 'ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ' ইন্দ্রিয়-সংযমঃ। শাস্ত্রাদি-তত্ত্ব-জ্ঞানং 'ধীঃ'। পরমাত্ম-জ্ঞানং 'বিদ্যা'। যথার্থাভিধানং 'সত্যম্'। ক্রোধহেতৌ সত্যপি ক্রোধানুৎপত্তিঃ 'অক্রোধঃ'। এতৎ 'দশকং' দশবিধং, 'ধর্ম্মলক্ষণম্' ॥ ১ ॥

ধৈর্য, ক্ষমা, মনঃ-সংযম, অচৌর্য, দেহ ও অন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শাস্ত্র-জ্ঞান, ব্রহ্ম বিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ,—ধর্মের এই দশ প্রকার লক্ষণ॥ ১॥

সম্পদে বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিবে। যে ব্যক্তি মনের সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, সহস্র দোষে দোষী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। বিকার-জনক প্রলোভনে পরিবেষ্টিত থাকিলেও অন্তঃকরণ যাহাতে বিকার প্রাপ্ত না হয়, এইরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বা প্রতারণাপূর্বক, অথবা বলপূর্বক অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। কায়িক বাচনিক ও মানসিক দোষসকল প্রক্ষালন করিয়া সর্ব প্রকারে শুচি হইয়া থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণকে শাসন করিবে। বুদ্ধিকে মার্জিত করিবে। জ্ঞান অভ্যাস করিবে। সত্য কথা কহিবে। এবং ক্রোধ সংবরণ করিবে॥ ১॥

৮৯

হ্রীমান্ হি পাপং প্রদ্বেষ্টি তস্য শ্রীরভিবর্দ্ধতে।
হ্রীর্হতা বাধতে ধর্ম্মং ধর্ম্মোহন্তি হত শ্রিয়ম্॥ ২॥

'হ্রীমান্' লজ্জাবান্, 'হি পাপং প্রদ্বেষ্টি'। 'তস্য' হ্রীমতঃ, 'শ্রীঃ অভি-

বর্দ্ধতে'। 'হ্রীঃ হতা ধর্ম্মং' 'বাধতে' পীড়য়তি। 'ধর্ম্মঃ হতঃ' সন্, 'শ্রিয়ং হন্তি' ॥ ২ ॥

হ্রী-বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপের দ্বেষ করেন, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। হ্রী নষ্ট হইলে ধর্মে বাধা জন্মে, এবং ধর্মহানি হইলে শ্রীভ্রংশ হয়॥ ২॥

অন্যের মুখ হইতেও একটি অশ্লীল বাক্য শুনিলে যাহার লজ্জা বোধ হয়, সেই হ্রীমান্। হ্রীমান্ ব্যক্তি পাপকে অতিমাত্র ঘৃণা করে, এবং তাহার সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে স্বভাবতই ইচ্ছা করে; তাহার শ্রী বর্দ্ধিত হয়। যাহার হ্রী নষ্ট হয়, তাহার পক্ষে ঘৃণিত পাপ-পথ সহজ হয়; কল্যাণকর ধর্মপথে তাহার বাধা জন্মে, এবং সে অধর্মে পতিত হইয়া শ্রীহীন ও মলিন হয়। অতএব কথাতে, ভাবেতে, বেশবিন্যাসে, যত্নপূর্বক হ্রীকে রক্ষা করিবেক॥ ২॥

৯০

অনসূয়ঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ॥ ৩॥

গুণেঽপি দোষাবিষ্কারবান্ অসূয়ঃ। ন অসূয়ঃ 'অনসূয়ঃ'। 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকার-স্মরণ-ধর্ম্মা 'চ'। 'কল্যাণানি চ' শ্রেয়স্করাণি চ কর্ম্মাণি, যঃ 'সেবতে' করোতি। সঃ 'নরঃ সুখানি ধর্ম্মম্ অর্থং চ স্বর্গ চ লভতে' ॥ ৩ ॥

যিনি অসূয়া-শূণ্য ও কৃতজ্ঞ হয়েন, এবং শুভ কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সুখ, ধর্ম, অর্থ ও স্বর্গ লাভ করেন॥ ৩॥

কাহারও গুণের উপর দোষারোপ করিবে না, এবং উপকারীর প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ হইবে। শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে তৎপর থাকিবে। তাহা ব্যতিরেকে ধর্মভাব বৃদ্ধি পায় না, হৃদয় পবিত্র হয় না, এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। মনের সুখ, সংসারের উন্নতি, আত্মার ধর্ম, ও অনন্ত কালের সদ্গতি, এই চতুর্বর্গ মনুষ্যের প্রার্থনীয় পুরুষার্থ॥ ৩॥

৯১

সর্ব্বোদণ্ডজিতোলোকোদুর্ল্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে॥ ৪॥

'সর্ব্বঃ লোকঃ', 'দণ্ডজিতঃ' দণ্ডেন নিয়মিতঃ সন্ সদ্বর্ত্মনি বর্ত্ততে। 'শুচিঃ' স্বভাববিশুদ্ধঃ 'হি নরঃ দুর্ল্লভঃ'। 'হি' অবধারণে, 'দণ্ডস্য' এব 'ভয়াৎ, সর্ব্বং জগৎ' 'ভোগায়' ভোগার্থং 'কল্পতে' সমর্থো ভবতি ॥ ৪ ॥

সকল লোকই দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়; শুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্য অতি দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সকল ভুবন প্রতিপালিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

যখন সকলে দণ্ডভয়ে নয়, কিন্তু সমবেত হইয়া হৃদয়ের প্রেমে, সাধুভাবে, ধর্মের আদেশে, ঈশ্বরের উদ্দেশে, সংসারের তাবৎ কার্য করিতে থাকিবে, তখন এই পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি পরাকাষ্ঠা ধারণ করিবে। সে দিন আসিতে এখনো অনেক বিলম্ব; এখনো সাধু লোক অপেক্ষা অসাধু লোকই অধিক; সাধু ব্যবহার অপেক্ষা অসাধু ব্যবহারই বিস্তর। অতএব প্রজারা রাজদণ্ডেরই শাসনে অদ্যাপি এই পৃথিবীতে কথঞ্চিৎ ধর্ম অর্থ ভোগ করিতে পাইতেছে ॥ ৪ ॥

৯২

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫ ॥

যস্মাৎ 'লোকে অধর্ম্মদণ্ডনং', 'যশোঘ্নং' যশোহন্তৃ, 'কীর্ত্তিনাশনং' চ। জীবতঃ খ্যাতির্যশঃ, মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিরিত্যেতয়োঃ পৃথঙ্নির্দ্দেশঃ। 'পরত্র অপি' পরলোকেঽপি 'অস্বর্গ্যং চ' স্বর্গপ্রতিবন্ধকঞ্চ। 'তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ' ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিলে ইহলোকে যশ বা কীর্তি নাশ হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ-হানি হয়; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৫ ॥

অন্যায় দণ্ড করিবেক না। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য বিস্তার করা দণ্ডধারণের উদ্দেশ্য। ক্রোধের বশীভূত হইয়া তাহার অন্যথাচরণ করিবেক না ॥ ৫ ॥

৯৩

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষমা হি পরমং ধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৬ ॥

'লোকে' ভুবনে, 'ক্ষমা' 'বশীকৃতিঃ' বশীকরণম্; অবশং বশং করোত্যনয়া। 'ক্ষমা হি পরমং ধনম্। ক্ষমা হি অশক্তানাং গুণঃ, শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা' ॥ ৬ ॥

ক্ষমা দ্বারা লোক বশীভূত হয়; ক্ষমা পরম ধন। ক্ষমা অশক্তদিগের গুণ, শক্তদিগের ভূষণ ॥ ৬ ॥

সর্বদা ক্ষমাবান থাকিবে; বৈরনির্যাতনের সংকল্প একবারে পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যপকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপকারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই যথার্থ ক্ষমার কার্য। আমার অপকার হয় হউক, কিন্তু যেন আমাদ্বারা অন্যের অপকার না হয়, এইরূপ কামনা স্বর্গীয় ক্ষমা গুণ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

৯৪

যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে ॥ ৭ ॥

'শুভম্ ইচ্ছতা' জনেন, 'যথা এব আত্মা, পরঃ' 'তদ্বৎ' তথা, 'দ্রষ্টব্যঃ'। তস্মাৎ আত্মনঃ পরস্য চ, 'সুখদুঃখানি' সুখানি দুঃখানি চ, 'তুল্যানি, যথা আত্মনি তথা পরে' ॥ ৭ ॥

শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেমন আপনাকে তদ্রূপ পরকে দেখিবেন; কারণ আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান ॥ ৭ ॥

আপনার পক্ষে সুখ দুঃখ যেরূপ, অন্যের পক্ষেও সুখ দুঃখ সেইরূপ। অতএব আপনি যাহা প্রার্থনা কর, তাহা অন্যের নিকট হইতে অপহরণ করিও না; এবং যাহা আপনার নিকট হইতে দূর করিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ, তাহা অন্যের নিকট নিক্ষেপ করিও না। যেমন আপনাকে অন্যের প্রীতিভাজন দেখিলে সুখী হও, সেইরূপ অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে সুখী কর। তুমি যেমন অন্যের বিদ্বেষে কষ্ট বোধ কর, সেইরূপ অন্যকেও বিদ্বেষ করিয়া কষ্ট প্রদান করিও না। এইরূপ সকল বিষয়ে আপনার সহিত তুলনা করিয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিবে; কেন না, সুখ দুঃখ আপনাতেও যেরূপ, অন্যতেও সেইরূপ। এইরূপ আচরণই কল্যাণলাভের উপায় ॥ ৭ ॥

৯৫

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্টবৎ,
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি য পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৮ ॥

'পরদারান্' পরকলত্রাণি, 'মাতৃবৎ' মাতেব ; 'পরদ্রব্যাণি' 'চ' 'লোষ্টবৎ' মৃৎপিণ্ডসমানি। 'আত্মবৎ' স্বোপমানি, 'সর্ব্বভূতানি' সর্ব্বপ্রাণিনঃ, 'যঃ পশ্যতি সঃ' এব 'পশ্যতি' যাথাতথ্যেনেতি যাবৎ ॥ ৮ ॥

যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্টবৎ ও সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন ॥ ৮ ॥

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দেখিবে ; এবং মূল্যহীন মৃৎপিণ্ডের প্রতি চিত্ত যেমন নির্লোভ থাকে, সেইরূপ পরদ্রব্যে নির্লোভ হইয়া থাকিবে ; এবং আপনাকে যেমন প্রীতির সহিত দেখ, সেইরূপ আর সকলকে প্রীতির সহিত দেখিবে ॥ ৮ ॥

৯৬

অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হি পরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ ॥ ১ ॥

'যথা হি অন্যান্' 'পরিবদন্' পরীবাদেন অধিক্ষিপন্, 'সাধুঃ' 'পরিতপ্যতে' পরিতাপান্বিতো ভবতি। 'তথা পরিবদন্ অন্যান্ তুষ্টঃ ভবতি দুর্জ্জনঃ' ॥ ১ ॥

অন্যের পরিবাদ দিয়া সাধু ব্যক্তি যেমন সন্তপ্ত হয়েন, দুর্জন ব্যক্তি তদ্রূপ অন্যের পরিবাদ দিয়া তুষ্ট হয় ॥ ১ ॥

যিনি ঈশ্বরকে ভক্তি করেন ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তিনিই সাধু। তিনি কখন মনুষ্যকে অপবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হন না ; কেন না মনুষ্য তাঁহার প্রিয়। তিনি কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন, এবং প্রীতির সহিত তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করেন। এই জন্য তিনি কাহারও সদ্‌গুণ দেখিলে আনন্দিত হন, এবং কাহারও দোষ দেখিলে দুঃখিত হন ; তাঁহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রীতি হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং তিনি আহ্লাদের সহিত কাহারও দোষ ঘোষণা করিতে পারেন না। পিতা মাতা যেমন পুত্রকে পুত্র বলিয়াই প্রীতি করেন, এই জন্য পুত্রের গুণ দেখিলে সুখী হন ও দোষ দেখিলে হৃদয়ে আঘাত পান,—সেইরূপ মনুষ্যকে কেবল মনুষ্য বলিয়াই প্রীতি করিতে শিক্ষা করিবে ; তাহা হইলে অন্যের অপবাদে হৃদয় আর আনন্দিত হইবে না। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ দেখিয়া ও অন্যের দোষ ঘোষণা করিয়া সুখ অনুভব করে, তাহার হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাদৃশ ক্ষুদ্রতার সংশোধন করিতে সর্বদা যত্নবান থাকিবে ॥ ১ ॥

৯৭

বিপত্তিষ্বব্যথোদক্ষোনিত্যমুত্থানবান্নরঃ।
অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ২ ॥

যঃ 'বিপত্তিষু' 'অব্যথঃ' ব্যথারহিতঃ, 'দক্ষঃ' কুশলঃ, 'নিত্যং' সদা,

'উত্থানবান্' উদ্যোগী, 'নরঃ'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদরহিতঃ, 'বিনীতাত্মা' বিনীত-স্বভাবঃ, সঃ 'নিত্যং' 'ভদ্রাণি' কুশলানি, 'পশ্যতি' ॥ ২ ॥

যিনি বিপৎকালে ব্যথিত হয়েন না, যিনি কর্মদক্ষ, সদা উদ্যোগী, প্রমাদ-রহিত ও বিনীত-স্বভাব, তিনি সর্বদা কুশল দর্শন করেন ॥ ২ ॥

যাহার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নাই, সেই ব্যক্তি বিপৎকালে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়ে। অতএব যোদ্ধারা যেমন সংকট-সংকুল যুদ্ধক্ষেত্রে অব্যাকুল চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিবার নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি শিক্ষা করে, সেইরূপ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে থাকিবে। তাহা হইলে যতই বিপদ উপস্থিত হউক, একেবারে হতবুদ্ধি করিতে পারিবে না। ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়াছেন, দিন দিন তাহার বৃদ্ধি করিয়া অধিকাধিক দক্ষতা উপার্জন করিতে থাকিবে। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত উদ্যমশীল থাকিবে। মত্ততা ও অন্য-মনস্কতা পরিত্যাগ করিয়া অভিনিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। ইহা সর্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তুমি একটি পদও নিক্ষেপ করিতে পার না; শরীর মন আত্মা বল বুদ্ধি সমুদয়ই তাঁহার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে; অতএব তাঁহাকে সকলের মূল জানিয়া অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হইবে ॥ ২ ॥

৯৮

বহবোঽবিনয়ান্নষ্টারাজানঃ সপরিচ্ছদাঃ।
বনস্থা অপি রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিপেদিরে ॥ ৩ ॥

'বহবঃ রাজানঃ', 'অবিনয়াৎ' অবিনয়বশাৎ, 'সপরিচ্ছদাঃ' হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাত-কোষাদি-পরিচ্ছদ-যুক্তা অপি, 'নষ্টাঃ' প্রাণেভ্যো বিযুক্তাঃ। কিন্তু 'বনস্থাঃ অপি' সহায়মাত্রহীনা অপি, বহবঃ 'বিনয়াৎ রাজ্যানি' সাঙ্গানি, 'প্রতিপেদিরে' প্রাপ্তবন্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেণ বিনয়িনা ভাব্যম্ ইত্যুপদেশ-রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

অবিনয়-দোষে অশ্ব রথাদি বহু-পরিচ্ছদ-বিশিষ্ট অনেক রাজাও নষ্ট হইয়াছেন। অনেকে বনবাসী হইয়াও বিনয়গুণে রাজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিনয়ী ব্যক্তিই ধর্মলাভ করিতে সমর্থ হয়, এবং বিনয়ী ব্যক্তিই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে পারেন। বিনয়হীন ব্যক্তি সকলেরই বিদ্বিষ্ট হয়। যদি সম্পত্তি থাকে, বিনয়ী হইলে তাহার শোভা বৃদ্ধি হইবে; যদি বিপত্তি হয়, বিনয়গুণে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে। অতএব ঈশ্বর অন্তরে যে সকল সদ্গুণ প্রদান করিবেন, এবং বাহিরে যে সকল সৌভাগ্য প্রদান করিবেন, তাহার নিমিত্ত এক দিনও অহংকার করিবে না ॥ ৩ ॥

৯৯

যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্বীত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৪ ॥

'যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ,' 'অস্য' কর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ, 'অন্তরাত্মনঃ' ক্ষেত্রজ্ঞস্য, 'পরিতোষঃ স্যাৎ তৎ' কর্ম্ম 'প্রযত্নেন' যত্নাতিশয়েন, 'কুর্বীত' কুর্য্যাৎ। 'বিপরীতং তু' এতস্য 'বর্জ্জয়েৎ' শ্রেয়োঽর্থী চেৎ ॥ ৪ ॥

যে কর্ম করিলে আত্ম-প্রসাদ হয়, অতি যত্নপূর্বক তাহা করিবেক। তদ্বিপরীত কর্ম পরিত্যাগ করিবেক ॥ ৪ ॥

অন্তরাত্মার পরিতোষ, আত্ম-প্রসাদ, ধর্মানুষ্ঠানের অব্যর্থ ফল। আত্ম-প্রসাদেই ঈশ্বরের প্রসাদ অনুভূত হয়; আত্মা প্রসন্ন থাকিলে আর সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়। ধর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। বিষয়-সুখে মন সুখী হইতে পারে; কিন্তু আত্মাতে যদি গ্লানি থাকে, তাহা হইলে রাশীকৃত বিষয়-সুখও ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখিবে, এবং যাহাতে আত্ম-প্রসাদের হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪ ॥

১০০

ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তোভবতি তৎপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অপি চ 'ধর্ম্মকার্য্যং' সম্পাদয়িতুং 'শক্ত্যা যতন্' প্রযত্নং কুর্ব্বন, 'চেৎ' যদি, 'মানবঃ' 'নো' ন, 'প্রাপ্নোতি'। তদা 'তৎ-পুণ্যং' তস্য ধর্ম্মস্য ফলং 'প্রাপ্তঃ ভবতি'। 'অত্র' 'মে' মম 'সংশয়ঃ ন অস্তি' ॥ ৫ ॥

মনুষ্য স্বসাধ্যমত কোন ধর্মকার্য সাধনে যত্ন করিয়াও যদি কৃতকার্য না হন, তথাপি তিনি তজ্জন্য পুণ্য লাভ করেন ; ইহাতে আমার সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করিবে। সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিয়া কৃতকার্য হইতে না পারিলেও পুণ্যলাভ হইবে। ঈশ্বরের অশেষ কার্য কে কতদূর সম্পন্ন করিল, ঈশ্বর তাহা গণনা করেন না ; তিনি যাহাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সে তাহা অকপটে নিয়োগ করুক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তাহা হইলেই তিনি তাহাকে কৃতকৃত্য করেন ॥ ৫

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

১০১

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥ ১ ॥

'ইন্দ্রিয়াণাং ; বিষয়েষু' 'অপহারিষু' অপহরণশীলেষু, 'বিচরতাং' বর্ত্তমানানাং ; 'সংযমে, বিদ্বান্ যত্নম্' 'আতিষ্ঠেৎ' কুর্য্যাৎ। 'যন্তা ইব' সারথিরিব, 'বাজিনাং' রথনিযুক্তানাম্ অশ্বানাম্ ॥ ১ ॥

সারথি যেমন অশ্বসকলের সংযম করেন, তদ্রূপ মোহময় বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সকলের সংযমে জ্ঞানী ব্যক্তি যত্ন করিবেন ॥ ১ ॥

যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গোচরে উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে অসদ্ভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়গণকে তাদৃশ অপবিত্র বিষয়ে বিনিয়োগ করিবেক না। পবিত্র বিষয় উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিয়া অহরহঃ জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ ২ ॥

১০২

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ২ ॥

যস্মাৎ 'ইন্দ্রিয়াণাম্' অবশীকৃতানাং, 'হি', 'চরতাং' স্বচ্ছন্দং বিষয়েষু গচ্ছতাং, 'যৎ' যদি, 'মনঃ' 'অনুবিধীয়তে' অনুকুলং ভবতি ; তদা 'তৎ' মনঃ, 'অস্য' পুরুষস্য, 'প্রজ্ঞাং' জ্ঞানং, 'হরতি'। কথম্ ইব ? 'অম্ভসি' সমুদ্রাদিজলে, প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য 'নাবং' নৌকাং, 'বায়ুঃ ইব' ॥ ২ ॥

মন যদি স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়সকলের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, ঐ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে ॥ ২ ॥

যখন যে প্রবৃত্তি উঠে, তাহাতেই ইন্দ্রিয়দিগের বিচরণ করিতে দিবে না ; কিন্তু আধ্যাত্মিক ধর্মের আদেশে মনকে সুশিক্ষিত ও বশীভূত করিয়া

ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবেক। যদি মন বশীভূত থাকে তাহা হইলে অপবিত্র বিষয়সকল ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইলেও মনুষ্যকে পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে না। যখন প্রলোভন-সংকুল সংসারে অবস্থান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, তখন মনকে দমন করিতে না পারিলে পদে পদেই বিপদ ঘটিয়া উঠিবে। মন ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল হইলে মনুষ্য হতচেতন হইয়া পাপমোহে নিমগ্ন হয় ॥ ২ ॥

১০৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে্ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥

কিম্ ইন্দ্রিয়সংযমেন? বিষয়োপভোগাদ্ এব লব্ধকামো নির্ব্বৎস্যতি, ইত্যাশঙ্ক্যাহ। 'জাতু' কদাচিদ্ অপি, 'কামানাং' বিষয়াণাম্, 'উপভোগেন' 'কামঃ' অভিলাষঃ, 'ন শাম্যতি' শমং নোপৈতি। কিন্তু 'ভূয় এব' অধিকাধিকম্ এব, 'অভিবর্দ্ধতে' বৃদ্ধিম্ এতি। 'হবিষা' ঘৃতেন, 'কৃষ্ণবর্ত্মা' অগ্নিঃ, 'ইব'। প্রাপ্তভোগস্যাপি প্রতিদিনং তদধিক-ভোগ-বাঞ্ছা-দর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না; প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে ॥ ৩ ॥

"বিষয়ভোগ পরিতৃপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সংযত হইয়া আসিবে, অতএব যত্নপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সংযমে প্রয়োজন নাই"—এরূপ মনে করিবেক না। যতই বিষয়ভোগ করিবে, বিষয়ভোগের কামনা ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; অন্তঃকরণ ততই দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে। অতএব কদাপি ইন্দ্রিয়-দমনে ও মনঃসংযমে শৈথিল্য করিবেক না ॥ ৩ ॥

১০৪

ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্ ॥ ৪ ॥

একেন্দ্রিয়াসংযমোঽপি মহান্ ব্যতিকর ইত্যাহ। 'সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং তু' মধ্যে, 'যদি একম্ ইন্দ্রিয়ং', 'ক্ষরতি' বিষয়-প্রবণং ভবতি। 'তেন' দ্বার-ভূতেন, 'অস্য' বিষয়-পরস্য মানবস্য, 'প্রজ্ঞা' বুদ্ধিঃ, 'ক্ষরতি' ইন্দ্রিয়ান্তরৈর্নাব-

তিষ্ঠতে। অত্র দৃষ্টান্তঃ, 'দৃতেঃ পাত্রাৎ' চর্ম্মনির্ম্মিতোদকভাজনাৎ, 'উদকম্ ইব'। যথৈকদেশস্থিতেন ছিদ্রেণ সর্ব্বস্থম্ এব স্রবতি, এবম্ একেন্দ্রিয়াসংযম-বিবরেণ সমস্তম্ এব হৃদ্ভাণ্ডস্থং জ্ঞানামৃতং ক্ষরতীতি সাম্যম্ ॥ ৪ ॥

সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যদি এক ইন্দ্রিয়ের স্খলন হয়, তবে তাহাতেই লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; যেমন চর্ম্মময় পাত্রের একমাত্র ছিদ্র দ্বারা সমুদয় জল নিঃসৃত হইয়া যায় ॥ ৪ ॥

অপবিত্র বিষয়, অনেক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, আর এক ইন্দ্রিয়দ্বারাই হউক, অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়া অপবিত্র কামনা উৎপন্ন করিলেই মনুষ্যের পতন হয়। অতএব কোন ইন্দ্রিয়কেই যথেচ্ছরূপে বিষয় ভোগ করিতে অবসর প্রদান করিবেক না ॥ ৪ ॥

১০৫

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ ॥ ৫ ॥

ইদানীম্ ইন্দ্রিয়সংযমোপায়ম্ আহ। 'এতানি' ইন্দ্রিয়াণি, 'বিষয়েষু' 'প্রজুষ্টানি' প্রসক্তানি, 'অসেবয়া' নিতান্তবিষয়াসেবনেন, 'নিত্যশঃ' সর্ব্বদা, 'সংনিয়ন্তুং তথা ন শক্যন্তে, যথা জ্ঞানেন'। তস্মাদ্ উক্তোপায়েন বিবেকি-ভিরিন্দ্রিয়-মনসাং সংযমঃ কর্ত্তব্য, ইতি বাক্যার্থঃ ॥ ৫ ॥

যেমন জ্ঞানের আদেশে যথাযোগ্য ব্যবহার দ্বারা বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়-সকলকে নিত্য বশে রাখা যায়, নিতান্ত ভোগ পরিত্যাগ দ্বারা সেরূপ পারা যায় না ॥ ৫ ॥

বিষয়-সুখের আস্বাদন একেবারে পরিত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। বিবেক সহকারে হেয়োপাদেয় পৃথক করিয়া, হেয় বিষয় পরিত্যাগ ও উপাদেয় বিষয় গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিদ্ধি লাভ করিবেক ॥ ৫ ॥

১০৬

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদাহ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্ ॥ ৬ ॥

প্রমদয়ন্তি পুরুষান্ ইতি 'প্রমাদাঃ' স্ত্রিয়, তাঃ; 'লোকে অবিদ্বাংসং, পুনঃ

বিদ্বাংসম্ অপি বা'; 'হি' 'কামক্রোধবশানুগং' কামক্রোধবশানুযায়িনং পুরুষং, 'উৎপথম্' উচ্ছৃঙ্খলতাং, 'নেতুং' প্রাপয়িতুম্, 'অলং' সমর্থঃ ॥ ৬ ॥

এ সংসারে কাম-ক্রোধের বশীভূত ব্যক্তি অবিদ্বান হউক, বা বিদ্বানই হউক, কামিনীগণ তাহাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

কেবল বিদ্যা থাকিলেই জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুসকলের অধীন হইয়া চলেন, তিনি বিদ্বানই হউন, বা মূর্খ ই হউন, তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব সর্বপ্রযত্নে আন্তরিক রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন করিবেক ॥ ৬ ॥

১০৭

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্ ॥ ৭ ॥

অতএব 'ইন্দ্রিয়গ্রামং' বহিরিন্দ্রিয়গণং, 'বশে কৃত্বা; তথা মনঃ চ সংযম্য; সর্ব্বান্' 'অর্থান্' পুরুষার্থান্, 'সংসাধয়েৎ'; 'যোগতঃ' উপায়েন, 'তনুং' স্বদেহঞ্চ, 'অক্ষিণ্বন্' অপীড়ন্ সন্ ॥ ৭ ॥

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত করিয়া সর্বার্থ সাধন করিবেক ॥ ৭ ॥

উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ করা পুরুষার্থ সাধনের প্রকৃত উপায় নহে। তাহাতে মনুষ্য নিস্তেজ হইয়া যেমন পাপাচরণে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যাচরণেও অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতএব মন ও ইন্দ্রিয়সকল যাহাতে অপবিত্র বিষয় ভোগে উন্মুখ না হয়, এইরূপে বশীভূত করিয়া উপযুক্ত উপায় দ্বারা পুরুষার্থসাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেক। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জন, ও হস্ত পদ প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়া, লোকলোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এইজন্য পরমেশ্বর মনুষ্যকে দুই প্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে বিষয়সুখ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ বিষয়-সুখের উপভোগেই নিরত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অবনতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

১০৮

যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১ ॥

'যদা' যস্মিন্ কালে, মনুষ্যঃ 'কর্ম্মণা মনসা বাচা, সর্ব্বভূতেষু' 'কর্হিচিৎ' কদাপি, 'পাপং ন কুরুতে, তদা ব্রহ্ম' 'সম্পদ্যতে' প্রাপ্নোতি ॥ ১ ॥

যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ১ ॥

কাহারও অনিষ্টাচরণ করিবেক না; কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবেক না; অন্যের অনিষ্টাচরণের বাক্যও পরিত্যাগ করিবেক। অন্যের প্রতি পাপাচরণ করিলে আপনাকেই পাপপঙ্কে নিমগ্ন করা হয়। অতএব কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়া সকলের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিবেক। তাহাতে পুণ্যবান্ হইয়া পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেক ॥ ১ ॥

১০৯

পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যস্থানং স্ম গচ্ছতি।
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে ॥ ২ ॥

'পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্ সঃ, 'পুণ্যস্থানং গচ্ছতি স্ম'। যতঃ, 'পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি' লোকানাম্; অতঃ 'পুণ্যং' 'প্রানদং' প্রাণস্য দাতৃ 'উচ্যতে' ॥ ২ ॥

মনুষ্য পুণ্য কর্ম করিলে পবিত্র কীর্তি লাভ করেন, এবং পুণ্য লোকে গমন করেন। পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন; পুণ্য প্রাণ-দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ২ ॥

অন্নপান যেমন দৈহিক জীবনকে পোষণ করে, সেইরূপ পুণ্যদ্বারা আত্মার জীবন রক্ষিত হয়। অতএব যে সকল কর্মে পুণ্য লাভ হইবে, তাহার

অনুষ্ঠানে সর্বদা যত্নশীল থাকিবেক। যেমন নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিষ্পাপ হইবেক, সেইরূপ বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য উপার্জন করিবেক॥ পুণ্যবান মনুষ্য ইহকালে পবিত্র কীর্তি লাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন॥ ২॥

১১০

পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ॥ ৩॥

যো হি 'পাপং চ এব' 'চিন্তয়তে' সঙ্কল্পয়তি, 'ব্রবীতি চ, করোতি চ, তস্য অধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য সাধবঃ গুণাঃ নশ্যন্তি'॥ ৩॥

যে ব্যক্তি অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া পাপ চিন্তা করে, পাপ আলাপ করে, পাপ অনুষ্ঠান করে তাহার সদ্‌গুণ সকল নষ্ট হয়॥ ৩॥

চিন্তাস্রোত কোন না কোন বিষয়ে প্রবাহিত না হইয়া নিরবলম্ব থাকে না। মনুষ্য যখন সদ্বিষয়ের চিন্তাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার সদ্ভাবসকল স্ফূর্তিযুক্ত হইয়া সৎকর্ম সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি উৎপাদন করে। কিন্তু যখন তিনি অসদ্‌বিষয়ের চিন্তা করিতে থাকেন, তখন তাঁহার অসদ্ভাবসকল উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহাকে পাপালাপ ও পাপকর্মে উৎসাহিত করে। অতএব পাপচিন্তা উদিত হইবামাত্র তাহার উন্মূলন করিবেক। পাপচিন্তা প্রবল হইলে মনুষ্য ধৈর্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাপেতে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপাচরণ করিয়া পাপেতে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার আর সমুদয় সাধু-গুণ তিরোহিত হইয়া যায়। চিন্তাকে সর্বদা সাধু বিষয়ে নিয়োগ করিয়া রাখিবেক, এবং পাপালাপ ও পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবেক॥ ৩॥

১১১

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনো-বাক্-কর্ম্ম-বুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্॥ ৪॥

'যে' 'মহাত্মানঃ' অক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ, 'মনো-বাক্-কর্ম্ম-বুদ্ধিভিঃ' করণভূতৈঃ,

'পাপানি ন কুর্ব্বন্তি'। 'তে' এব 'তপন্তি' তপঃ কুর্ব্বন্তি। অপি তু যে 'শরীরস্য শোষণং' সাধয়ন্তি তে 'ন' তপন্তি॥ ৪॥

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন। যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না॥ ৪॥

পাপকামনা, পাপবুদ্ধি, এবং পাপজনক বাক্য ও কর্ম পরিত্যাগ করিবে। সর্বপ্রকারে নিষ্পাপ থাকিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করাই তপস্যা। উপবাসাদি দ্বারা শরীরকে পরিশুষ্ক করিলে তপশ্চর্যা হয় না॥ ৪॥

১১২

প্রাজ্ঞোধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি।
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি॥ ৫॥

'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী, 'ধর্ম্মেণ' সহ 'রমতে' বিহরতি। 'ধর্ম্মং চ এব উপজীবতি' ধর্ম্মেণৈব কৃতেন জীবনোপায়-রূপেণ প্রাণন্ ধারয়তি, ন ত্বধর্ম্মেণ। 'এবং হি' ঈদৃশেনৈব প্রকারেণ, 'ধর্ম্মাত্মা' ধর্ম্মস্বভাবঃ 'ভবতি'। 'চিত্তং চ অস্য' ধর্ম্মপরস্য, 'প্রসীদতি' প্রসন্নো ভবতি॥ ৫॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্মেতে রমণ করেন, এবং ধর্মপথে জীবিকা লাভ করেন। এই প্রকারেই মনুষ্য ধর্মাত্মা হন, এবং ইহাঁর চিত্ত প্রসাদ লাভ করে॥ ৫॥

প্রজ্ঞাবান মনুষ্য বিবেক সহকারে পাপের মলিনতা ও ধর্মের সৌন্দর্য দর্শন করিয়া পাপ পরিত্যাগপূর্বক ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং ধর্মপথে থাকিয়া আপনার জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি পাপাচারজনিত পরিণামে ক্লেশজনক ক্ষণভঙ্গুর সুখ পরিত্যাগ করিয়া অমূল্য আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে থাকেন। অতএব ধর্মানুষ্ঠানে যদি আপাততঃ কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, তথাপি ভীত হইয়া তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হইবেক না; ও পাপকর্মে আপাততঃ সুখ লাভের সম্ভাবনা দেখিলেও লুব্ধ হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক না। প্রত্যুত প্রজ্ঞা সহকারে পাপ ও পুণ্যের ভবিষ্যৎ ফলাফল সর্বদা পর্যালোচনা করিবেক॥ ৫॥

১১৩

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতিবিকৃতিশ্চ যা ॥ ৬ ॥

তথা হি, 'যস্য আত্মা পাপাৎ' 'বিরতঃ' নিবৃত্তঃ 'কল্যাণে' শুভে, 'চ' 'নিবেশিতঃ' প্রবেশিতঃ; 'তেন' বিবেকিনা, 'সর্ব্বং' বিশ্বম্ 'ইদং' 'বুদ্ধং' জ্ঞাতম্। তৎ বোধনম্ আহ, 'যা' 'প্রকৃতিঃ' যাথাত্ম্যরূপা, যা 'চ' 'বিকৃতিঃ' বিপরীতা ॥ ৬ ॥

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে, তিনি জানেন যে কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥

আত্মা যাবৎ পাপেতে প্রবৃত্ত থাকে, তাবৎ তাহার বুদ্ধি বিপরীত দর্শন করে। তখন পাপাচরণকেই সুখ লাভের হেতু বলিয়া বোধ হইতে থাকে; ধর্মের সুমধুর আস্বাদন তিক্ত বোধ হয়; পাপাচারের প্রতিপোষক অসাধুগণই প্রণয়ভাজন হয়; সাধুগণের সংসর্গ বিরক্তি উৎপাদন করে; ঈশ্বর ছায়ার ন্যায় ও ধর্ম শূন্যবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে; বর্তমান সুখই সর্বস্ব বোধ হয়; অনন্ত জীবনের প্রতি দৃষ্টি অল্প হইয়া উঠে। আত্মা এইরূপ বিকারগ্রস্ত হইলে, কি স্বভাব-সিদ্ধ আর কি স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণেতে আপনাকে নিয়োজিত করিবে; তাহা হইলে প্রজ্ঞা স্ফূর্তি লাভ করিয়া সৎ পথ ও অসৎ পথ সহজে প্রদর্শন করিতে থাকিবে ॥ ৬ ॥

১১৪

প্রজ্ঞাচক্ষুর্নর ইহ দোষান্নৈবানুরুধ্যতে।
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি ॥ ৭ ॥

'প্রজ্ঞাচক্ষুঃ' জ্ঞাননেত্রঃ, 'নরঃ', 'ইহ' লোকে, 'দোষান্ ন এব অনুরুধ্যতে' দোষানুরুদ্ধো ন ভবতীত্যর্থঃ। 'যথাকামং' তথা, 'বিরজ্যতে' বীতরাগো ভবতি। 'ন চ ধর্ম্মং' 'বিমুঞ্চতি' ত্যজতি ॥ ৭ ॥

যে মনুষ্য জ্ঞান-নেত্র লাভ করিয়াছেন, তিনি আর ইহলোকে

দোষেতে আবদ্ধ হয়েন না। তিনি স্বেচ্ছানুসারে রাগ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

অধর্মের প্রতি বৈরাগ্য ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ কল্যাণ লাভের উপায়। যিনি জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়াছেন, তিনি ধর্ম ও অধর্মের প্রকৃতি ও পরিণাম যথার্থরূপে উপলব্ধি করিয়া ধর্মের প্রতি জাতরাগ ও অধর্মের প্রতি বীতরাগ হন; সুতরাং তিনি আর কোন দোষে আবদ্ধ হন না। অতএব জ্ঞান দ্বারা পাপবিরাগ ও ধর্মানুরাগ পরিবর্দ্ধিত করিবেক। ধর্মাধর্ম বিচার করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্মের অননুমোদিত বিষয়-রাগ ও বিষয়-সেবা স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও ধর্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাগ করেন না ॥ ৭ ॥

১১৫

বার্য্যমাণোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি।
চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি ॥ ৮ ॥

যো বৈ 'পাপাত্মা' পাপাচরণশীলঃ সঃ 'পাপেভ্যঃ' 'বার্য্যমাণঃ' নিষিধ্যমানঃ, 'অপি' বহুভিঃ, 'পাপম্' এব 'ইচ্ছতি' কর্ত্তুম্ ইতি শেষঃ। যশ্চ 'শুভাত্মা' ধর্ম্মানুষ্ঠানশীলঃ, সঃ 'পাপেন' 'চোদ্যমানঃ' প্রের্য্যমাণঃ, 'অপি' লোকৈঃ, 'শুভম্ ইচ্ছতি' ॥ ৮ ॥

পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ হইতে নিবারিত হইলেও পাপ ইচ্ছা করে। ধর্মশীল শুভাত্মাকে পাপ কর্মে প্রবৃত্তি দিলেও তিনি কল্যাণ ইচ্ছা করেন ॥ ৮ ॥

পাপাচরণ অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া অনায়াস-সাধ্য নহে; এবং পুণ্য কর্ম করা যাহার অভ্যাস হইয়া যায়, পাপ কর্মে সহসা তাহার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। অতএব দিন দিন ধর্মানুষ্ঠান অভ্যাস করাই ধর্মপথে অগ্রসর হইবার উৎকৃষ্ট উপায়। প্রথমে যদি কষ্ট হয়, তাহা সহ্য করিয়াও ধর্মাচরণ অভ্যাস করিবেন, পরিশেষে তাহা অতি সহজ হইয়া উঠিবে ॥ ৮ ॥

১১৬

ধর্ম্ম এব হতোহন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নোধর্ম্মোহতোবধীৎ ॥ ৯ ॥

'ধর্ম্মঃ' 'হতঃ' অতিক্রান্তঃ সন্, 'হন্তি এব' অতিক্রান্তারম্। 'ধর্ম্মঃ রক্ষিতঃ' সন্ 'রক্ষতি'। 'তস্মাৎ ধর্ম্মঃ' 'ন হন্তব্যঃ' নাতিক্রমণীয়ঃ সর্ব্বৈঃ। 'ধর্ম্মঃ হতঃ' সন্, 'ন' অস্মান্, 'মা বধীৎ' ন হন্তিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্ম তাহাকে নষ্ট করেন ; আর যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্মকে নাশ করিবেক না। ধর্ম হত হইয়া আমারদিগকে নষ্ট না করুন ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করে, সে ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম পালন করে, সে-ই উন্নতি লাভ করে ; ঈশ্বর আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার শুভ অভিপ্রায় ও অপরিহার্য নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া প্রাণপণে ধর্মকে প্রতিপালন পূর্বক তাঁহার অভিপ্রেত কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইবেক। অধঃপথে নিপতিত হইবার জন্য ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করিবেক না ॥ ৯ ॥

১১৭

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥ ১০ ॥

'একঃ' কেবলঃ, 'ধর্ম্মঃ এব' 'সুহৃৎ' মিত্রং, 'যঃ' 'নিধনে অপি' মরণে চ সতি, 'অনুযাতি' অভীষ্টফলদানার্থম্ অনুগচ্ছতি। 'হি' প্রসিদ্ধৌ ; 'অন্যৎ সর্ব্বং' ভার্য্যাপুত্রধনাদি, 'শরীরেণ সমং' শরীরেণ সহ, 'নাশং গচ্ছতি'। অতঃ পুত্রাদিস্নেহাপেক্ষয়া ধর্ম্মো ন হন্তব্যঃ ॥ ১০ ॥

ধর্ম কেবল একই মিত্র, যিনি মরণকালেও অনুগামী হয়েন ; আর সমুদয়ই শরীরের সহিত বিনাশ পায় ॥ ১০ ॥

মৃত্যুর পর যে সকল বিষয়ের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইবেক না, এবং ধর্মের অনুরোধে তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেক না। এখানকার আর কিছুই সঙ্গে যাইবে না, কেবল আমাদের পুণ্য ও পাপ সহগামী হইবে। পুণ্য বন্ধুর ন্যায় সহায় হইয়া উন্নতিতে লইয়া যায়, পাপ শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া দুঃখানলে দগ্ধ করে। অতএব চিরজীবন ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিবেক, এবং আর সমুদয় অপেক্ষা ধর্মের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইবেক ॥ ১০ ॥

১১৮

ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে।
অশ্রদ্দধানাধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

ন 'ধর্ম্মঃ অস্তি ইতি' 'মন্বানাঃ' মন্যমানাঃ, 'শুচীন্' শুদ্ধান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্, 'যে' 'অবহসন্তি' উপহসন্তি ; যেঽপি 'ধর্ম্মস্য' 'অশ্রদ্দধানাঃ' অশ্রদ্ধাবন্তঃ, 'তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ' ॥ ১১ ॥

ধর্ম নাই মনে করিয়া যাহারা সাধু ব্যক্তিদিগকে উপহাস করে এবং ধর্মেতে অশ্রদ্ধা করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ পায় ॥ ১১ ॥

কখন "ধর্ম নাই" এরূপ মনে করিবেক না, এবং ধার্মিকদিগের প্রতি উপহাস করিবেক না। যদি কখন ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনাকে প্রকৃতি-ভ্রষ্ট ও বিপদের সন্নিহিত জানিয়া সাবধান হইবেক। যেমন জড়রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইরূপ ধর্মরাজ্যে ধর্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ঈশ্বর যেমন প্রকৃতির নিয়ন্তা, সেইরূপ আত্মা সকলের নিয়ন্তা ; ইহার কুত্রাপি অরাজকতা নাই। পাপী অবশ্যই দণ্ড পাইবে, পুণ্যবান অবশ্যই পুরস্কৃত হইবেন ॥ ১১ ॥

১১৯

সুখং হ্যবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং চরতি লোকেঽস্মিন্ অবমন্তা বিনশ্যতি ॥ ১২ ॥

'সুখং হি' যথা ভবতি তথা, 'অবমতঃ' অবজ্ঞাতঃ 'শেতে' নিদ্রাতি। 'সুখং চ' 'প্রতিবুধ্যতে' জাগর্ত্তি। 'সুখং চরতি লোকে অস্মিন্'। 'অবমন্তা' অবজ্ঞাতা তু 'বিনশ্যতি'। তস্মাৎ তন্ন কার্য্যম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

অপমানিত ব্যক্তি সুখে নিদ্রা যায়, সুখেতে জাগ্রত হয়, এবং সুখেতে লোকযাত্রা নির্বাহ করে ; কিন্তু যে অপমান করে, সেই বিনাশ পায় ॥ ১২ ॥

কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; যে ব্যক্তি অবজ্ঞাত হয়, তাহার বাস্তবিক কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি অবমাননা করে সেই অপরাধী হয়॥ ১২॥

১২০

পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতে ফলম্।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে॥ ১৩॥

'পাপং কুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তি' সন্ 'পাপম্ এব ফলম্' 'অশ্নুতে' ভুঙ্‌ক্তে। 'পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ' সন্, 'অত্যন্তং পুণ্যম্ অশ্নুতে॥ ১৩॥

মনুষ্য পাপাচরণ করিলে অপকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অশুভ ফল ভোগ করে; পুণ্যানুষ্ঠান করিলে সৎকীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং অত্যন্ত শুভ ফল ভোগ করে॥ ১৩॥

পাপ কর্ম করিলে মনুষ্যেরাও অসন্তুষ্ট হইয়া পাপকারীর অপকীর্তি ঘোষণা করে, সর্বসাক্ষী ঈশ্বরও তাহাকে দণ্ড দান করেন; এবং পুণ্য কর্ম করিলে মনুষ্যেরা পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র কীর্তি প্রচার করে, ও ঈশ্বর তাঁহাকে পুরস্কার করেন। অতএব মনে করিও না যে, পাপ কর্ম করিয়া পৃথিবীতে সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারিবে; এবং ইহাও মনে করিও না যে ধর্মপথে থাকিলে পৃথিবীতে কেবল কষ্ট ভোগই করিতে হয়। ঈশ্বর অধর্মের প্রতিকূল ও ধর্মের প্রতি অনুকূল; এবং তিনি মনুষ্যজাতিকেও স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষ ও পুণ্যের স্বপক্ষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ পাপাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে দণ্ড দান করেন, ও মনুষ্য বাহির হইতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে থাকে। এবং কেহ পুণ্যাচরণ করিলে ঈশ্বর অন্তরে তাহাকে পুরস্কৃত করেন, মনুষ্যেরা বাহির হইতে পুরস্কার প্রদান করিতে থাকে। মনুষ্যজাতির বিচারদোষে সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বর-প্রসাদে ক্ষণকাল পরেই পুণ্য কর্ম দ্বিগুণ তেজে দীপ্তি পাইতে থাকে, পাপকর্ম দ্বিগুণ ঘৃণার সহিত পদতলে দলিত হইয়া যায়। কুজ্‌ঝটিকা কতক্ষণ দিবাকরকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে? অতএব পাপকর্ম পরিত্যাগ ও পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক উভয় লোকে দীপ্তি লাভ করিবেক॥ ১৩॥

১২১

তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীতঃ পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ।
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ॥ ১৪॥

'তস্মাৎ পুরুষঃ' 'শংসিতব্রতঃ' কৃতপ্রতিজ্ঞঃ সন্, 'পাপং ন কুর্ব্বীত'। কিঞ্চ, 'পাপং পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণং' সৎ, 'প্রজ্ঞাং' বুদ্ধিং, 'নাশয়তি'। বুদ্ধিনাশাৎ স চৈব প্রণশ্যতি পাপবান্। অতএবোজ্‌ঝিত্বা পাপসম্বন্ধং ধর্ম্মাচরণম্ এব শ্রেয়োঽর্থিভিঃ কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অতএব পুরুষ দৃঢ়ব্রত হইয়া পাপ করিবেক না। পুনঃ পুনঃ পাপ করিলে বুদ্ধি নাশ হয়॥ ১৪॥

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পাপ কর্ম পরিত্যাগ করিবেক। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা না থাকিলে পাপের উপর জয় লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে। পাপের মোহিনী শক্তি মনুষ্যকে সহসা বিমোহিত করে, পাপত্যাগের কঠোর প্রতিজ্ঞাও শিথিল করিয়া দেয়, বলপূর্বক মনুষ্যের হৃদয় আকর্ষণ করে। পাপানল হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইলে, তাহাতে বুদ্ধি বিবেক সকলই দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ঈশ্বরকে হৃদয়ে রাখিয়া দৃঢ়ব্রত হইবেক, তদ্ব্যতীত পাপত্যাগের প্রতিজ্ঞা কিছুতেই পরিপূর্ণ হইবে না॥ ১৪॥

বাক্য মন ও শরীরের সংযম

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

১২২

**নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত-লক্ষণম্ ॥ ১ ॥**

যো হি 'প্রশস্তানি' স্তুতিযোগ্যানি শুভানি কর্ম্মানি, 'নিষেবতে' করোতি, 'নিন্দিতানি' পুনঃ ন 'সেবতে'; যোঽপি 'অনাস্তিকঃ' নাস্তিক্যরহিতঃ, 'শ্রদ্দধানঃ' শ্রদ্ধাবান্, তস্য 'এতৎ পণ্ডিত-লক্ষণম্' ॥ ১ ॥

যিনি প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং গর্হিত কর্ম পরিত্যাগ করেন, এবং শ্রদ্ধাবান্ ও অনাস্তিক হয়েন; তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিলে হৃদয় প্রশস্ত হয়, এবং সৎকর্মে স্পৃহা ও অসৎকর্মে ঘৃণা, ধর্মের প্রতি আস্থা ও ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান উপার্জন করিয়া জ্ঞানবান হইবেক ॥ ১ ॥

১২৩

**একো ধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা।
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা ॥ ২ ॥**

'একঃ ধর্ম্মঃ' এব 'পরং' 'শ্রেয়ঃ' কল্যাণসাধনং। তথা, 'একা ক্ষমা উত্তমা শান্তিঃ; একা বিদ্যা' 'পরমা তৃপ্তিঃ' উত্তমতৃপ্তিহেতুঃ। 'একা অহিংসা' 'সুখাবহা' সুখম্ আবহতি ॥ ২০ ॥

ধর্মই এক মঙ্গল সাধন, ক্ষমাই এক উত্তম শান্তি, বিদ্যাই এক পরম তৃপ্তি, এবং অহিংসাই এক সুখের কারণ ॥ ২ ॥

ধর্ম ব্যতীত কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই; অতএব ধর্মপরায়ণ হইবেক। ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিবেক। বিদ্যাতে অনুরক্ত হইয়া তৃপ্তিসুখ উপভোগ করিবেক। কাহাকেও হিংসা না করিয়া সুখী হইবেক ॥ ২ ॥

১২৪

**শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়োনৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩ ॥**

'শুভাশুভফলং' সুখদুঃখফলকং, 'মনো-বাগ্-দেহসম্ভবং' মনোবাগ্-দেহসম্ভূতং, 'কর্ম্ম'। তথা হি 'নৃণাং' মনুষ্যাণাম্ 'উত্তমাধমমধ্যমাঃ গতয়ঃ' 'কর্ম্মজাঃ' কর্ম্মজন্যা এবং ভবন্তি ॥ ৩ ॥

মানসিক, বাচনিক, এবং শারীরিক এই তিন প্রকার কর্মেই শুভ এবং অশুভ ফল জন্মে। মনুষ্যদিগের উত্তম, মধ্যম, অধম, তিনপ্রকার কর্মজনিত গতি হয় ॥ ৩ ॥

চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার, বাক্যোচ্চারণ, ও শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মসকল, এই তিন হইতেই শুভ বা অশুভ ফল উৎপন্ন হয়। মন দ্বারাই হউক, বাক্য দ্বারাই হউক, আর শরীর দ্বারাই হউক, মনুষ্য যাহা কিছু করিবে, তাহার এক বিন্দুও বিফল হইবে না। একটা চিন্তাও বিফল হয় না, একটি বাক্যোচ্চারণও বিফল হয় না, একটি কর্মও বিফল হয় না। সকল হইতেই কিছু না কিছু শুভ বা অশুভ উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে প্রবেশ করে; আত্মা তদনুসারে উত্তম বা মধ্যম বা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। চিন্তাতে, বাক্যেতে বা কর্মেতে যে পরিমাণে পুণ্যাচরণ করিবে, সেই পরিমাণে আত্মাতে পবিত্রতা সঞ্চিত হইবে; এবং যে পরিমাণে পাপ করিবে, সেই পরিমাণে মলিনতা উৎপন্ন হইবে। অতএব কায়মনোবাক্যে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত থাকিবেক ॥ ৩ ॥

১২৫

**পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসাঽনিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥ ৪ ॥**

'পরদ্রব্যেষু অভিধ্যানং',—কথং পরধনম্ অন্যায়েন গৃহ্লামীত্যেবং সঙ্কল্পনম্। 'মনসা অনিষ্টচিন্তনং' লোকানাং; 'বিতথাভিনিবেশঃ',—নাস্তি পরলোকো, নাস্তি জগতো মূলম্ আত্মা, এবম্ অসন্মননং 'চ' সমুচ্চয়ার্থঃ। এতদুক্তং 'ত্রিবিধং' ত্রিপ্রকারং অশুভফলং, 'মানসং' মনোভবং, 'কর্ম্ম' ॥ ৪ ॥

পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্ট-চিন্তন, এবং

ঈশ্বরেতে ও পরকালেতে অবিশ্বাস এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণের কল্পনা করে, লোকের অনিষ্ট চিন্তা করে, এবং "ঈশ্বর নাই, "পরলোক নাই", "ধর্ম নাই", এইরূপ মনন করিতে থাকে, সে ব্যক্তি মনে মনে পাপকর্ম করে। মনে মনে পাপের সংকল্প ও আলোচনা করিলে তাহা মানসিক কুকর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়; কেন না তাহা কার্যেতে প্রকাশিত না হইলেও আত্মাকে কলুষিত করিয়া থাকে। যিনি পাপের দণ্ডদাতা, তিনি বাহিরের কার্যও দেখেন, অন্তরের ভাবও দেখেন ॥ ৪ ॥

১২৬

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥ ৫ ॥

'পারুষ্যম্' অপ্রিয়াভিধানম্. 'অনৃতম্' অসত্যভাষণং, 'চ এব', 'পৈশুন্যং চ অপি' পরোক্ষে পরদূষণকথনঞ্চাপি। 'অসম্বদ্ধ-প্রলাপঃ চ' নিষ্প্রয়োজন-বাগ্বিন্যাসশ্চ। 'সর্ব্বশঃ' এতদ্ এতৎ সর্ব্বং, 'চতুর্ব্বিধং' 'বাঙ্ময়ং' বাচিকম্, অশুভফলং কর্ম্ম 'স্যাৎ' ॥ ৫ ॥

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পর-নিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য, এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম ॥ ৫ ॥

মানসিক দোষের ন্যায় বাক্যের দোষ হইতেও নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অনিষ্ট মনুষ্যের আত্মাতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

১২৭

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ৬ ॥

'অদত্তানাম্ উপাদানম্' অন্যায়েন পরস্বগ্রহণং। 'হিংসা চ এব' 'অবিধানতঃ' অবিধিনা। 'পরদারোপসেবা চ' পরপত্নীগমনঞ্চ। ইত্যেবং 'ত্রিবিধং' 'শারীরং' শরীরভবম্, অশুভফলং কর্ম্ম 'স্মৃতম্' ভূতম্ ॥ ৬ ॥

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা, পরদার-সেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম ॥ ৬ ॥

শারীরিক কুকর্ম-সকল সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট উৎপন্ন করে। মানসিক কুকর্ম কেবল কুকর্মীর যন্ত্রণার কারণ হয়, শারীরিক কুকর্ম অন্যান্য ব্যক্তিরও ঘোরতর অপকার করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

১২৮

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৭ ॥

'এতৎ ত্রিদণ্ডং পূর্ব্বোক্তানাম্ এতেষাং শরীরবাঙ্মনসাং দমনত্রয়ং। 'মানবঃ সর্ব্বভূতেষু' 'নিক্ষিপ্য' কৃত্বা; আত্মনঃ 'কামক্রোধৌ তু সংযম্য'। 'ততঃ' তদনন্তরং, 'সিদ্ধিং' মোক্ষ-প্রাপ্তিলক্ষণাং, 'নিযচ্ছতি' লভতে ॥ ৭ ॥

সকল প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন ও বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া, এবং কাম ক্রোধকে সংযম করিয়া, মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

মন হইতে দোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য মনকে দমন করিবেক। যে সকল চিন্তা, কল্পনা ও কামনা দ্বারা মন কলুষিত হয়, তাহা উদিত হইবামাত্রই ঈশ্বর-চিন্তা ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায়সকল অবলম্বন করিয়া যত্ন পূর্বক উন্মূলিত করিবেক। বাক্যদোষ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য বাক্‌সংযম অভ্যাস করিবেক, হস্তপদাদি অঙ্গসকলকে মানসিক অসদ্ভাবের অনুসরণ করিতে দিবেক না ॥ ৭ ॥

১২৯

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥ ৮ ॥

পাপস্য প্রায়শ্চিত্তম্ আহ। 'পাপং হি কৃত্বা' অজ্ঞানবশাৎ মোহাদ্ বা; পশ্চাৎ 'সন্তপ্য' তৎকরণেন হেতুনা সন্তাপঃ কৃত্বা; 'তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে'। 'ন এবং পুনঃ' অহং 'কুর্য্যাং' করিষ্যামি, 'ইতি নিবৃত্ত্যা তু সঃ' 'পূয়তে' পূতো ভবতি ॥ ৮ ॥

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে সে মুক্ত

হয়। "এমত কর্ম আর করিব না", এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়॥ ৮॥

মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ বা শান্তি তিরোহিত হয়, এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ড ভোগ করিয়া অনুশোচনা করে, এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ডদান করেন। দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা, উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ড দানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল দেখিয়া ঈশ্বর তাহার পূর্বাপরাধ ক্ষমা করেন। তখন মনুষ্য যদি আর পাপাচরণ না করিয়া সৎপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে পুনর্বার তাহার আত্মাতে পবিত্রতা ও শান্তি বর্ষিত হইতে থাকে। অনুশোচনা এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন, প্রায়শ্চিত্তের এই দুই অঙ্গ। অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক, এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক, ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, পুণ্য কর্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক॥ ৮॥

ধর্মে মতি

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

১৩০

অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যোনিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে॥ ১॥

'যঃ হি নরঃ' 'অধার্ম্মিকঃ' অধর্ম্মেণ ব্যবহরতীতি। 'যস্য চ অপি' 'অনৃতং' মিথ্যাভিধানং, 'ধনং' ধনোপায়ঃ। 'যঃ চ নিত্যং হিংসারতঃ' পরেষাম্। 'ন অসৌ ইহ' লোকে, 'সুখম্ এধতে' সুখং যথা ভবতি তথা বর্দ্ধতে। তস্মাদ্ এতন্ন কর্ত্তব্যম্, ইতি নিন্দয়া নিষেধঃ কল্প্যতে॥ ১॥

যে মনুষ্য অধার্মিক, ও মিথ্যাকথন যাহার ধন লাভের উপায়, এবং যে ব্যক্তি সর্বদা পরহিংসায় রত, সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখে বর্দ্ধিত হয় না॥ ১॥

অধর্ম দ্বারা ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতাও লাভ করিবার কামনা করিবেক না। অধর্ম করিয়া কেহ ইহলোকেও সুখে থাকিতে পারে না। ইহলোকও ঈশ্বরের রাজ্য। তাঁহার ন্যায়দণ্ড ইহলোকেও সঞ্চরণ করিতেছে॥ ২॥

১৩১

ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্॥ ২॥

'ধর্ম্মেণ' 'সীদন্ অপি' অবসন্নোঽপি সন্, 'মনঃ' কদাপি 'অধর্ম্মে' 'ন নিবেশয়েৎ' ন সংযোজয়েৎ। 'অধার্ম্মিকাণাং' 'পাপানাং' পাপিনাম্, 'আশু' শীঘ্রঃ, 'বিপর্য্যয়ং পশ্যন্'॥ ২॥

ধর্ম-পথে থাকিয়া নিতান্ত অবসন্ন হইলেও অধার্মিক পাপীদিগের আশু বিপর্যয় দৃষ্টে অধর্মে মনোনিবেশ করিবেক না॥ ২॥

ধর্মপথে থাকিয়া কষ্ট ভোগ হইতেছে, শরীর ও মন অবসন্ন হইতেছে; এবং পাপকারী ব্যক্তি সহসা সুখসম্পদে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; ইহা দেখিয়া কদাপি ধর্মকে নিষ্ফল বলিয়া বিবেচনা করিবেক না, ও অধর্মাচরণে প্রবৃত্ত

হইবেক না। ধার্মিকের দীনহীন অবস্থার মধ্যে অমৃত ফল, ও পাপকারীর স্ফীত ভাবের মধ্যে সাংঘাতিক অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যথাযোগ্য কালে ধর্মপরায়ণ আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইবেন ও পাপী হাহাকার করিবে। অতএব প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া ধর্মপথে দণ্ডায়মান থাকিবেক ; এক পদও অধর্মপথে নিম্নগামী হইবেক না ॥ ২ ॥

১৩২

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ৩ ॥

তদ্ এব বাক্যান্তরেণ দৃঢ়য়তি। 'অধর্ম্মেণ' পরদ্রোহাদিনা, 'তাবৎ' আপাততঃ ; গ্রামধনাদিনা 'এধতে' বর্দ্ধতে। 'ততঃ' তেনৈব, 'ভদ্রাণি' বহুভৃত্যগবাশ্বাদীনি, 'পশ্যতি' লভতে। 'ততঃ' তদনন্তরং, 'সপত্নান্ জয়তি'। পশ্চাৎ কিয়তা কালেনাধর্ম্মপরিপাকবশাৎ 'সমূলঃ তু' মূলেনসহ, ধনাদি-সহিতঃ ; 'বিনশ্যতি' ॥ ৩ ॥

অধর্ম দ্বারা আপাততঃ বর্দ্ধিত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুদিগকে জয় করে ; পরে সমূলে বিনাশ পায় ॥ ৩ ॥

পাপীকে পাপের ফল এক দিন অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। পাপ দ্বারা মনুষ্য যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করে, সেই পরিমাণে দুর্গতি ভোগ করিবে। যে যত উচ্চ স্থানে উত্থিত হইতেছে, পতনের সময়ে তাহাকে তত আঘাত সহ্য করিতে হইবে। যেমন স্থানবিশেষের বায়ু সূর্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে চতুর্দিকের বায়ুরাশি আন্দোলিত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ করিতে আইসে, সেইরূপ ঈশ্বরের ধর্মরাজ্য এইরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে যে, কেহ তাহার কোন স্থানে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেই চতুর্দিক আন্দোলিত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই জন্য পাপী পাপাচার করিয়া চিরদিন জয় লাভ করিতে পারে না ; আপাততঃ তাহার যতই শ্রীবৃদ্ধি হউক, এক সময়ে তাহা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ও তাহার ঐশ্বর্যই কালফণী হইয়া তাহাকে দংশন করিতে থাকে। অতএব কদাপি সাংসারিক সুখলোভে পাপপথ আশ্রয় করিবেক না ; পরিপূর্ণ ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে প্রতিপালন করিবেক ॥ ৩ ॥

১৩৩

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥ ৪ ॥

'ধর্ম্মং' 'শনৈঃ' অল্পেনাল্পেন, 'সঞ্চিনুয়াৎ' সঞ্চিতং কুর্য্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। 'পুত্তিকাঃ' পিপীলিকা-প্রভেদাঃ, 'বল্মীকম্ ইব' মহান্তং মৃৎকুটম্ ইব। কিমর্থং ? 'পরলোক-সহায়ার্থং' পরলোকে সাহায্যনিমিত্তম্। কীদৃশেনোপায়েন ? 'সর্ব্ব-ভূতানি অপীড়য়ন্' ॥ ৪ ॥

কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া, পরলোকে সাহায্যলাভার্থে, পুত্তিকেরা যেরূপ বল্মীক প্রস্তুত করে, তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে ধর্মসঞ্চয় করিবেক ॥ ৪ ॥

পুত্তিকাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে ধর্ম সঞ্চয় করিবেক। তাহারা ক্ষুদ্র জীব হইয়া কেমন অল্পে অল্পে আশ্চর্য বল্মীক নির্মাণ করিয়া থাকে। সেইরূপ অল্পে অল্পে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক পুণ্য উপার্জন করিয়া পরলোকের সম্বল আহরণ করিবেক ॥ ৪ ॥

১৩৪

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ৫ ॥

'হি' যস্মাৎ, 'অমুত্র' পরলোকে, 'সহায়ার্থং' সাহায্য-কার্য্য সিদ্ধ্যর্থং। 'পিতা মাতা চ' তৌ, 'ন তিষ্ঠতঃ'। তথা 'পুত্রদারং' পুত্রাশ্চ দারাশ্চ তৎ ; 'ন' তিষ্ঠতি, 'ন জ্ঞাতিঃ'। 'ধর্ম্মঃ' তু, 'কেবলঃ' একঃ, 'তিষ্ঠতি'। অতস্তৎ-সঞ্চয়নে মহান্ যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৫ ॥

পরলোকে সহায়ের নিমিত্তে পিতা মাতা স্ত্রী, পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই থাকেন না ; কেবল ধর্মই থাকেন ॥ ৫ ॥

যখন মৃত্যু আসিয়া আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক করিবে, তখন পৃথিবীর কোন বন্ধু আর কিছুমাত্র সহায়তা করিতে সমর্থ হইবেন না। তখন কেবল ধর্মই সান্ত্বনা ও আরামের পথ প্রদর্শন করিবে। অতএব পিতা মাতা প্রভৃতি সমুদয় বন্ধু বান্ধব অপেক্ষা ধর্মকে অধিক বলিয়া জানিবেক ॥ ৫ ॥

১৩৫

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতম্ ॥ ৬ ॥

অপি চ, 'জন্তুঃ' প্রাণী, 'একঃ' এব 'প্রজায়তে' উৎপদ্যতে ; ন বান্ধবৈঃ সহ। 'একঃ এব' চ 'প্রলীয়তে' ম্রিয়তে। তথা, 'একঃ' 'সুকৃতং' পুণ্যফলম্ 'অনুভুঙ্‌ক্তে'। 'দুষ্কৃতং' দুরিতফলঞ্চ, 'এক এব তু' ভুঙ্‌ক্তে ; ন কেনাপি সহ। তস্মাৎ ধর্ম্মজ্ঞেন তু কেনাপি হেতুনা ধর্ম্মো ন হাতব্যঃ ॥ ৬ ॥

একাকী মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয় ; একাকীই স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করে, এবং একাকীই স্বীয় দুষ্কৃতি ফল ভোগ করে ॥ ৬ ॥

কাহারও অনুরোধে ধর্মকে পরিত্যাগ করিবেক না ; কোন কারণেই পাপাচরণ করিবেক না। যদি সমুদয়ই পরিত্যাগ করিয়া ধর্মকে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সমুদয়ই পরিত্যাগ করিবেক। কেন না, ধর্মহীন হইলে যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে উদ্ধার করিতে আর কেহই থাকিবে না, এবং তাহার সহভাগীও আর কেহই হইবে না। পাপপুণ্যের ফল মনুষ্য একাকীই ভোগ করিতে থাকিবেন ॥ ৬ ॥

১৩৬

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখাবান্ধবাযান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

যতশ্চ, 'মৃতং' মনঃপ্রাণাদিরহিতং, 'শরীরং', 'কাষ্ঠলোষ্টসমং' কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ, 'ক্ষিতৌ' ভূমৌ, 'উৎসৃজ্য' ত্যক্তা ; 'বিমুখাঃ' পরাঙ্মুখাঃ সন্তঃ, 'বান্ধবাঃ' 'যান্তি' গৃহান্ প্রতিগচ্ছন্তি। 'ধর্ম্মং' তু 'তম্' 'অনু' সহ 'গচ্ছতি' ॥ ৭ ॥

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠলোষ্টবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করেন। ধর্ম তাহার অনুগামী হয়েন ॥ ৭ ॥

ধর্মের তুল্য বন্ধু আর কেহই নাই। মৃত্যু হইলে পৃথিবীর সমুদয় বন্ধুগণ

মৃত শরীর শ্মশানে পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্ত হইবেন, আত্মা একাকী লোকান্তরে উপনীত হইয়া কেবল সঞ্চিত ধর্ম বলে সদ্গতি লাভ করিবে। এমত বন্ধুকে পরিত্যাগ করিবেক না ॥ ৭ ॥

১৩৭

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ৮ ॥

'তস্মাৎ' আত্মনঃ 'সহায়ার্থং, ধর্ম্মং নিত্যং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ'। 'হি' অবধারণে ; 'ধর্ম্মেণ' এব 'সহায়েন দুস্তরং' 'তমঃ' অজ্ঞানং, 'তরতি' অতিক্রামতি। অতিক্রম্য চ তদ্ অভয়ম্ অমৃতম্ অশোকম্ অনাদ্যনন্তং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপং পরমানন্দং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক। জীব ধর্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

ইহলোকে ধর্ম ব্যতিরেকে কে সুখী হইতে পারে ? পরলোকে ধর্ম ব্যতিরেকে আর কিসের দ্বারা জীব সান্ত্বনা লাভ করিবে ? ধর্ম ব্যতিরেকে মনুষ্যদিগের মনুষ্যত্ব আর কি প্রকারে উপার্জিত হইবে, এবং দেবগণের দেবত্বই বা আর কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে ? ধর্মই ধার্মিকের বল। ধর্মই পুরুষদিগের পৌরুষ, ধর্মই নারীগণের অলঙ্কার। ধর্মই সুখ লাভের উপায়, ধর্মই আত্মপ্রসাদের আকর, ধর্মই ব্রহ্মানন্দ লাভের হেতু। মনুষ্য কেবল ধর্মের সহায়তায় দুস্তর তিমিররাশি উত্তীর্ণ হইয়া, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরমানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত সমাগত হয়েন ॥ ৮ ॥

১৩৮

এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনম্।
এবমুপাসিতব্যমেবমুপাসিতব্যম্ ॥ ৯ ॥

'এষঃ' 'আদেশঃ' কর্ত্তব্যবিধিঃ ; 'এষঃ উপদেশঃ' শিক্ষাদানং ; 'এতৎ' 'অনুশাসনং' প্রমাণ-বচনম্। 'এবং' যথোক্তম্ 'উপাসিতব্যম্'। 'এবম্ উপাসিতব্যং' পুনর্ব্বচনং সমাপ্ত্যর্থম ॥ ৯ ॥

এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র। এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক ॥ ৯ ॥

মনের সহিত পরমেশ্বরকে প্রীতি করিবেক, এবং সংসারে থাকিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করিবেক। ইহাই তাঁহার পূজা। ইহাই মনুষ্যের কৃতার্থ হইবার উপায়। ইহা দ্বারাই পারত্রিক ও ঐহিক মঙ্গল লাভ হইবেক। ইহাই ব্রাহ্মধর্মের অনুজ্ঞা, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের শিক্ষাদান, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের প্রমাণ। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন ব্যতিরেকে জীবের গত্যন্তর নাই ॥ ৯ ॥

ওঁ ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবত্ববতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্।

আমি ঋত বলিব, আমি সত্য বলিব। সত্য আমাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য আমাকে রক্ষা করুন; সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন, সত্য বক্তাকে রক্ষা করুন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

সমাপ্তশ্চায়ং ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ নির্দেশ প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত সঙ্কেত

[দ্বিতীয় পরিশিষ্টে অত্রি, আপস্তম্ব, দক্ষ, যাজ্ঞবল্ক্য, বসিষ্ঠ, বিষ্ণু, ব্যাস, শঙ্খ, সংবর্ত ও হারীত সংহিতায় অধ্যায়-সংখ্যা ও শ্লোক-সংখ্যা, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেশিন প্রেসে ১৩১০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত 'ঊনবিংশতি সংহিতা' পুস্তকের সংখ্যা অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে।]

অত্রি =অত্রিসংহিতা। সংখ্যা=শ্লোক।

আত্মজী =শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,১৯২৭। সংখ্যা=পৃষ্ঠা।

আপ =আপস্তম্বসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

ঈশা =ঈশোপনিষদ্। সংখ্যা=মন্ত্র।

ঋ =ঋগ্বেদসংহিতা। সংখ্যা=মণ্ডল, সূক্ত, ঋক্।

ঐত =ঐতরেয়োপনিষদ্। সংখ্যা=অধ্যায়, খণ্ড, মন্ত্র।

কঠ =কঠোপনিষদ্। সংখ্যা=বল্লী, মন্ত্র।

কেন =কেনোপনিষদ্। সংখ্যা=খণ্ড, মন্ত্র।

কুলা =কুলার্ণব তন্ত্র। সংখ্যা=খণ্ড, উল্লাস, শ্লোক।

গীতা =শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

ছান্দো =ছান্দোগ্যোপনিষদ্। সংখ্যা=প্রপাঠক, খণ্ড, মন্ত্র।

তুঃ =তুলনীয়।

তৈত্তি =তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। সংখ্যা=বল্লী, অনুবাক্, মন্ত্র।

দক্ষ =দক্ষসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

ধর্মজী =ধর্মজীবন (শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশাবলী)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৩৩। দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২১ বাং। তৃতীয় সংস্করণ, ১৩২২ বাং। সংখ্যা=খণ্ড, পৃষ্ঠা।

প্রশ্ন =প্রশ্নোপনিষদ্। সংখ্যা=প্রশ্ন, মন্ত্র।

বৃহ =বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। সংখ্যা=অধ্যায়, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র।

ভবা ="প্রধান আচার্যের (১৭৮৫ ও ১৭৮৬ শকের) উপদেশ, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রকাশিত"। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৮০৮ শক। সংখ্যা=পৃষ্ঠা।

মত =“ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস।” (প্রধান আচার্যের ১৭৮১ ও ১৭৮২ শকের উপদেশ, ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত) কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৮০৮ শক। সংখ্যা=পৃষ্ঠা।

মনু =মনুসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

মহানি =মহানির্বাণ তন্ত্র। সংখ্যা=উল্লাস, শ্লোক।

মহাভা =মহাভারত, বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ, প্রতাপচন্দ্র রায়ের সংস্করণ। পর্বের নাম সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত। তাহার পরের সংখ্যা= অধ্যায়, শ্লোক।

মাণ্ডূ =মাণ্ডূক্যোপনিষদ্। সংখ্যা=মন্ত্র।

মুণ্ডক =মুণ্ডকোপনিষদ্। সংখ্যা=মুণ্ডক, খণ্ড, মন্ত্র।

যজু তৈ =যজুর্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা। সংখ্যা=কাণ্ড, প্রপাঠক, অনুবাক্, মন্ত্র।

যজু বা মা=যজুর্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা। সংখ্যা=অধ্যায়, মন্ত্র।

যাজ্ঞ =যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

বসিষ্ঠ =বসিষ্ঠসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

বিষ্ণু =বিষ্ণু সংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

ব্যাখ্যান =ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ, মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ, ও ব্যাখ্যানের পরিশিষ্ট,—এই অংশগুলির জন্য যথাক্রমে ১প্র, ২প্র, মাসিক, ও পরি, এই সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার পরের সংখ্যা=উপদেশের সংখ্যা; পত্রাঙ্ক নহে।

ব্যাস =ব্যাসসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

শঙ্খ =শঙ্খসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

শান্তিনি =শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বিশ্বভারতী সংস্করণ। ১ম খণ্ড, মাঘ ১৩৪১। দ্বিতীয় খণ্ড, বৈশাখ ১৩৪২।—সংখ্যা=খণ্ড, পৃষ্ঠা।

শ্বেতা =শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। সংখ্যা=অধ্যায়, মন্ত্র।

সং =সংখ্যক।

সংব =সংবর্তসংহিতা। সংখ্যা=শ্লোক।

হারীত =হারীতসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

Pers. =“Personality” Lectures delivered in America by Rabindranath Tagore. Macmillan & Co. Indian Edition, 1926. সংখ্যা=পৃষ্ঠা।

Sadh. “Sadhana.” The Realisation of Life. Rabindranath Tagore. Macmillan & Co. Indian Edition. 1920. সংখ্যা=পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিশিষ্ট, ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ রচনা

দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে নিজ নাম যুক্ত করেন নাই

এই পবিত্র গ্রন্থের রচনা বিষয়ক কিঞ্চিৎ বিবরণ এই পরিশিষ্টে প্রদান করিতে চেষ্টা করা হইবে। এই কার্যে "শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্ম-জীবনী" আমাদিগের প্রধান সম্বল।

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বচনগুলি যে দিন দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া গেলেন ও অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়া লইলেন, (আত্মজীবনী, ১৭৬ পৃষ্ঠা), তখন ১৮৪৮ সাল; দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩১ বৎসর। যখন তাৎপর্যাদির দ্বারা গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইল, তখন ১৮৬১ সাল; দেবেন্দ্রনাথের বয়স ৪৪ বৎসর। এ উভয় ঘটনা পরস্পর হইতে ১৩ বৎসর ব্যবহিত। দেবেন্দ্রনাথের প্রথম হিমালয় বাস (১৮৫৭, ১৮৫৮) এই কাল-ব্যবধানের অন্তর্গত।

আমরা ক্ষণপরেই দেখিতে পাইব যে, ১৮৪৮ সালে এই গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ ১১ বৎসরে (১৮৩৭—১৮৪৮) তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেও তাঁহার ১৩ বৎসর ব্যয়িত হইল। এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পরম শ্রদ্ধাসমন্বিত সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা যে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল, দেখা যায় যে তাহাতে তিনি কুত্রাপি আপনার নাম যুক্ত করেন নাই। রচয়িতা সঙ্কলয়িতা কিম্বা সম্পাদক, কোন ভাবেই ইহাতে তিনি আপনার নামের উল্লেখ করেন নাই।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে স্বীয় চিন্তা ও পরিশ্রমের স্মৃতিকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া এই পবিত্র অনুভূতিটিই সর্বদা জাগরূক থাকিত যে, "ব্রাহ্মধর্মের শাশ্বত সত্যসকল ঈশ্বর করুণা করিয়া আমার হৃদয়ে উচ্ছসিত করিয়াছেন, ও তাহাই এ গ্রন্থে ধৃত হইয়াছে।" (আত্মজী ১৭৬—১৭৯)। তিনি এ গ্রন্থে আপনার হস্ত অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রেরণা এত অধিক অনুভব করিতেন, এবং সেই কারণে এ গ্রন্থখানিকে এরূপ সম্ভ্রমের চক্ষে দর্শন করিতেন যে, ইহাতে নিজ নাম যোজনা করিতে তাঁহার চিত্ত সঙ্কুচিত হইত। এমন কি, আজীবন যতবার তিনি এই গ্রন্থের কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রত্যেক বারই

লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে এরূপ আছে"; কখনও লিখেন নাই "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে আমি এরূপ বলিয়াছি।"

এ সংস্করণে তাঁহার এই ভাব অনুসরণ করা হইল; আখ্যাপত্র প্রভৃতিতে তাঁহার নাম যুক্ত করা হইল না।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভূতি

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই যে, ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই তাঁহার হৃদয়ে এই ধর্ম প্রচার করিবার জন্য ও এই ধর্মাশ্রিত লোকদিগকে মণ্ডলীবদ্ধ করিবার জন্য একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইল। তাহার ফলে, তিনি (১) নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন; (২) তাহাদিগের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ হইবে ও তাহাদিগকে নিত্য উৎসাহিত রাখিবে বলিয়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রবর্তিত করিলেন; (৩) ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার পদ্ধতি রচনা করিয়া দিলেন; এবং (৪) সকল ব্রাহ্ম ও সকল ব্রাহ্মসমাজ যাহা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিবেন, এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলেন।

প্রথমে তাঁহার আশা হইয়াছিল যে উপনিষদই এইরূপ গ্রন্থ হইবে। কিন্তু ১৮৪৭ সালে কাশীতে গমন করিয়া ও বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, যে উপনিষদকে অনেক বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও উচ্চ উপদেশের আধার বলিয়া তিনি এত শ্রদ্ধা করেন, তাহার সর্বাংশ একরূপ নহে; তাহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য কথা এবং অসার জল্পনাও অনেক আছে।

ইহাতে প্রথমে তাঁহার মনে বড় দুঃখ হইল। পরে নিজেই চিন্তা করিয়া দেখিলেন, দুঃখ করা উচিত নয়। তিনি লিখিতেছেন, "এই উপনিষদ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমগ্র উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না; খনির অসার প্রস্তরখণ্ড-সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।" (আত্মজী ১৮০)।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আমার এখন ভাবনা হইল যে, ব্রাহ্মদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র পুরাণ বেদান্ত উপনিষদ্ কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে"; এবং "ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্মগ্রন্থ চাই।" (আত্মজী ১৭৫।

'বীজমন্ত্র' অর্থে দেবেন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্য প্রকাশক সংক্ষিপ্ত অথচ সরল বাক্য। ঈশ্বরের আলোকে এরূপ বীজমন্ত্র তিনি যাহা অনুভব করিলেন, ১৮৪৮ সালে তাহা সংস্কৃত ভাষায় সরল ও সুললিত বাক্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তাহাই প্রথমে 'ধর্মবীজ' ও পরে 'ব্রাহ্মধর্মবীজ' নামে পরিচিত হইল। এবং সেই বৎসরই তিনি একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; ক্রমে তাহাই 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এই ধর্মগ্রন্থে কি কি থাকিবে? প্রথমতঃ, যাহা সকল ব্রাহ্মই আপনাদের ধর্মের মূল সত্য বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিবেন, এবং যাহার সহিত মিলাইয়া ধর্মসম্বন্ধীয় অবান্তর প্রশ্নসকলের মীমাংসা করিবেন, এমন সকল মূল সত্য। দ্বিতীয়তঃ, যাহা উপাসনাকালে নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও মনন করিয়া ব্রাহ্মদিগের চিত্তে বিমল জ্ঞান, ঈশ্বরভক্তি ও সাধুভাব উজ্জ্বল থাকিবে, এমন সকল তত্ত্ব ও উপদেশ। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মধর্মবীজে' সেই মূল সত্য, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে সেই তত্ত্ব ও উপদেশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি উপনিষদ নহে, —সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি, রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক অবলম্বিত ধর্মপ্রচারের প্রণালী, এবং স্ব-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে প্রণিধান-যোগ্য। এই বক্তৃতা দানের সময়ে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের সমুদয় অংশ রচিত ও সংশোধিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ (বর্তমান আকারে) তখনও মুদ্রিত হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, —"যদিও তিনি [রামমোহন রায়] জানিতেন, ধর্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া

সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন।...রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে, তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা। কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল উপস্থিত হইল; ক্রমে বেদের দোষসকল পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাই সংকলন করা। এই জন্য দুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল।...যে ধর্ম সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম হইতে যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া, ও কার্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই। ভারতবর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি। ভারতবর্ষ ব্যতীত এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে নাই।"

এই গ্রন্থেরও ভিত্তি উপনিষদ নহে,—দেবেন্দ্রনাথের স্বানুভূতি। তবে তিনি প্রথম খণ্ডে উপনিষদের মন্ত্র কেন গ্রহণ করিলেন?

উপরে উদ্ধৃত উক্তি হইতে পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ভিত্তি উপনিষদ নহে; তাহা সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনার পূর্বে আনুমানিক এগারো বৎসর কাল (১৮৩৭—১৮৪৮) দেবেন্দ্রনাথ এই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বীয় ধর্মচিন্তাসকলকে একটি শৃঙ্খলায় সজ্জিত করিয়া লইতেছিলেন। সেই চিন্তা-ক্রমই 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে অনুসৃত হইয়াছে। অথচ দেখিতে পাই, 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপনিষদের বচনসকলই সঙ্কলিত; দেবেন্দ্রনাথ সে খণ্ডের নামও দিয়াছেন 'উপনিষৎ'। ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ কি দেবেন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষায় প্রীতি? তাহা নহে।

দেবেন্দ্রনাথের এবং তাঁহার কোন কোন সহচরের সংস্কৃত ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ এবং ঐ ভাষায় রচিত শাস্ত্রগ্রন্থে গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃত ভাষা তাঁহারা যে কত ভালবাসিতেন, এবং সুললিত সংস্কৃত ভাষা তাঁহাদের লেখনী হইতে যে কত সহজে নিঃসৃত হইত, তাহার বহু প্রমাণ আছে। একবার

তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র ইতিবৃত্ত প্রণয়নের কল্পনা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, দেবেন্দ্রনাথ-রচিত "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এবং "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্", এই প্রসিদ্ধ বাক্যদ্বয়ই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর একটি পরিচয় সম্প্রতি (১৯৩৬) আমাদের হস্তগত হইয়াছে; পূর্বোল্লিখিত "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামক বক্তৃতাটির আদ্যন্ত সুললিত সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ (পাণ্ডুলিপি) দেবেন্দ্রনাথের ভবন হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব, নিজ মনোমত সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া, নিজ চিন্তার পর্যায় অনুসরণ করিয়া, নিজের রচিত সংস্কৃত বাক্যে একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে তিনি চিন্তা-ক্রম রাখিলেন নিজের, কিন্তু ভাষা ব্যবহার করিলেন উপনিষদের। ইহার কারণ আছে।

ঐ এগারো বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ভিত্তি ও পর্যায় উপনিষদের সহিত না মিলিলেও, তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে উপনিষদসকল অধ্যয়ন করেন। ধর্মজীবনের উন্মেষকালে যখন তিনি ধর্মজ্ঞান লাভের জন্য অতিশয় ব্যাকুল, অথচ কেবল চিন্তা দ্বারা যখন তাঁহার মনের সংশয় দূর হইতেছে না, সেই অন্ধকারের ভিতরে তিনি উপনিষদুক্ত 'ঈশা বাস্যম্' মন্ত্রটি হইতেই প্রথম আলোক-রশ্মি প্রাপ্ত হন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৩৭ সালের ঘটনা। ক্রমে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে উপনিষদ অধ্যয়ন করিতে করিতে কেবল উপনিষদের বচনসকলের সঙ্গে নয়, কিন্তু উপনিষৎকার ঋষিগণের সঙ্গেও যেন তাঁহার হৃদয়ের গভীর যোগ স্থাপিত হইয়া গেল। তাঁহার চিন্তা ও যুক্তির ক্রম উপনিষদের সঙ্গে মিলিল না বটে; কিন্তু চিন্তা ও যুক্তিকেই সত্যলাভের একমাত্র পথ বলিয়া তিনি মনে করিলেন না। মুণ্ডক উপনিষদের যে মন্ত্রটি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ৪৭ সংখ্যক বচনরূপে ধৃত হইয়াছে, তদনুসরণে তিনি বিশ্বাস করিলেন যে, যে-সাধক জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে ধ্যায়মান হন, তাঁহার চিত্তে ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে (অর্থাৎ যুক্তির পথ দিয়া না গেলেও) পবিত্র সত্যসকল প্রকাশ করেন। আত্মজীবনীতে তিনি বলিতেছেন, (১৪৩ পৃঃ) "ঋষিরা···স্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে জ্ঞানময় তপঃসাধনে রত হইলেন। তখন দেব দেবপরমদেবতা সেই একাগ্রমনা স্থির-বুদ্ধি ঋষিদিগের নির্মল হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া, মন ও বুদ্ধির অতীত সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন।"

প্রথম জীবনে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঋষিদিগের এই অপরোক্ষানুভূতির অধিকারী হন নাই, যখন তিনি নিজ সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত-মালা গ্রথিত করিতেছিলেন, তখন নিজের এক একটি সিদ্ধান্তের সহিত উপনিষদের ঋষিবাক্যের মিল দেখিয়া পুলকিত ও আশ্বস্ত হইয়া তিনি বলিতেছিলেন, "এ আমার নিজের দুর্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ! সে ঋষি কি ধন্য, যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল!" (আত্মজী ৬১)

এই ভাবে এগারো বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা ও অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। এই এগারো বৎসরে দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে যুগপৎ দুইটি ধারা প্রবাহিত ছিল। চিন্তা ও যুক্তির ধারায় সহায় ছিলেন য়ুরোপীয় দার্শনিকগণ; ধর্মানুভূতির ধারায় সহায় ছিলেন উপনিষদের ঋষিগণ। দার্শনিকগণের ঋণ দেবেন্দ্রনাথ চিরদিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের একান্ত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আলিঙ্গন করিয়াছিল ঋষিগণকে। ইহার ফল এই হইল যে, নিজের কোন চিন্তা উপনিষদে প্রতিবিম্বিত না দেখিলে তিনি সুখী হইতেন না; নিজের কোন বাণী উপনিষদের ভাষায় বলিতে না পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। এইজন্য যখন 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ (অর্থাৎ তাহার প্রথম খণ্ড) রচনার সঙ্কল্প তাঁহার মনে উদিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিও তাঁহার অন্তরে নিরূপিত হইয়া গেল যে এই গ্রন্থে আমার কথা বলিব, এবং তাহা আমার চিন্তা-ক্রম অনুসরণ করিয়াই বলিব; কিন্তু তাহা উপনিষদের ঋষিগণের ভাষাতে বলিব, স্ব-রচিত নূতন বাক্যাবলীর দ্বারা নয়। (আত্মজীবনীর ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপনিষদের বাক্য-সকলের নূতন বিন্যাস

কিরূপে দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে আপনার চিন্তা ও চিন্তা-পর্যায় অব্যাহত রাখিয়া, তাহা প্রাচীন উপনিষদের ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছিল?

পূর্বোল্লিখিত এগারো বৎসর কালের মধ্যে উপনিষদের যে সকল মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ তাঁহার চিন্তাধারার সহিত ঐক্যহেতু তাঁহার অতি প্রিয় হইয়া উঠিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তরে তাঁহার চিন্তা-লব্ধ পর্যায়ে সজ্জিত হইয়া যাইতে লাগিল। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনার বহু পূর্ব হইতেই অনেক উপনিষদ্-মন্ত্র ও মন্ত্রাংশ তাঁহার অন্তরে এইরূপ নব শৃঙ্খলায় সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত ছিল। সে

সকল ঐ শৃঙ্খলায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিত্য জপের বস্তু হইয়াছিল। ইহার ফল 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থে কয়েকটি এমন বচন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত নানা বিচ্ছিন্ন মন্ত্রাংশের সমাবেশ; কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন অংশসকল ভাবে ও ভাষায় এমন চমৎকাররূপে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের সমবায়ে রচিত সমগ্র রচন এখনও আমাদের মনের তারে একটি অখণ্ড বাক্যের ন্যায় এক ভাবে ও এক স্বরেই স্পর্শ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের এই তিনটি অংশের উল্লেখ করা যায় :—(১) ১০৯ সংখ্যক বচনের অন্তর্গত "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" এই প্রার্থনাটি। (২) ১৫৬ সংখ্যক বচন, "যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ, সর্বানুভূঃ; যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ; তম্ এব বিদিত্বাতিমৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। (৩) "ওঁ পিতা নোঽসি" প্রভৃতি ত্রিমন্ত্রাত্মক অর্চনা। ইহার প্রত্যেকটি এদেশে এখন প্রসিদ্ধ; ইহার প্রত্যেকটিকে বর্তমান যুগের মানুষের মন অখণ্ড পূজা-মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। উপনিষদের তত্ত্ব-শৈলমালার কয়েকটি ভগ্ন খণ্ড যেন দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার ও সাধনার প্রবল প্রবাহে পতিত হইয়া দীর্ঘকাল তদ্দ্বারা আলোড়িত ও সুবিন্যস্ত হইয়া, তাঁহার চিন্তার ও ভাবের রস-সংযোগে একত্র গ্রথিত হইয়া, একটি সুদৃঢ় ও সুমসৃণ অখণ্ড প্রস্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপে তাঁহার দ্বারা নূতন মন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ঐ সকল মন্ত্রকে পুনরায় খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিলেই বর্তমান যুগের মানুষের কাছে বিসদৃশ মনে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে উপনিষদ্-বাক্যসকল এত বৎসর ধরিয়া সজ্জিত ও গ্রথিত হইয়া বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনার দিনে "তিন ঘণ্টার মধ্যে" "নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে" তিনি প্রথম খণ্ডের বচনগুলি বলিতে পারিলেন। (আত্মজী ১৭৬, ১৭৮)।

প্রথম খণ্ড দেবেন্দ্রনাথ কৃত সঙ্কলন-গ্রন্থ মাত্র নহে; তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত নূতন 'ব্রাহ্মী উপনিষৎ'

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনার পশ্চাতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এগারো বৎসরের গভীর ও ব্যাকুল ধর্মসাধনা বিদ্যমান। এই রচনা কার্য প্রসঙ্গে তাঁহার আত্মজীবনীতে (১৭৯ পৃঃ) এই সকল কথা আছে :—"কে আমার হৃদয়ে এই সত্য-সকল প্রেরণ করিলেন? 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'···সেই জাগ্রৎ জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য।"

বুদ্ধির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা ঊর্ধ্বে স্থিত যে-অপরোক্ষানুভূতির জন্য দেবেন্দ্রনাথ পূর্বাবধি উপনিষৎকার ঋষিগণকে এত শ্রদ্ধা করিতেন, সেই অপরোক্ষানুভূতির ভূমিতে এ সময়ে তিনি স্বয়ং পঁহুছিয়াছিলেন।

এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বচনসকলকে স্বস্থান হইতে ছিন্ন করিয়া আপনার মনোমত ভাবে পুনর্গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সাহিত্যিক বিচার-পদ্ধতির দ্বারা বিচার করা সম্ভব নহে। তিনি এস্থলে গ্রন্থ-রচয়িতা বা সঙ্কলয়িতা মাত্র নহেন; তিনি সাধক, তিনি ঋষি। তিনি অগ্রে এইরূপ এক একটি বিমিশ্র বচনকে আপনার চিন্তাধারার মধ্যে এক ও অখণ্ড বচনরূপে দীর্ঘকাল ধারণ করিয়াছেন; এবং সেই দীর্ঘকালের অন্তে তাহাকে **আপনার** উক্তি বলিয়া (উপনিষৎকার ঋষির বচন বলিয়া নয়) 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই কারণেই তিনি এ গ্রন্থের কুত্রাপি কোনও শ্লোকের মূল নির্দেশ করেন নাই। বচনগুলি এই গ্রন্থে ধৃত হইবার পর আর প্রাচীন উপনিষদের মন্ত্ররূপে পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত হইবে না, তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত নূতন 'ব্রাহ্মী উপনিষদের' বচনরূপেই উপস্থিত হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল।

তাঁহার অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া আমরাও বর্তমান সংস্করণে রচনাবলীর মূল গ্রন্থমধ্যে নির্দেশ করিলাম না। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সেই মূল-নির্দেশক যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহা দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কত পরিশ্রম পূর্বক, কত গ্রন্থ হইতে দেবেন্দ্রনাথ বচনসকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের স্থান

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় (৩১৯, ৩২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আশাতীত রূপে পূর্ণ হইল। সমুদয় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা-কালে ইহা পঠিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যাঁহাদের যোগ ছিল, তাঁহাদের নিকটে, এবং তদ্বহির্ভূত অন্য অনেক লোকের নিকটে, ইহা পরম সমাদরের সামগ্রী

হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্ম হইতে হইলে কিরূপ মানুষ হইতে হয়, তদ্বিষয়ে সাধারণের মনে যে সকল ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক ধারণা ছিল, এই গ্রন্থের পবিত্র বচন ও উপদেশসকলের দ্বারা তাহা দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ধারণা উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ ইহার বচন অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজের আচার্যগণ ইহার বাক্য অবলম্বন করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। পরস্পরকে উপহার দিবার জন্য সুধীসমাজে ইহা আদরণীয় গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইল। স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এই পুস্তকের বহু খণ্ড বিতরণ করিলেন। পূর্বে বেদ অধ্যয়নের জন্য ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত; ১৮৫২ সালের জানুয়ারী মাসে দেখিতে পাই, ১২।১৩ জন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথের নিকটে এই গ্রন্থই অধ্যয়ন করিতেছেন; তন্মধ্যে কয়েক জন বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রও রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের 'উপাচার্য' প্রস্তুত করিবার জন্যও দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন লোককে এই পুস্তকের অন্তর্গত (স্বাধ্যায় সমেত) 'ব্রহ্মোপাসনা' অংশ বিশুদ্ধ স্বরে পাঠ করিবার শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ তাঁহার মনোমত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাহাকেও 'উপাচার্য' পদে নিযুক্ত করিতেন না।

এইরূপে এই গ্রন্থ প্রচারের ফলে সে যুগে ব্রাহ্মসমাজের জীবন অনেক অধিক সতেজ হইয়া উঠিল। উৎসবাদি সরস হইতে লাগিল এবং ব্রাহ্মসমাজের সংখ্যা ও ব্রাহ্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আচার্যপদে বরণ করিবার সময় দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"এই 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না।"

সে যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ দান করিতেন, সকলেই এই গ্রন্থের বচন অবলম্বনে তাহা করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এক সময়ে সেরূপ করিয়াছিলেন।

স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬০ সালের ২৫শে জুলাই হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে এই গ্রন্থের বচন অবলম্বনে কয়েকটি অমৃতময় ব্যাখ্যান দান করেন; তাহাই পরে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামে গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যখন তিনি উপদেশ দান করিতেন, তখনও

অধিকাংশ সময়ে, হয় এই গ্রন্থের বচন, নয় উপনিষদের অন্য কোন বচন অবলম্বনে তাহা করিতেন। ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তাঁহার প্রদত্ত উপদেশাবলীতেও এই গ্রন্থের বচনের ব্যাখ্যা আছে।

পরবর্তী কালে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী অনেক সময়ে এই গ্রন্থের এক একটি বচন বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপদেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার ১৮৯৫ হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে প্রদত্ত যে সকল উপদেশ 'ধর্মজীবন' নামক তিন খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের কোন না কোন বচনের ব্যাখ্যা।

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শান্তিনিকেতন' নামে প্রকাশিত উপদেশাবলীতে, 'Sadhana' ও 'Personality' নামে প্রকাশিত ইংরাজী প্রবন্ধমালায় এ গ্রন্থের অনেক বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহর্ষির, আচার্য শিবনাথের ও রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল পুস্তকে যে যে স্থানে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রভৃতি আছে, তাহা এই সংস্করণের 'ব্যাখ্যা-সূচী' নামক তৃতীয় পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইল।

এইরূপে এই গ্রন্থের অমৃতোপম বচনসকলের অধ্যয়ন ও মননের ধারাটি এ দেশে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতেও বহুকাল প্রবাহিত থাকিবে।

প্রাচীন উপনিষৎকার ঋষিগণের ভাবধারা এবং এ যুগের পরম-ঋষি দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারা উভয়ের সম্মিলন হেতু এ গ্রন্থ আমাদের কাছে অতি পবিত্র। হিমালয়ের যে প্রদেশ হইতে সমভূমির ওষধি ও গিরিপৃষ্ঠের বনস্পতি যুগপৎ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং অপর যে-প্রদেশ হইতে দৃষ্ট হয় যে তুষারময় শ্বেত পর্বত সকল হইতে নিঃসৃত হইয়া একদিকে পূর্বগামিনী ব্রহ্মপুত্র-ধারা ও অপর দিকে পশ্চিমগামিনী সিন্ধু-ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিল, সেই সকল স্থানের ছবি, এবং তথায় সেই অক্ষর পুরুষের মননে নিমগ্ন ঋষিদিগের ছবি, এই গ্রন্থ পাঠ কালে আমাদের মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; আবার, সেই পুণ্য-ভূমি ঋষি-ভূমি হিমালয়ে বিচরণশীল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মানুভূতিতে দীপ্ত মুখশ্রীও আমাদের মনশ্চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এ গ্রন্থ আমাদের অন্তরে শুধু পবিত্র সত্য সকলেরই স্পর্শ দান করে না; ধর্মাগ্নিতে প্রদীপ্ত এক জন মানুষের প্রাণের তপ্ত স্পর্শও যেন প্রদান করে। সেই স্পর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পাঠ করিলেই ইহার পাঠ সার্থক হয়।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন বচনে যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

চরিত্রের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ৪৯ সংখ্যক বচনের স্বীয় যশ ও পৌরুষ গোপনে রাখা; ৭৬ সংখ্যক বচনের তিতিক্ষা, ধর্মে নিত্য দৃঢ়তা ও সকল মানুষের 'যথার্থ প্রতিপূজা'; ৯৭ সংখ্যক বচনের বিপদে অব্যথিত, নিত্য উদ্যোগী ও অপ্রমত্ত প্রকৃতি,—এ সকল যেন দেবেন্দ্রনাথেরই চরিত্রের ছবি।

বর্তমান সংস্করণে বচনাবলীর মূল নির্দেশের উদ্দেশ্য

দেবেন্দ্রনাথ সঙ্কলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থখানি টীকা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার পর এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইল যে, সে যুগে বঙ্গদেশের বহু লোক ইহারই সাহায্যে উপনিষদের স্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূল উপনিষদ তখন দুষ্প্রাপ্য ছিল। যাহাদের কোনও প্রসঙ্গক্রমে উপনিষদ্-বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া (৩৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থ হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিতেন। ইহার ফলে কখনও কখনও এমন হইত যে, 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের বিমিশ্র বচনসকলকে মূল উপনিষদের অবিকল বচন বলিয়া লোকে ভুল করিত।

কিন্তু এখন দেশে উপনিষদ-চর্চা-ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। মূল উপনিষদ সকলকে টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে সহজবোধ্য করিয়া অনেকে প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত সংস্করণ হইতে অনেক পাঠক মূল উপনিষদের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। বর্তমান কালে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়ে আনুষঙ্গিক রূপে মূল উপনিষদের স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব। এই ভাবে পাঠ করিলে এ গ্রন্থ অধ্যয়নের বিমল আনন্দ যে কত বর্দ্ধিত হয়, পূর্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।* এই ভাবে পাঠ করিবার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে বলিয়া বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে ধৃত বচনাবলীর মূল নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

---

* এই ভাবে মূল উপনিষদের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া সমগ্র 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-সংসৃষ্ট সাধনাশ্রমের একটি পাঠ-গোষ্ঠীতে একবার পাঠ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে 'ব্রাহ্মধর্মবীজ' হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চদশ বচন পর্যন্ত, সেই পাঠের তাবৎ প্রসঙ্গ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার এই কয় সংখ্যায় মুদ্রিত আছে :—১৮৪৫ শকের ১লা অগ্রহায়ণ, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১লা পৌষ, ১৬ই পৌষ ; ১৮৪৬ শকের ১লা বৈশাখ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১লা আষাঢ়, ১৬ই আষাঢ় ১৬ই শ্রাবণ, ১৬ই ভাদ্র, ১৮৪৭ শকের ১লা ভাদ্র, ১৬ই ভাদ্র, ১লা আশ্বিন, ১৬ই আশ্বিন, ও ১লা অগ্রহায়ণ।

'উপনিষৎ' নামক প্রথম খণ্ডের সমস্ত বচনের মূল, এবং 'অনুশাসন' নামক দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকটি ব্যতীত সমুদয় বচনের মূল তথায় নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের রচনা ও যোজনা

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ('উপনিষৎ') ১৮৪৮ সালে নানা উপনিষদ হইতে, এবং দ্বিতীয় খণ্ড ('অনুশাসন') ১৮৪৯ সালে মহাভারত, মনুসংহিতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হয়। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত অন্বয়মুখীন টীকা সহ এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। টীকা সম্ভবতঃ কোনও পণ্ডিত কর্তৃক দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে লিখিত।

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যেক শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও তৎসহ একটি ক্ষুদ্র ব্যাখ্যান ('তাৎপর্য') প্রকাশিত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। এ কার্যে তিনি প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্তের কিছু কিছু সাহায্য ও পরে রাজনারায়ণ বসুর প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ সালের মে মাসের একখানি পত্রে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের শ্লোকগুলির নীচে বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য লিখিয়া মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর নিকটে তাঁহার "অবলোকন ও সংশোধনের" নিমিত্ত প্রেরণ করেন। এই পত্রে প্রথম উদ্যমে লিখিত যে 'ব্যাখ্যান' (পরে 'তাৎপর্য' নামে পরিচিত) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেক বর্দ্ধিত ও শোধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। রাজনারায়ণ বসু-কৃত সংশোধনে দেবেন্দ্রনাথ এত প্রীত হন যে, অতঃপর প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্য লইয়া প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য সম্পূর্ণ করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের বচনসকলের সঙ্কলনে ও তাহার তাৎপর্য রচনায় প্রধানতঃ পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করেন।

কিন্তু কি সংস্কৃত টীকা, কি বঙ্গানুবাদ, কি তাৎপর্য, সবই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং পুনঃ পুনঃ সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া সম্পূর্ণ নিজের মনোমত করিয়া লইতেন ; নতুবা তাঁহার তৃপ্তি হইত না। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে অন্যের হাত আছে বটে, কিন্তু ইহার কল্পনা, শৃঙ্খলা, ভাব, ব্যাখ্যা ও অধিকাংশ স্থানে ভাষা পর্যন্ত, স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথেরই।

১৮৫৪ সালের মার্চ (১৭৭৫ শকের চৈত্র) মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের শ্লোক ও তৎসহ বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সালে মে (১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ) মাসে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে 'তাৎপর্য' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'তাৎপর্য'-যুক্ত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ ইতঃপূর্বেই মুদ্রিত

হইয়াছিল। (পরিশিষ্টের ২৩৩, ২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখন সেই 'তাৎপর্য' পুনঃ সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

ইহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত এ গ্রন্থে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন হয় নাই। ১৮৮৩ সালে মসুরী পর্বতে বাসকালে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডে (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" প্রভৃতি বচনটি যুক্ত করেন। (এই পরিশিষ্টের ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫ পৃষ্ঠা এবং আত্মজীবনীর ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইহাই দেবেন্দ্রনাথের হস্তে এ গ্রন্থের শেষ সংস্কার।

দেবেন্দ্রনাথ কেমন ধীরে ধীরে, এবং প্রত্যেকটি বস্তু কেমন নিখুঁত করিয়া তাঁহার এক একটি কার্য সমাপন করিতেন; 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ

১। এই গ্রন্থের প্রাচীনতম যে সংস্করণ আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে তাহা বেহালানিবাসী স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত। কিন্তু সেটি সর্বপ্রথম সংস্করণ কি না, তাহা বলা কঠিন; কারণ, তাহার আখ্যাপত্রে বেচারামবাবুর পুত্র স্বর্গীয় চিন্তামণিবাবু লিখিয়া রাখিয়াছেন "First Edition, Bengali and Sanskrit, 1849—50"। এই পুস্তকখানির কাগজ ও ছাপা অতি পুরাতন। কিন্তু ইহার মুদ্রণাব্দ ১৯০৭ সংবৎ (=১৪ মার্চ ১৮৫০ হইতে ১ এপ্রিল ১৮৫১); এবং ইহা কেবল সংস্কৃত ভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত; "Bengali and Sanskrit" নয়। এজন্য এটি প্রথম সংস্করণ না হইতে পারে।* এখন এই পুস্তকের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

ইহাতে কেবল মূল ও সংস্কৃত টীকা আছে। ইহার আকার ৭´´×৪´´; পত্রসংখ্যা ১২৬+১২। আখ্যাপত্রে আছে, "কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিতঃ, সংবৎ ১৯০৭।"

ইহার বিষয়-সন্নিবেশ এইরূপ:—প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (১—১২৬

* ইহা যে সর্ব প্রথম সংস্করণ নয়, তাহা ১৩৫৫ সালের তত্ত্বকৌমুদীতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঐ সালের ১লা বৈশাখের, ১৬ই জ্যৈষ্ঠের, ১লা আষাঢ়ের ১লা ও ১৬ই শ্রাবণের, ১লা ও ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদী দ্রষ্টব্য।

সর্বপ্রথম সংস্করণ সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাংলা অক্ষরে। ১৭৭২ সালের ১লা আশ্বিন প্রকাশিত হয়। তাহার বিবরণ পরিশিষ্টের শেষে অতিরিক্ত পরিশিষ্টরূপে দেওয়া গেল।

পৃঃ)। ইহার পর 'ধর্মবীজম্'; 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা'; 'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থ-শ্লোকাঃ'; 'অথ সঙ্ক্ষেপব্রহ্মোপাসনা-প্রকরণম্'; 'প্রাতঃস্মর্তব্যম্'। (এ সকলের পত্রাঙ্ক, পুনরায় ১ হইতে গণনা করিয়া ১২ পর্যন্ত)।

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমুদয় বচন একটানা ভাবে মুদ্রিত; সংখ্যা করা নাই। টীকাতে মূলের শব্দ ও ব্যাখ্যার শব্দ কোনও রূপে পৃথক করা নাই। বর্তমান 'শান্তিপাঠ'গুলি যোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডে (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইত্যাদি বচনটি তখনও যোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক 'উক্তা ত উপনিষৎ' ইত্যাদি (বর্তমান ১৫৭ সংখ্যক) বচনের পরিবর্তে, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড উভয়ের সমাপ্তিসূচক একই বচন ('এষ আদেশঃ' ইত্যাদি, বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ সংখ্যক) বচন রহিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথমে ১৭টি অধ্যায় ছিল। প্রথমে যে চতুর্থ অধ্যায় ছিল, তাহা পরে বর্জিত হয় (আত্মজী ১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। সেই অধ্যায়ে ৬টি শ্লোক ছিল; তাহার বিষয় ছিল, আহার পান প্রভৃতিতে সংযম। আমাদের দৃষ্ট পুস্তকখানিতে তৃতীয় অধ্যায়ের পরবর্তী প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে "ইতি দ্বিতীয় খণ্ডে [অমুকঃ] অধ্যায়ঃ" প্রভৃতি কথাগুলির উপরে এক সংখ্যা কমাইয়া নূতন মুদ্রিত কাগজ সাঁটিয়া দিয়া অধ্যায়-সংখ্যা ১৬ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে (বর্তমান ৬৪ সংখ্যক) 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্' ইত্যাদি বচনটি এই গ্রন্থে নাই; এটি ইহার পরে যোজিত হয়।

এই পুস্তকে যাহা 'ধর্মবীজম্, তাহাই পরে 'ব্রাহ্মধর্মবীজম্' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার বর্তমান দ্বিতীয় বচনের 'স্বতন্ত্রম্' স্থানে এই পুস্তকে 'আনন্দম্' ও 'সর্বশক্তিমৎ' স্থানে 'বিচিত্র শক্তিমৎ' পাঠ আছে; এবং 'সর্বব্যাপী', 'সর্বাশ্রয়ম্', 'ধ্রুবম্', 'পূর্ণম্', 'অপ্রতিমম্' শব্দগুলি নাই।

'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা' বর্তমান কালে 'ব্রাহ্মধর্মগ্রহণম্' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা'র প্রথমে আছে, "ওঁ অমুক-শকে, অমুক-মাসি, অমুক-দিবসে, ব্রাহ্মধর্ম্মং গৃহ্লামি"। ১ম প্রতিজ্ঞাতে বর্তমান 'উপাসিষ্যে' স্থানে 'উপাস্স্যামি', ও ৩য় প্রতিজ্ঞাতে 'সমাধাস্যে' স্থানে 'সমাধাস্যামি' আছে; এবং ৭ম প্রতিজ্ঞাতে 'যথাশক্তি কিঞ্চিৎ' এ দুটি শব্দ নাই।

'অথ সঙ্ক্ষেপ-ব্রহ্মোপাসনাপ্রকরণম্' অংশে এই সকল বিষয় আছে:—'ওঁ যো দেবোহগ্নৌ' মন্ত্রটি; 'ওঁ সত্যং জ্ঞানম্' প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রাংশ; 'স পর্য্যগাৎ' হইতে 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ' পর্যন্ত তিনটি মন্ত্র; তৎপরে, 'উক্তশ্রুতিনিষ্পন্নার্থঃ'

নামে আট পংক্তি সংস্কৃত গদ্য ; স্তোত্রম্ ('ওঁ নমস্তে' প্রভৃতি) ; 'প্রার্থনা', (কেবল 'অসতো মা…পাহি নিত্যম্' এই সংস্কৃত প্রার্থনাটি) ; 'গায়ত্রী' ও তাহার সংস্কৃত টীকা ; 'পাঠ্যশ্রুতিঃ', অর্থাৎ বর্তমান 'স্বাধ্যায়ের' প্রথম হইতে 'ন বিভেতি কদাচন ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' পর্যন্ত বাক্যাবলী ; ইহা উদাত্তাদি স্বরচিহ্নযুক্ত।

'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ' ও 'প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্' এ দুটি অংশ এ পুস্তকে বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

২। **প্রথম বাংলা সংস্করণ**। (প্রথম খণ্ড মাত্র)। আমাদের দৃষ্ট পুস্তকখানিতে আখ্যাপত্র নাই ; সম্ভবতঃ ১৮৫৪ সালে মুদ্রিত। আদ্যোপান্ত বাংলা অক্ষরে। সংস্কৃত মূল বচনগুলি সংখ্যা-যুক্ত। তার নীচে সংস্কৃত টীকা। তার পর বঙ্গানুবাদ। তার পর বাংলা তাৎপর্য। সুতরাং 'তাৎপর্য' সমেত সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ইহা প্রথম সংস্করণ। ৬½″×৪″ ; ২২৬ পৃষ্ঠা।

বিষয়-সন্নিবেশ,—ইহাতে কেবল প্রথম খণ্ড আছে ; অন্য কিছুই নাই।

এই পুস্তকে যে 'তাৎপর্য' মুদ্রিত আছে, তাহা ১৮৫২ সালে রাজনারায়ণ বাবুকে লিখিত পত্রের (এই পরিশিষ্টের ২৩৩, ২৩৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অন্তর্গত 'তাৎপর্য' অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বটে ; কিন্তু এই 'তাৎপর্য'ও পরে আবার দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক সংশোধিত হয়।

৩। **হিন্দী সংস্করণ**। মুদ্রণকাল, ১৯১৬ সংবৎ (= ৪ এপ্রিল ১৮৫৯ হইতে ২২ মার্চ ১৮৬০)। আকার, ৭″×৪″ ; ২+৬৩+৪ পৃষ্ঠা। আখ্যাপত্রে আছে, "কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রে, সংবৎ ১৯১৬।" আদ্যোপান্ত দেবনাগর অক্ষরে। 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্' ভিন্ন অন্য কিছুরই সংস্কৃত বচন নাই ; কেবল হিন্দী অনুবাদ আছে।

বিষয়-সন্নিবেশ,—ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্ (সংস্কৃত), ব্রাহ্মধর্মবীজ (হিন্দী),—১, ২ পৃঃ। প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, হিন্দী অনুবাদ, (১—৬৩ পৃঃ)। 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা', 'সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা' ও 'প্রাতঃস্মরণীয়' ; এই তিনটি কেবল হিন্দীতে (১—৪ পৃঃ)।

এই পুস্তকে 'ধর্ম্মবীজম্' স্থানে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্' নাম, এবং তাহার সংস্কৃত বচনগুলিতে বর্তমান সংস্করণের পাঠ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল ১১০টি বচন আছে।

৪। **বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত সংস্করণ**। মুদ্রণকাল, ১৯১৮ সংবৎ (= ১১ এপ্রিল ১৮৬১ হইতে ৩০ মার্চ ১৮৬২)। আকার ৬½″×৪″ ; ১৫১+১২ পৃঃ। "কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি যন্ত্র, সংবৎ ১৯১৮।" কেবল বাংলা অক্ষরে, কিন্তু আদ্যন্ত সংস্কৃত ভাষা মাত্র ; কিছুরই বঙ্গানুবাদ নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে মূলের নীচে সংস্কৃত টীকা আছে। সেই টীকাতে মূলের শব্দগুলিতে কোটেশন চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। বচনগুলিতে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বিষয়-সন্নিবেশ,—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১—১৫১ পৃঃ) ; 'ধর্ম্মবীজং' ; 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা' ; 'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ' ; 'অথ সজ্ক্ষেপ-ব্রহ্মোপাসনাপ্রকরণং' ; 'প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্',—১—১২ পৃঃ)।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণরূপে ১৯০৭ সংবতের বেদনাগর অক্ষরযুক্ত সংস্করণের অনুরূপ। দ্বিতীয় খণ্ডে 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং' (৬৪ সংখ্যক) বচনটি যোজিত হইয়াছে ; অন্যান্য সমুদয় বিষয় ১৯০৭ সংবতের সংস্করণের অনুরূপ।

'ধর্ম্মবীজং' অংশের বচনগুলিতে বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ আছে।

'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা', 'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ', 'অথ সজ্ক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা-প্রকরণং' ও 'প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্' সম্পূর্ণরূপে ১৯০৭ সংবতের সংস্করণের অনুরূপ ; কেবল সেই সংস্করণের 'পাঠ্যশ্রুতিঃ' নামের পরিবর্ত্তে ইহাতে 'শ্রুতিপাঠঃ' নাম আছে।

৫। **'তৃতীয় সংস্করণ'**। (১৫ই নবেম্বর ১৮৬৯) ; ৮½″×৫″ ; কাপড়ে বাঁধাই। ৮+৭+২৬০ পৃঃ ; "কলিকাতা, সিমলা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ১৬৮নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার কর্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯১ শক। ১লা অগ্রহায়ণ।"

আখ্যাপত্রে লিখিত 'তৃতীয় সংস্করণ' কথার অর্থ বোধ হয়, 'তাৎপর্য' সংবলিত সম্পূর্ণ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ। যদি তাহা ঠিক হয়, তবে 'দ্বিতীয়' সংস্করণ আমরা দেখিতে পাই নাই।

এই সংস্করণের সমুদয় সংস্কৃত অংশ বাংলা লাল অক্ষরে মুদ্রিত। বিষয় সন্নিবেশ,—ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ, প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্ (৮ পৃঃ) ; ব্রহ্মোপাসনা (৭ পৃঃ) ; প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড ২৬০ পৃঃ)।

৬। **‘চতুর্থ সংস্করণ**। (আগষ্ট ও ডিসেম্বর, ১৮৭৬)। ৭½"×৫; কাপড়ে বাঁধাই। ৪+৯+৩৪৮+৬ পৃঃ। দুই খণ্ডের স্বতন্ত্র টাইটেল পেজ আছে, কিন্তু পত্রাঙ্ক ধারাবাহিক। প্রথম খণ্ডের টাইটেল পেজের নিম্নাংশে আছে—"কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্তৃক প্রকাশিত। ১৭৯৮ শক। ২২ ভাদ্র।" দ্বিতীয় খণ্ডের টাইটেল পেজে ‘২২ ভাদ্র’ স্থানে ‘পৌষ’। সমুদয় সংস্কৃত অংশ লাল দেবনাগর অক্ষরে। টাইটেল পেজে এবং পত্রশীর্ষে পুস্তকের নাম, অধ্যায়ের নাম এবং পত্রাঙ্ক, কালো দেবনাগর অক্ষরে। বিষয়সন্নিবেশ,—ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ (৪ পৃঃ); ব্রহ্মোপাসনা (৯ পৃঃ); প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩৪৮ পৃঃ); ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ, প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্ (৬ পৃঃ)।

৭। **‘পঞ্চম সংস্করণ’**। (১৮৮৩)। ৬½"×৪½"; ৪+৯+৩৫১+৬ পৃঃ। "কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮০৫ শক।" সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয়-সন্নিবেশ,—ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ (৪ পৃঃ); ব্রহ্মোপাসনা (৯ পৃঃ); প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩৫১ পৃঃ); ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ, প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্। (৬ পৃঃ)।

এই সংস্করণে দেবেন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে নূতন একটি (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) বচন "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি যোগ করেন। তদবধি সমুদয় সংস্করণেই ঐ বচনটি মুদ্রিত হইতেছে।

৮। **ষষ্ঠ সংস্করণ’**। (১৮৯২)। ৬½"×৪½"; ১৲+১১+৯+৩৫১ পৃঃ। "কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অপার চিৎপুর রোড্ ৫৫নং। ১৮১৪ শক।" সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয়সন্নিবেশ,—সূচীপত্র (১৲ পৃঃ); প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ (১১ পৃঃ); ব্রহ্মোপাসনা (৯ পৃঃ); প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩৫১ পৃঃ)।

(এই সংস্করণই বর্তমান নবম সংস্করণে অনুসৃত হইয়াছে।)

৯। **সম্পূর্ণ পুস্তকের সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ**। (১৮৯৫)। ৮½"×৫"; কাপড়ে বাঁধাই। ১০+১২৪ পৃঃ। সম্পূর্ণ আখ্যাপত্র এই :— ব্রাহ্মধর্ম্মঃ। সুগৃহীতনামধেয়স্য। মহর্ষের্দেবেন্দ্রনাথস্যাভ্যনুজ্ঞয়া। তদীয়সভাধ্যক্ষ-

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্নেন। সংস্কৃতেন সংকলিতয়া বিবৃত্যা সহিতঃ। কলিকাতা-রাজধান্যাং। বাল্মীকি-যন্ত্রালয়ে। শ্রীবিশ্বনাথ নন্দিনা মুদ্রিতঃ প্রকাশিতঃ। আদিব্রাহ্মসমাজকার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্যশ্চ। শকাব্দাঃ ১৮১৭।" আদ্যোপান্ত সংস্কৃত ভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। সংস্কৃত মূল ও টীকার পদ বাংলা অনুবাদ ও বাংলা তাৎপর্যের পরিবর্তে সে সকলের সুললিত সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিষয়-সন্নিবেশ,—প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্; ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্; ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্; প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ (১—১০ পৃঃ) এগুলির পাঠ বর্তমান সংস্করণের অনুরূপ। তৎপরে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (১—১২৪ পৃঃ)।*

১০। **সপ্তম সংস্করণ**। (১৯০৭; মহর্ষির দেহত্যাগের পর)। ৬¾"×৪¼"; ৵০+১৲+১১+১১+৩৫১ পৃঃ। "কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড। ১৮২৯ শক।" সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয়-সন্নিবেশ,—শুদ্ধিপত্র (৵০ পৃঃ); সূচীপত্র, অকারাদি বর্ণানুক্রমে (১৲ পৃঃ); প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ (১১ পৃঃ)। ব্রহ্মোপাসনা, ইহাতে স্বাধ্যায়ের শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ যোগ করা হইয়াছে। (১১ পৃঃ); প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড (৩৫১ পৃঃ)।

১১। **অষ্টম সংস্করণ**। (পকেট সংস্করণ, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯২০)। ৫"×৪", কাপড়ে বাঁধাই। ৪+১৶০+৪০৫ পৃঃ। "কলিকাতা ৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড। শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১১ই মাঘ, ১৮৪১ শক।" সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয়-সন্নিবেশ,—টাইটেল্ পেজ, প্রকাশকের নিবেদন, গ্রন্থনির্দেশ, অধ্যায়-সূচী (৪ পৃঃ); সূচীপত্র (১৶০ পৃঃ); প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, প্রতিজ্ঞা-স্মরণার্থ শ্লোকাঃ (১—৮ পৃঃ); প্রাতঃকালের প্রার্থনা, সায়ংকালের প্রার্থনা, (নূতন যোজিত)—৯, ১০ পৃঃ; ব্রহ্মোপাসনা ১১—২২ পৃঃ; (ইহাতে সপ্তম সংস্করণের ন্যায় স্বাধ্যায়ের শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ আছে; ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড (২৩—৪০৫ পৃঃ)। —১৮৪৬ শকের ৪ঠা মাঘ

* দ্বিতীয় খণ্ড এই পুস্তকে নাই।

ইহার পুনর্মুদ্রণ হয়; তাহা হুবহু (টাইপ পর্যন্ত) ইহার অনুরূপ; তাহা স্বতন্ত্র সংস্করণ বলিয়া গণনা করা হইল না।

এই সংস্করণে টীকার নাম 'সুবোধিনী' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 'অধ্যায়-সূচীতে' প্রত্যেক অধ্যায়ের একটি নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রের ক্রমিক সংস্কার

'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের আদিতে 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণম্' ও 'ব্রহ্মোপাসনা' নামে যে দুই অংশ আছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথের হস্তে বহু বার সংশোধিত হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এই উভয়ের পূর্ব আকারের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর (১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ২০ জন বন্ধু রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সে প্রতিজ্ঞাপত্রের বিষয়ে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে তাহাতে প্রাতঃকালে অভুক্ত অবস্থায় "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশ বার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব" এইরূপ কথা ছিল। (আত্মজী ৮৪, ৮৯)। এই প্রতিজ্ঞাপত্র দেবেন্দ্রনাথেরই রচিত; সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রিত হয় নাই।

২। ইহার পরে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত মহানির্বাণ তন্ত্রের বিধি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের অনুষ্ঠান হইত; ব্রাহ্মণ দীক্ষার্থিগণ এই দীক্ষাকালে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপাসনার সময়ে, যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতেন; উপাসনার পরে তাহা পুনর্গ্রহণ করিতেন। এই সময়ে ব্যবহৃত প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল:—

"ওঁ তৎসৎ

অদ্য সপ্তদশশত—শকে,—দিবসে,—বাসরে, ব্রাহ্মের সম্মুখে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া একান্তচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,

১। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা সর্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বররূপে প্রতিমাদি কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা, পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, প্রতিদিবস সূর্যোদয় পরে, মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্বক ধারণ না করিয়া, পবিত্রমনে পরব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনাপূর্বক, ন্যূন সংখ্যা দশ বার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।

৫। প্রতি বুধবারে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে এবং প্রতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে, দৈনিক উপাসনান্তে সূর্যাস্ত পরে অর্দ্ধরাত্রি মধ্যে, রোগ বা বিপদগ্রস্ত না হইলে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্বক ধারণ না করিয়া, একাকী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।

৬। সত্য কথা কহিব, এবং সত্য ব্যবহার করিব।

৭। লোকের অপকার যাহাতে হয়, এমত সকল কর্ম করিব না।

৮। কুকর্ম সকল হইতে নিরস্ত থাকিব।

৯। যদি মোহদ্বারা কোন কুকর্ম দৈবাৎ করি, তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া, পুনর্বার সে কর্ম করিব না।

১০। কোন ব্রাহ্ম বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিব।

১১। আমার বংশে এই সনাতন ধর্মের উপদেশ করিব।

১২। আমার সাংসারিক তাবৎ শুভ কর্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমেশ্বর, এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সাক্ষী শ্রী——

ব্রাহ্ম শ্রী——"

এই প্রতিজ্ঞাপত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তখনও 'ব্রাহ্মধর্ম' নাম প্রচলিত হয় নাই, 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম' নাম প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'ব্রাহ্মসমাজ' নামটি সমাজ সংস্থাপন (১৮২৮) হইতে এ পর্যন্ত কখনও পরিবর্তিত হয় নাই।

৩। ১৮৪৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া তাহার দ্বারা উপাসনা করা সাধারণের পক্ষে কঠিন। অতএব তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞাতে গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে এই বাক্য যোজনা করিলেন:—"প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব" (আত্মজী ৮৮, ৮৯)। এই পদ্ধতি ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত চলিল।

৪। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের পুরোভাগে যে প্রতিজ্ঞাপত্র এখন মুদ্রিত হইতেছে, তাহার প্রথম আকার সম্ভবতঃ ১৮৫০ সালে রচিত হয়। "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ" শীর্ষক প্রস্তাবে তৎপরবর্তী পরিবর্তন সকল বিবৃত হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর ক্রমিক সংস্কার

১। দেবেন্দ্রনাথ-রচিত "উপাসনা প্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, সেখানে কেবল বেদপাঠ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোকপাঠ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতা পাঠ, এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হইত।" (আত্মজী ৯৪)। এ স্থলে 'বক্তৃতা' শব্দের অর্থ উপদেশ।

২। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্মগ্রহণের সময় দেবেন্দ্রনাথ যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন, তাহাতে ব্রহ্মোপাসনার প্রণালী এইরূপ নির্দিষ্ট ছিল,—"প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশ বার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।" ইহা ব্যক্তিগত উপাসনা। (আত্মজী ৮৯)।

৩। ১৮৪৫ সালে ঐ প্রতিজ্ঞা পরিবর্তন করিয়া এইরূপ স্থির করা হইল যে, "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান" করিতে হইবে। তাহার প্রণালী, একাকী নির্জনে বসিয়া 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ও 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি', এই দুই উপনিষদ্-বাক্য শ্রদ্ধাপূর্বক উচ্চারণ ও চিন্তা। ইহাও ব্যক্তিগত উপাসনা। (আত্মজী ৮৯)

১৮৪৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্যও একটি পদ্ধতি রচনা করেন, (আত্মজী ৯০—৯৪ পৃঃ)। তাহার অঙ্গসকল এইরূপ ছিল,—

(ক) সমাধান। সমাধানের দুই অংশ। প্রথম অংশে ঈশ্বর আছেন, এই কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই চিন্তার অবলম্বন ঐ দুই উপনিষদ বাক্য। আত্মাতে তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' রূপে, ও জগতে তিনি 'আনন্দরূমমৃতং' রূপে প্রকাশিত আছেন, এই চিন্তা করিতে হইবে। (আত্মজী ১৫৬ পৃঃ)।

(খ) সমাধানের দ্বিতীয় অংশে ভাবিতে হইবে, ঈশ্বর ক্রিয়াবান্ পুরুষ; তিনি বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা ও শাসনকর্তা। এই অংশের অবলম্বন তিনটি উপনিষদ্-মন্ত্র,—(১) 'স পর্য্যগাৎ শুক্রম্' ইত্যাদি, (ঈশ্বর বিধাতা); (২) 'এতস্মাজ্জায়তে' ইত্যাদি, (ঈশ্বর স্রষ্টা); (৩) 'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি' ইত্যাদি, (ঈশ্বর শাসনকর্তা)।

(গ) সমাধানের দুই অংশে যে ঈশ্বরকে সাধক বর্তমান ও ক্রিয়াবান্ বলিয়া অনুভব করিলেন, ধ্যানে (গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যে) তাঁহাকে নিজ জীবনের নিয়ন্তা ও চালকরূপে দর্শন করিবেন।

[ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর ক্রিয়াবান্, ঈশ্বর আমার জীবনের চালক, এই তিন উপলব্ধি লইয়া দেবেন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মোপাসনা সম্পূর্ণ হয়।]

(ঘ) স্তোত্র। মহানির্বাণ তন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র সংশোধন করিয়া 'নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,' প্রভৃতি চারিটি শ্লোক প্রস্তুত হইল। উপাসনান্তে তাহা পাঠ হইত।

(ঙ) প্রার্থনা। 'হে পরমাত্মন্, মোহকৃত পাপ হইতে' ইত্যাদি বাংলা প্রার্থনাটি মাত্র পাঠ করা হইত।

(চ) বেদপাঠ ও অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ হইত।

['বক্তৃতা' (অর্থাৎ উপদেশ দান) এ সকলের অতিরিক্ত; কিন্তু তাহা বোধ হয় সর্বদা করা হইত না।]

৪। ১৮৪৮ সালে একটি গুরুতর পরিবর্তন সংঘটিত হইল:—সমাধানের প্রথম অংশে তৃতীয় একটি বাক্য 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যোগ করা হইল। (আত্মজী ১৫৬, ১৫৭ পৃঃ)। ইহা দ্বারা উপাসক পরমেশ্বরকে আপনাতে-আপনি-স্থিত অবস্থায় বর্তমান বলিয়া উপলব্ধি করিবেন।

৫। সম্ভবত ১৮৫০ সালে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রকাশের পরে, এই সকল পরিবর্তন করা হইল:—

(ক) ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ এই প্রণাম-মন্ত্রটি প্রথমে রাখা হইল।

(খ) 'নমস্তে সতে তে', এই স্তোত্রের পরে তাহার বাংলা অনুবাদ যোগ করা হইল। (আত্মজী ৯৪)।

(গ) বাংলা প্রার্থনার পরে 'অসতো মা সদ্গময়' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রার্থনাটি যোগ করা হইল (আত্মজী ১৮৬)।

(ঘ) বেদপাঠের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রসকল পাঠ করা হইবে, এইরূপ নির্দিষ্ট হইল। (আত্মজী ১৮৬)। এই প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রসকল এই জন্য অতঃপর উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বরচিহ্ন-যুক্ত হইয়া 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের পুরোভাগে ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর মধ্যে 'স্বাধ্যায়' নামে মুদ্রিত হইতেছিল।

৬। অর্চনা (‘ওঁ পিতা নোঽসি’ প্রভৃতি তিনটি মন্ত্র), এবং উপসংহার (‘য একোঽবর্ণঃ’),—এই দুই অংশ দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে যোগ করেন। এ জন্য আত্মজীবনীতে এ সকলের উল্লেখ নাই। ১৮৫৯ সালে (১৭৮১ শকে) ও তাহার পরে এই সকল অংশ ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট, রচনাবলীর মূল

প্রাতঃস্মর্ত্তব্যম্

লোকেশ…অনুবর্ত্তয়িষ্যে,—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত ‘আহ্নিকতত্ত্বম্’ গ্রন্থের প্রভাতে পাঠ্য একটি মন্ত্র। সেখানে ‘মঙ্গল্য’ স্থানে ‘শ্রীকান্ত’ এবং ‘হিতায় লোকস্য’ স্থানে ’প্রাতঃ সমুত্থায়’ আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্

১। ওঁ ব্রহ্ম বা একম্ ইদম্ অগ্র আসীৎ,—বৃহ ১।৪।১১। নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব্বম্ অসৃজৎ—ঐত ১।১ এবং ২ এর অনুরূপ।

[২,৩,৪ দেবেন্দ্রনাথের স্ব-রচিত]

ব্রহ্মোপাসনা

ওঁ পিতা নোঽসি…হিংসীঃ,—যজু বা মা ৩৭।২০।

বিশ্বানি দেব…আসুব,—ঋ ৫।৮২।৫ ; যজু বা মা ৩০।৩।

নমঃ শম্ভবায়…শিবতরায় চ,—যজু বা মা ১৬।৪১।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ…নমোনমঃ,—প্রথম খণ্ডের ৯৫ সংখ্যক বচন দ্রষ্টব্য।

ওঁ সত্যং জ্ঞানং…অদ্বৈতম্,—প্রথম খণ্ডের ৪১, ৪২, ৭৭ সংখ্যক বচন দ্রষ্টব্য।

ওঁ সপর্য্যগাৎ…সমাভ্যঃ,—প্রথম খণ্ডের ৩৯ সংখ্যক বচন দ্রষ্টব্য।

এতস্মাৎ…ধারিণী,—মুণ্ড ২।১।৩। (এই গ্রন্থের ১২ সংখ্যক বচন দ্রষ্টব্য)।

ভয়াৎ…পঞ্চমঃ,—কঠ ৬।৩। (এই গ্রন্থের ১৩ সংখ্যক)।

তৎ সবিতুঃ…প্রচোদয়াৎ,—ঋ ৩।৬২।১০। (এই গ্রন্থের ৯২ সং)।

ওঁ নমস্তে সতে…ব্রজামঃ,—মহানি ৩।৫৯—৬৩ (পরিবর্তিত)।

অসতো মা…নিত্যম্,—এই গ্রন্থের ১০৯ সং বচন দ্রষ্টব্য।

স্বাধ্যায়=এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়।

য একোঽবর্ণ…সংযুনক্তু,—শ্বেতা ৪।১ (এই গ্রন্থের ১২০ সং)।

প্রথমখণ্ডম্ উপনিষৎ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

১। শ্বেতা, আরম্ভ। ২। তৈত্তি ৩।১। ৩। তৈত্তি ৩।৬। ৪। তৈত্তি ২।৯। ৫। তৈত্তি ২।৭। ৬। তৈত্তি ২।৭। ৭। তৈত্তি ২।৭। ৮। তৈত্তি ২।৪। ৯। বৃহ ৪।৩।৩২।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

১০। ইদং বা…আসীৎ—বৃহ ১।২।১। সদ্ এব…অদ্বিতীয়ম্,—ছান্দো ৬।২।১। সবা এষ…অভয়ঃ,—বৃহ ৪।৪।২৫। ১১। তৈত্তি ২।৬। ১২। মুণ্ড ২।১।৩। ১৩। কঠ ৬।৩।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১৪। তদ্বিজ্ঞানার্থং…গচ্ছেৎ,—মুণ্ড ১।২।১২। তস্মৈ…ব্রহ্মবিদ্যাম্,—মুণ্ড ১।২।১৩। ১৫। মুণ্ড ১।১।৫। ১৬। মুণ্ড ১।১।৬। ১৭। বৃহ ৩।৮।৮। ১৮। বৃহ ৩।৮।৯। ১৯। বৃহ ৩।৮।৯। ২০। বৃহ ৩।৮।৯। ২১। বৃহ ৩।৮।৯। ২২। বৃহ ৩।৮।১০। ২৩। বৃহ ৩।৮।১০। ২৪। বৃহ ৩।৮।১১। ২৫। তৈত্তি ২।৭। ২৬। কঠ ৬।২।

চতুর্থোঽধ্যায়

২৭। কেন ১।২। ২৮। কেন ১।৩। ২৯। কেন ১।৪। ৩০। কেন ১।৫। ৩১। কেন ২।১। ৩২। কেন ২।২। ৩৩। কেন ২।৩। ৩৪। কেন ২।৫

পঞ্চমোঽধ্যায়

৩৫। ঈশা ১। ৩৬। ঈশা ৪। ৩৭। ঈশা ৫। ৩৮। ঈশা ৬। ৩৯। ঈশা ৯।

ষষ্ঠোঽধ্যায়

৪০। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব,—তৈত্তি ৩।২—৫। ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্,—তৈত্তি ২।১। ৪১। তৈত্তি ২।১। ৪২। মুণ্ড ২।২।৭। ৪৩। মুণ্ড ২।২।৯। ৪৪। কঠ ৫।১৫; মুণ্ড ২।১০; শ্বেত ৬।১৪। ৪৫। মুণ্ড ৩।১।৪। ৪৬। মুণ্ড ৩।১।৭। ৪৭। মুণ্ড ৩।১।৮।

সপ্তমোঽধ্যায়

৪৮। শ্বেতা ৬।৭। ৪৯। শ্বেতা ৬।৮। ৫০। শ্বেতা ৬।৯। ৫১। শ্বেতা ৪।১৭। ৫২। কঠ ২।১২। ৫৩। বৃহ ৪।৪।১৮। ৫৪। বৃহ ৪।৪।২০। ৫৫। বৃহ ৪।৪।১৬। ৫৬। বৃহ ৪।৪।২২। ৫৭। বৃহ ৪।৪।২২। ৫৮। মুণ্ড ২।২।৫। ৫৯। কঠ ২।১৮। ৬০। মুণ্ড ২।২।২, (কিয়দংশ বর্জিত)। ৬১। মুণ্ড ২।২।৪। ৬২। শ্বেতা ২।১০। ৬৩। শ্বেতা ২।৮।

অষ্টমোঽধ্যায়

৬৪। ঋ ১০।৮১।৩; যজু বা মা ১৭।১৯; শ্বেতা ৩।৩। ৬৫। শ্বেতা ৩।১৬; গীতা ১৩।১৩। ৬৬। শ্বেতা ৩।১১। ৬৭। শ্বেতা ৩।১৯। ৬৮। কঠ ৫।৮। শেষাংশ কঠ ৬।১ তেও আছে। ৬৯। শ্বেতা ৩।২০। কঠ ২।২০ সামান্য পৃথক। ৭০। কঠ ৫।১২। শ্বেতা ৬।১২, সামান্য পৃথক। ৭১। কঠ ৫।১৩। প্রথমার্দ্ধ শ্বেতা ৬।১৩ তেও আছে। ৭২। কঠ ৬।১৫।

নবমোঽধ্যায়

৭৩। ঋ ১।১৬৪।২০; মুণ্ড ৩।১।১; শ্বেতা ৪।৬। ৭৪। মুণ্ড ৩।১।২; শ্বেতা ৪।৭। ৭৫। যদা পশ্য…উপৈতি, মুণ্ড ৩।১।৩। মহান্তং…শোচতি,—কঠ ২।২২। ৭৬। প্রশ্ন ৪।১০। ৭৭। মাণ্ডূ ৭। ৭৮। বৃহ ১।৪।৮। ৭৯। বৃহ ১।৪।৮। ৮০। বৃহ ১।৪।৮। ৮১। বৃহ ২।৪।৫; ৪।৫।৬। ৮২। বৃহ ২।৫।১৫। ৮৩। বৃহ ২।৫।১৫। ৮৪। প্রথমাংশ ঋগ্বেদের (১০।১৩।১) এই সূক্তটি হইতে গৃহীত :—

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভিঃ, বি শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

এই সূক্তটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও (২।৫) আছে। অনাদিমৎ…বিশ্বা,

—শ্বেতা ৪।৪। ৮৫। বৃহ ৪।৪।১৪। ৮৬। শ্বেতা ৩।১০। ৮৭। শ্বেতা ৩।৭। ৮৮। শ্বেতা ৩।১৭; কিন্তু তথায় ‘সুহৃৎ’ স্থানে ‘বৃহৎ’ পাঠ আছে। প্রথম পংক্তি—গীতা ১৩।১৪, প্রথমার্দ্ধ। ৮৯। শ্বেতা ৩।১২; কিন্তু তথায় ‘শান্তিম্’ স্থানে ‘প্রাপ্তিম্’ আছে।

দশমোঽধ্যায়

৯০। ওমিতি,—তৈত্তি ১।৮। ব্রহ্ম সর্ব্বে·· আহরন্তি—তৈত্তি ১।৫; কিন্তু তথায় ‘আহরন্তি’ স্থানে ‘আবহন্তি’ পাঠ আছে। মধ্যে বামনম্ উপাসতে, কঠ। ৫।৩। ৯১। ওমিত্যেবং…পরস্তাৎ,—মুণ্ড ২।২।৬। ওঁকারেণ… পরঞ্চ,—প্রশ্ন ৫।৭। ৯২। (**গায়ত্রী মন্ত্র**) ঋ ৩।৬২।১০। ৯৩। ছান্দো এবং কেন, শান্তিপাঠ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অন্তিম শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য। ৯৪। প্রশ্ন ৬।৬। ৯৫। যজু তৈ ৫।৫।৯।৩; শ্বেতা ২।১৭। এই শ্লোকটি যজু কাঠক সংহিতাতেও (৪০।৫) আছে; কিন্তু তথায় ‘দেবো’ স্থানে ‘রুদ্রো’ পাঠ আছে।

একাদশোঽধ্যায়

৯৬। কঠ ৩।১৫। ৯৭। কঠ।৩।১২। এটি মহাভারত শান্তি ২৪৫।৫-তেও আছে। ৯৮। কঠ ২।২৩; মুণ্ড ৩।২।৩। ৯৯। কঠ ৩।১৪। ১০০। তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বং,—বৃহ ২।৫।১৯। এতদ্ অমৃতম্ অভয়ং,—ছান্দো ১।৪।৪ এবং ৫; ৮।৩।৪। শান্ত উপাসীত,—ছান্দো ৩।১৪।১।

দ্বাদশোঽধ্যায়

১০১। শ্বেতা ৬।৯। ১০২। প্রশ্ন ৪।৭। ১০৩। শ্বেতা ৬।১১। ১০৪। শ্বেতা ৫।৪। ১০৫। প্রথমার্দ্ধ=যজু বা মা ৩২।২, দ্বিতীয়ার্দ্ধ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ=যজু বা মা ৩২।৩, প্রথমার্দ্ধ। সমগ্র শ্লোক=শ্বেতা ৪।১৯। ১০৬। কঠ ৬।৯; শ্বেতা ৪।২০। তুঃ মহাভা উদ্যোগ ৪৫।৬। ১০৭। কঠ ২।৭। ১০৮। কঠ ৪।২। ১০৯। যেনাহং·· কুর্য্যাম্—বৃহ ২।৪।৩; ৪।৪।৩। অসতো…হমৃতং গময়,—বৃহ ১।৩।২৮। আবিরাবীর্ম্ম এধি,—ঐত, শান্তিপাঠ। রুদ্র পাহি নিত্যম্,—শ্বেতা ৪।২১।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

১১০। সত্যমেব…নানৃতম্—মুণ্ড ৩।১।৬। সত্যেন…জ্ঞানেন,—মুণ্ড ৩।১।৫।

যেনাক্রমন্তি···নিধানম্, --মুণ্ড ৩।১।৬। ১১১। দিব্য·· হ্যমনাঃ,—মুণ্ড ২।১।২ যং পশ্যতি···ক্ষীণদোষাঃ— মুণ্ড ৩।১।৫। ১১২। যো দেবানাম··· চতুস্পদঃ,—শ্বেতা ৪।১৩। স বা এষ মহান অজ আত্মা,—বৃহ ৪।৪।২৫। ১১৩। বৃহ ৩।৭।২৩। ১১৪। বৃহ ৩।৯।২৬; ৪।২।৪; ৪।৪।২২; ৪।৫।১৫। ১১৫। বৃহ ৫।৬।১। তুঃ ৪।৪।২। ১১৬। কঠ ৩।১।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

১১৭। ছান্দো ৭।২৩।১ ১১৮। ছান্দো ৭।২৪।১। তুঃ বৃহ ৩।৯।২০—২৬। ১১৯। স এবাধস্তাৎ···উত্তরতঃ,—ছান্দো ৭।২৫।১। ঈশানঃ···শ্ব,—কঠ ৪।১৩। ১২০। শ্বেতা ৪।১। ১২১। স বৃক্ষ···বিশ্বধাম,—শ্বেতা ৬।৬। বিশ্বস্যৈকং·· অত্যন্তম্ এতি,—শ্বেতা ৪।১৪। ১২২। শ্বেতা ৬।১৬। ১২৩। স তন্ময়ঃ···ঈশনায়,—শ্বেতা ৬।১৭। তং হ···প্রপদ্যে,—শ্বেতা ৬।১৮। ১২৪। তস্য হ · সত্যম্,—ছান্দো ৮।৩।৪। নিষ্কলং·· ইবানলম্,—শ্বেতা ৬।১৯। ১২৫। ছান্দো ৮।৪।১। তুঃ বৃহ ৪।৪।২২, (এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫৭ সংখ্যক বচন)। ১২৬। ছান্দো ৮।৭।১। ১২৭। ছান্দো ৮।১৪।১। ১২৮। কঠ ৬।১২। ১২৯। বৃহ ৪।৪ ১৫। দ্বিতীয়ার্দ্ধ কঠ ৪।৫-তেও আছে; কঠ ৪।১২, ১৩·তে সামান্য পৃথক্।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

১৩০। কঠ ২।২৪। ১৩১। শ্রেয়শ্চ · ধীরঃ,—কঠ ২।২। তয়োঃ··· বৃণীতে,—কঠ ২।১। ১৩২। বৃহ ৪।৪।৫। ১৩৩। কঠ ৩।৫। ১৩৪। কঠ ৩।৬। ১৩৫। কঠ ৩।৭। ১৩৬। কঠ ৩।৮। ১৩৭। কঠ ৩।৯। ১৩৮। শ্ব ১।২২।২০। নৃসিংহ পূর্ব তাপনী উপনিষদে ইহা ৫ম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক। ১৩৯। বৃহ ৪।৪।১১। তুঃ ঈশা ৯—১৪।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

১৪০। বৃহ ৪।৪।২৩। ১৪১। বৃহ ৪।৪।২৩। ১৪২। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা,—কঠ ২।১৩। তরতি শোকং···অমৃতো ভবতি,—মুণ্ড ৩।২।৯। ১৪৩। তৈত্তি ১।১১। ১৪৪। সত্যং বদ,—তৈত্তি ১।১১। সমূলো বা···অভিবদতি,—প্রশ্ন ৬।১। ১৪৫। ধর্ম্মং চর,—তৈত্তি ১।১১। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি,—বৃহ ১।৪।১৪। ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,—বৃহ ২।৫।১১।

১৪৬। তৈত্তি ১।১১। ১৪৭। তৈত্তি ১।১১। ১৪৮। তৈত্তি ১।১১। ১৪৯। তৈত্তি ১।১১। ১৫০। মুণ্ড ৩।২।৪ সংখ্যক নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ,—"নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ, তপসোবাপ্য-লিঙ্গাৎ, এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈ য আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।" ১৫১। এই বচন সম্বন্ধে ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ১৫২। শ্বেতা ৩।৮। দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৬।১৫তেও আছে। ১৫৩। শ্বেতা ১।১২। ১৫৪। মুণ্ড ৩।২।৫। ১৫৫। প্রশ্ন ৪।১১। ১৫৬। যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ—বৃহ ২।৫।১০। সর্ব্বানুভূঃ,—বৃহ ২।৫।১৯। যশ্চায়ম্ অস্মিন্নাত্মনি··· পুরুষঃ,—বৃহ ২।৫।১৪। সর্ব্বানুভূঃ,—বৃহ ২।৫।১৯। তম্ এব বিদিত্বা···অয়নায়,—শ্বেতা ৩।৮; ৬।১৫। ১৫৭। কেন ৪।৭।

(শান্তিপাঠ) ওঁ আপ্যায়ন্তু···ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ,—ছান্দো এবং কেন, শান্তিপাঠ। হরিঃ ওঁ,—প্রশ্ন এবং ঐত, আরম্ভ; ছান্দো, ৬ এবং ৮ প্রপাঠকের আরম্ভ।

দ্বিতীয়খণ্ডম্ অনুশাসনম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

['ক' =শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ; 'খ' শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ।]

১। তৈত্তি ১।১১। ২। মহানি ৮।২৩। ৩। মহানি ৮।৫। ৪। মহানি ৮।২৯। ৫। প্রথমার্দ্ধ,—মহাভা আদি, ১৯৬।১৬খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ,—মহাভা বন ৩১২।৫৮ ক। ৬। মনু ২।২২৭। ৭। মহাভা শান্তি ২৪২, ২০ + ২১। প্রথম পংক্তি মনু ৪।১৮৪ খ-তে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি মনু ৪।১৮৪, ১৮৫তে আছে। ৮। মনু ৬।৪৭।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

৯। প্রথমার্দ্ধ—ব্যাস ২।১৪খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ—অত্রি ৩০৬ খ। ১০। মনু ৯। ২৬। ১১। প্রথমার্দ্ধ, হারীত ৪।২ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ,—অত্রি ৩৮০ক। ১২। মনু ৯।১০১। ১৩। মনু ৯।১০২। ১৪। মনু ৩।৬০। ১৫। প্রথমার্দ্ধ. শঙ্খ ৪।১৫খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ব্যাস ২।২৬ খ। ১৬। প্রথমার্দ্ধ ব্যাস ২।২৭ ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মনু ৫।১৫০ ক। ১৭। প্রথমার্দ্ধ, ব্যাস ২।৩৩ খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ব্যাস ২।৩৪ক। ১৮। যাজ্ঞ ১।৮৭। দ্বিতীয়ার্দ্ধ মহাভা অনুশা ১৩৮।৬

ক-তেও আছে। ১৯। প্রথমার্দ্ধ, যাজ্ঞ ১।৭৭ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ব্যাস ২।৪৭খ। ২০। মনু ৯।৫। ২১। মনু ৯।১২। ২২। মনু ৯।৫৭।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

২৩। মহানি ৮।৩৫। ২৪। মহানি ৮।৪৭। ২৫। মনু ৯।২২। ২৬। মহানি ৮।১০৭। ২৭। মনু ৩।৫১।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

২৮। মনু ২।১৫৬। ২৯। মহাভা উদ্যোগ ৪২।৫৯। ৩০। মনু ৪।১৩৭। ৩১। মনু ৪।১৬০। ৩২। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা শান্তি ৮৭।১৮ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মনু ৭।১৩৯। ৩৩। মহাভা শান্তি ১৭৫।১৬, ২৭৬।১৫,১৪। ৩৪। মহাভা শান্তি ১৬০।২৩। ৩৫। মহাভা শান্তি ১৭৫।৪; ২৭৬।৩৪। ৩৬। মহাভা উদ্যোগ ৭১।৩৭। ৩৭। মহাভা উদ্যোগ ৩৩।৬১। ৩৮। মহাভা উদ্যোগ ৩৩।৬৪। ৩৯। কুলা ৫।১।১৭। মূলে 'প্রাপ্য' স্থানে 'ততঃ' আছে। ৪০। মহাভা উদ্যোগ ৩৪।৬৯। ৪১। মনু ৬।৪৫; মহাভা শান্তি ২৪৪।১৫তেও আছে, কিন্তু সামান্য পৃথক।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

৪২। মনু ৪।১২। ৪৩। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা বন ২।৪৪খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মহাভা বন ২।৪৫ক। সমগ্র শ্লোক মহাভা বন ২১৫।২২তেও আছে, কিন্তু তাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধ সামান্য পৃথক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ অল্প পরিবর্তিতাকারে মহাভা শান্তি ৩৩০।২১ক-তে আছে। ৪৪। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা বন ২৫৮।১৩খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, মহাভা বন ২৫৮।১৫খ। ৪৫। মহাভা শান্তি ১৭৪।২১। প্রথমার্দ্ধ মহাভা শান্তি ২৫।২৩খ-তেও আছে। ৪৬। মহাভা শান্তি ২৫।২৬; ১৭৪।৪১। ৪৭। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা বন ২০৬।৪২খ। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ২০৬।৪৩ক। ৪৮। মহাভা উদ্যোগ ৩৫।৪৪।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

৪৯। মহানি ৮।৫৬। ৫০। মহানি ৮৬।২। ৫১। মহানি ৮।৬৫। ৫২। মহানি ৮।৬৬। ৫৩। মহানি ৮।৬৭। ৫৪। মনু ৪।১৩৮। ৫৫। মনু ৫।১০৯। বসিষ্ঠ ৩। বিষ্ণু ২২।৯১, কিন্তু তথায় 'অদ্ভিঃ' স্থানে 'অগ্নিঃ' আছে। ৫৬। মহাভা আদি ৭৪।২৫; উদ্যোগ ৪১।৩৫। তুঃ মনু ৪।২৫৫।

৫৭। মহাভা আদি ৭৪।১০৪। ৫৮। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা উদ্যোগ ৩৮।৩ক; শান্তি ১২৮।১৫২ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, উদ্যোগ ৩৬।১৫খ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

৫৯। মনু ৮।৭৪। ৬০। মনু ৮।১০১খ; ৮ ৮৩ক। ৬১। মনু ৮।৯৬ ৬২। মনু ৮।৯১। তুঃ মনু ৮।৮৪, ৮৫; মহাভা আদি ৭৪।২৬।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

৬৩। মহাভা বন ২০৬।৪৪। প্রথমার্দ্ধ মহাভা শান্তি ৯৪।১০খ-তেও আছে। ৬৪। মহাভা উদ্যোগ ৩৮।৭৩। ৬৫। মহাভা বন ২০৯।১২। ৬৬। মহাভা বন ১।২৪। ৬৭। মহাভা উদ্যোগ ১২৩।২৩। ৬৮। মহাভা উদ্যোগ ১২৩।২৬। ৬৯। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা উদ্যোগ ৩৭।৩৭ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ৩৭।৩১ খ। ৭০। মহাভা উদ্যোগ ১০৬।১০; শান্তি ১৭৩।১৯।

নবমোঽধ্যায়ঃ

৭১। মহাভা বন ১৫৮।২৪। ৭২। মনু ৭।৮৬। ৭৩। মহাভা বন ২৫৮।২৮। ৭৪। মহাভা বন ২৫৮।৩৩। ৭৬। মহাভা বন ২০৬।৪০। ৭৭। মহাভা বন। ২।৫৪। ৭৮। প্রথমার্দ্ধ, সংব ৮০খ। ৭৯। প্রথম পংক্তি, সংব ৮৭ক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি, সংব ৯১। ৮০। মনু ১১।৯।

দশমোঽধ্যায়ঃ

৮১। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা বন ২১৫।১৬ক; স্ত্রী ২।৩১খ; শান্তি ২০৫।৩ক, শান্তি ৩৩০।১৩ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, বন ২১৫।২৭খ; শান্তি ৩৩০।২৩খ। ৮২। মহাভা বন ৩১২।৭৬। ৮৩। মহাভা বন ৩১২।৯০। ৮৪। মহাভা বন ৩৫৮।২৩। ৮৫। মহাভা উদ্যোগ ৩৩।৪১। ৮৬। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা উদ্যোগ ১৩৮।৭ক। ৮৭। মহাভা উদ্যোগ ৩৩।৬০।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

৮৮। মনু ৬।৯২। ৮৯। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা উদ্যোগ ৭১।৩৬ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, উদ্যোগ ৭১।১৯ক। ৯০। মহাভা বন ২০৮। ৪১। ৯১। মনু ৭।২২। তুঃ মহাভা শান্তি ১৫।৩৪। ৯২। মনু ৮।১২৭। ৯৩। মহাভা উদ্যোগ ৩২।৫৪'র প্রথম চরণ + ৫৩'র ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চরণ। ৯৪। দক্ষ ৩।২০। ৯৫। আপ ১০।১১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

৯৬। মহাভা আদি ৭৪।৯১। ৯৭। মহাভা সভা ৫৪।৮। ৯৮। মনু ৭।৪০। ৯৯। মনু ৪।১৬১। ১০০। মহাভা উদ্যোগ ৯২।৬।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

১০১। মনু ২।৮৮। ১০২। গীতা ২।৬৭। তুঃ মহাভা বন ২১০।২৬। ১০৩। মনু ২।৯৪; মহাভা আদি ৭৫।৪৯। মহাভা আদি ৮৫।১২। ১০৪। মনু ২।৯৯। ১০৫। মনু ২।৯৬। ১০৬। মনু ২।২১৪। ১০৭। মনু ২।১০০।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

১০৮। মহাভা আদি ৭৫।৫১। শান্তি ১৭৪।৫৭, ২৫০।৬, ২৬১।১৭, ৩২৬।৩৪ প্রায় অনুরূপ। ১০৯। প্রথমার্দ্ধ, মহাভা উদ্যোগ ৩৪।৬৪ক। দ্বিতীয়ার্দ্ধ মহাভা আদি ১৫৭।১৫ক। ১১০। মহাভা বন ২০৯।৯। ১১১। মহাভা বন ১৯৯।৯৮। ১১২। মহাভা বন ২০৮।৪৫। ১১৩। মহাভা উদ্যোগ ৩৬।৪৯। ১১৪। মহাভা বন ২০৮।৫০। ১১৫। মহাভা উদ্যোগ ১৩৮।৮। ১১৬। মনু ৮।১৫। তুঃ মহাভা বন ৩১২।১২৬। ১১৭। মনু ৮।১৭। ১১৮। মহাভা বন ২০৬।৪৬। তুঃ মহাভা শান্তি ৯৫।১৯। ১১৯। মনু ২।১৬৩। তুঃ মহাভা শান্তি ২৯৯।২৬খ। ১২০। মহাভা উদ্যোগ ৩৪।৬১। ১২১। মহাভা উদ্যোগ ৩৪।৬২।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

১২২। মহাভা উদ্যোগ ৩২।২১। ১২৩। মহাভা উদ্যোগ ৩২।৫৬। ১২৪। মনু ১২।৩। ১২৫। মনু ১২।৫। ১২৬। মনু ১২।৬। ১২৭। মনু ১২।৭। ১২৮। মনু ১২।১১ ১২৯। মনু ১১।২৩১।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

১৩০। মনু ৪।১৭০। ১৩১। মনু ৪।১৭১। ১৩২। মনু ৪।১৭৪। ১৩৩। মনু ৪।২৩৮। ১৩৪। মনু ৪।২৩৯ ১৩৫। মনু ৪।২৪০। ১৩৬। মনু ৪।২৪১। ১৩৭। মনু। ৪।২৪২। ১৩৮। তৈত্তি ১।১১।

শান্তিপাঠ—তৈত্তি ১।১; ঐত শান্তিপাঠ।

দ্বিতীয় খণ্ডের এই কয় স্থানের মূল নির্ণয় হয় নাই :—

(৭৫) ন্যায়োপার্জ্জিতবিত্তেন···সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥

(৭৮, খ) ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্।

(৮৬, খ) গুণবন্তঞ্চ যোদ্বেষ্টি, তমাহুঃ পুরুষাধমম্

তৃতীয় পরিশিষ্ট, ব্যাখ্যা-সূচী

ব্রহ্মোপাসনা

পিতা নোঽসি,—শান্তিনি ১।২০৪, ২।৩০৬—৩০৮, ৩০৯—৩২৩, ৩৫৮, ৪২৫—৪২৯, ৪৯৮—৫০১; মা মা হিংসীঃ,—৫৫১—৫৫৫। ৫৬২। Pers. 155—166. Sadh. 119. পিতা নো বোধি,—ধর্ম্মজী ২।৩৩০—৩৪২।

বিশ্বানি,—শান্তিনি ১।১৩, ২।৫৫৫—৫৫৭। Sadh. 38, 39.

নমঃ শম্ভবায়—শান্তিনি ১।১৪। Sadh. 40.

নমস্তে সতে (ভয়ানাং ভয়ং),—শান্তিনি ১।৬৩।

[ব্রহ্মোপাসনার অন্যান্য অংশ প্রথম খণ্ডের বচনাবলীর অন্তর্গত]

প্রথমখণ্ডম্, উপনিষৎ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

২। যতো বা ইমানি,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১২, ১৩। মত ১০—১৫। ভবা ৫, ৬। শান্তিনি ১।১২৭, ২।৩২৪। ৩। আনন্দাদ্ধ্যেব,—শান্তিনি ১।২৬, ১১৪, ১২৭, ১২৮, ২৯৮; ২।৩৪৯, ৪১৭। ৪। যতো বাচো—ব্যাখ্যান মাসিক ৪। মত ১৫—২৪। ধর্ম্মজী ১।২৭০—২৮১। শান্তিনি ১।৩০, ১৬২, ১৮৪, ১৮৯; ২।৩৩১, ৪৬১, ৬৪১। Sadh, 159. Pers. 62. ৫। রসো বৈ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৪; মাসিক ৪। শান্তিনি ১।২৫, ১০৬, ১৬৯। ৬। কো হ্যে বান্যাৎ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১। শান্তিনি ১।৮২, ১০৭, ১৩০; ২।৩১৩। Pers. 27, 133. Sadh. 107—149 ৭। যদা হ্যেবৈষঃ,—ধর্ম্মজী ১।১৭৩—১৮৫; ৩।১৪৭—১৫৩। ৯। এষাস্য,—ব্যাখ্যান ২, প্র ৪। মভ ৭৫। আত্মজী ১৭৩। ধর্ম্মজী ১।২১৬—২২৬ (এষাস্য, পরম সম্পৎ)। শান্তিনি ১।৮১—৮৩, ১৮৯; ২।৫৩০। Pers. 85, 107. Sadh. 161.

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

১০। ইদং বা অগ্রে,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৩। শান্তিনি ১।১৪৬, ১৬৩, ১৬৫ (একমেবাদ্বিতীয়ম্)। ১১। স তপো ঽতপ্যত,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৩। ১৩। ভূয়াদস্যাগ্নিঃ,—শান্তিনি ২।৫২০, ৬০০। Sadh 127.

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

১৪। তদ্বিজ্ঞানার্থং,—ভবা ২। ১৫। অপরা ঋগ্বেদো,—আত্মজী ১৩১। ভবা ২১—২৭। ধর্ম্মজী ২।২৮—৩৭। ২২। যো বা এতদক্ষরং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৭। ধর্ম্মজী ১।৩০৫ ; ২।২৯—২২৪। ২৬। যদিদং কিঞ্চ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২৩। আত্মজী ২২৬—২৭১। মভ ১৮। শান্তিনি ১।৬৩ ; ২।৩১১, ৩১৫, ৩১৭, ৫৪৪ (মহদ্ভয়ং)। Sadh. 21.

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

৩২। নাহং মন্যে,—শান্তিনি ২।৩৩২। Sadh. 158. ৩৩। যস্যামতং,—শান্তিনি ২।৩৩২। ৩৪। ইহ চেদবেদীৎ,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৪। শান্তিনি ১।১৬৪। Sadh. 20. 147, 154.

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

৩৫। ঈশাবাস্যম্—ব্যাখ্যান ১ প্র ২১। আত্মজী ৬০, ২৭৩। শান্তিনি ২।৩৭৭। Pers. 61, 68—72. 97. Sadh. 17, 19, 148. ৩৬। অনেজদেকং—Pers. 66. ৩৭। তদেজতি,—শান্তিনি ১।২৮৫। Pers. 44. 66. ৩৮। যস্তু সর্ব্বাণি—শান্তিনি ১।১৫৯ ; ২।৩৮২। Pers. 67. ৩৯। স পর্য্যগাৎ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৪। শান্তিনি ১।২৯, ১০৯, ১১৫, ১৫০—১৫৪, ২৫৯। Pers. 62.

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

৪০। তপসা ব্রহ্ম,—ধর্ম্মজী ১।২৯২—৩০১। ৪১। সত্যং জ্ঞানমনন্তং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৯। ধর্ম্মজী ১।৯০—১০২। শান্তিনি ১।৫৫—৫৮, ৬৩, ১৮৩, ১৮৮, ২০৫, ২৩৬, ২৩৮ ; ২।৩৫৮, ৫৩৫, ৫৪১, ৫৪৭, ৫৪৯, ৫৭২। Sadh. 160. ৪২। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ,—ব্যাখ্যান পরি ১। আনন্দরূপমমৃতং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২। শান্তিনি ১।১১, ১৩, ৫০, ১০২, ১০৫, ১১৪, ১৩৪, ১৮৯, ২০৬, ২১১ ; ২।৩৩৮—৩৪১। Pers. 99. Sadh. 80, 104. ৪৩। হিরণ্ময়ে পরে

কোষে,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৪। ভবা ৫৮। ধর্ম্মজী ১।১৬২—১৭৩। শান্তিনি ১।১৯২, ২০৫। ৪৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৬। শান্তিনি ১।২৮৫। ৪৫। প্রাণো হ্যেষ যঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৭। ধর্ম্মজী ১।১৮৫—১৯৫, ৪০৫—৪১৩। শান্তিনি ১।১৩৩ ; ২।৪৫৩—৪৫৫। Sadh. 131. ৪৬। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ—ধর্ম্মজী ১।১৩৩—১৪২। ৪৭। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে—ব্যাখ্যান ১ প্র ৫। আত্মজী ১৬৭, ১৬৮। ভব ৫৮—৬৪। ধর্ম্মজী ১।১৫০ ; ২।৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

৪৯। ন তস্য কার্য্যং,—শান্তিনি ১।১৩১, ১৯৬ ; ২।৪৫৪, ৫৪৭। Sadh. 78. 133. ৫০। এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা,—আত্মজী ২৭১। শান্তিনি ১।১৬৬, ১৬৭, ২২৩, ২৩৫। Sadh 37. ৫২। তন্দুর্দর্শং,—ধর্ম্মজী ১।৩৭৪—৩৯৫। শান্তিনি ২।৩৯৬—৪০৩। ৫৪। একধৈব,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২১। ৫৭। এষ সর্ব্বেশ্বরঃ—ব্যাখ্যান ১। প্র ১৫। ৫৮। অস্মিন্দ্যৌঃ,—Sadh. 35, ৫৯। ন জায়তে ম্রিয়তে,—আত্মজী ১৮৫। ৬১। প্রণবো ধনুঃ,—শান্তিনি ১।২৯১ ; ২।৬৪১। Sadh. 149.

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

৬৪। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—ব্যাখ্যান ১ প্র ৭, ১১। ৬৬। সর্ব্বাননশিরো—, Sadh. 22. ৬৭। অপাণিপাদঃ,—ব্যাখ্যন ১ প্র ১২। ৬৮। য এষ সুপ্তেষু—শান্তিনি ১।৮৭। ৭০। একোবশী,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৩। আত্মজী ৭৪। শান্তিনি ১।১৬৬। Sadh. 36. ৭১। নিত্যোঽনিত্যানাং,—ব্যাখ্যান, ১ প্র ৩। ৭২। যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে,—ব্যাখ্যান, মাসিক ৩। মত ৯৪। ধর্ম্মজী ১।২৬১ ৩।১০৭।

নবমোঽধ্যায়ঃ

৭৩। দ্বা সুপর্ণা সযুজা,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৮ ; মাসিক ১৮। ভবা ৫৭। ধর্ম্মজী ১।৫৩, ২৪৮—২৬০। শান্তিনি ২।৪০৩। ৭৭। একাত্মপ্রত্যয়সারং শান্তং শিবমদ্বৈতম্,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৩। আত্মজী ১৬৭। ভবা ৫৫—৬৩। শান্তিনি ১।১১১—১১৩, ১৩৪, ১৯৯, ২৮৫, ২৯৭, ২।৩৫৭, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৬৯। ৭৮। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ,—আত্মজী ৭৪। ভবা ৬৫। শান্তিনি ১।৯৩, ২৯৭। ৭৯। প্রিয়ং রোৎস্যতি,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৬। ৮০। আত্মানমেব প্রিয়ং,—

ব্যাখ্যান ১ প্র ১৬। ৮১। আত্মা বা অরে,—ধর্ম্মজী ১।১২২—১৩২। ৮৩। তদ্ যথা রথনাভৌ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৮৪। ধর্ম্মজী ৩।২৯১—২৯৯। ৮৫। ইহ সন্তোঽথ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৯; ২ প্র ১১। ৮৯। মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১০। ধর্ম্মজী ৩।১২৪।

দশমোঽধ্যায়ঃ

৯০। মধ্যে বামনমাসীনং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৫। ৯১। স্বস্তী বঃ পারায়,—আত্মজী ১৭৪। ৯২। তৎ সবিতুর্বরেণং (গায়ত্রী),—আত্মজী ৮৩,৯৭—১০০, ১৭৯। ধর্ম্মজী ২।১৩৯—১৫০ শান্তিনি ১।৫৩, ২৩৭, ২৩৮; —২।৩০৬। Pers. 152. ৯৩। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১। ধর্ম্মজী ২।১০৮—১১৮। Sadh. 125. ৯৪। তং বেদ্য পুরুষং বেদ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১। ৯৫। যো দেবোঽগ্নৌ, শান্তিনি ১।৫০, ১৫৪—১৫৭। Sadh. 17.

একাদশোঽধ্যায়ঃ

৯৬। এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু,—আত্মজী ২৭২। ৯৮। নায়মাত্মা প্রবচনেন,—ব্যাখ্যান পরি ২। ধর্ম্মজী ৩।২৪৯—২৫১। ৯৯। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—ধর্ম্মজী ২।৯৯; ৩।২৪২। শান্তিনি ১।১, ২, ৬১।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

১০১। বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ,—শান্তিনি ২।৪৮২। ১০২। যথা সৌম্য বয়াংসি, —ব্যাখান ১ প্র ১৭। ১০৩। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,—ধর্ম্মজী ১।১৪৮—৫৭। ১০৭। শ্রবণায়াপি বহুভিঃ,—ধর্ম্মজী ১।১৯৬—২০৬। ১০৮। পরাচঃ কামান্,—ব্যাখ্যান ২ প্র ১০। ধর্ম্মজী ৩।১৯। ১০৯। যেনাহং নামৃতা স্যাম্,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৯। ধর্ম্মজী ১।১২৩, ২৬০—২৭০। শান্তিনি ১।৩১—৪১, ১২৩; ২।৩৮৩, ৪৬২, ৪৬৮, ৬০৪। Sadh. 151 অসতো মা ইত্যাদি, ব্যাখ্যান মাসিক ১৪। শান্তিনি ১।৪৫, ৪৬, ৫৮, ১০৭, ১০৮, ১১৩, ২৫৭; ২।৩৪৪, ৩৫৮, ৫২৪, ৫৪৯, ৫৭৮—৫৮০। Pers. 105 Sadh 38. আবি রাবীর্ম এধি, ব্যাখ্যান ২ প্র ৮। Sadh. 37. 40. রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখম্, ধর্ম্মজী ১।৩২৭; ৩।২৯৮। শান্তিনি ১।৫০। Sadh. 38.

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

১১০। সত্যেন লভ্যঃ, ব্যাখ্যান ২ প্র ৭। ধর্ম্মজী ২।১২৫—১৫০।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

১১৭। যো বৈ ভূমা,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২০। ভবা ৫৫। ধর্ম্মজী ১।৩৪১—৩৫০। শান্তিনি ১।৮৪; ২।৪০১, ৫৪৯। ১১৯। স এবাধস্তাৎ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২, ১৩। ভবা ৫৫। ১২০। য একোঽবর্ণঃ,—শান্তিনি ১।২৯, ৮৭, ১১৫, ১৬৭; ২।৩৮৪, ৪১৩, ৪৫৪। Sadh. 132, 133. ১২১। স বৃক্ষ-কালাকৃতিভিঃ,—ব্যাখ্যান ২ প্র ১। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং, ধর্ম্মজী ১।৩৬—৪৭। ১২৩। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৮। ১২৪। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং—ব্যাখ্যান ১ প্র ২৬। ধর্ম্মজী ২।১২৭। ১২৫। স সেতুর্বিধৃতিঃ—ব্যাখ্যান ১ প্র ১৫। ভবা ৬৩। ধর্ম্মজী ১।৫৭—৭৯; ২।২৩৬; ৩।২৭১। ১২৭। তে যদন্তরা,—ব্যাখ্যান মাসিক ১৪। ১২৮। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র, ধর্ম্মজী ১।১৪৩—১৫২। ১২৯। যদৈত-মনুপশ্যতি—শান্তিনি ২।৩৪৫।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

১৩০। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ,—ব্যাখ্যান ১ প্র ২২। ১৩১। শ্রেয়শ্চ, প্রেয়শ্চ—ব্যাখ্যান ১ প্র ২৪, ২৫। শান্তিনি ১।১১৭। ১৩২। যথাকারী, —ব্যাখ্যান ২ প্র ২। ১৩৪। যস্তু বিজ্ঞানবান্,—ধর্ম্মজী ১।২৯৭। ১৩৭। বিজ্ঞান সারথিঃ,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৭। ১৩৮। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং,—ধর্ম্মজী ১।৩৯৫—৪০৪।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

১৪০। শান্তোদান্তঃ,—শান্তিনি ১।২৮৪, ২৯৭; ২।৩১৬। ১৪২। স মোদতে,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৩। ধর্ম্মজী ২।১৬৮। ১৪৪। সত্যং বদ,—ধর্ম্মজী ২।১১০; ৩।২৩৪। ১৪৬। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্,—শান্তিনি ২।৪৯৪। ১৫১। শৃণ্বন্তু বিশ্বে,—ব্যাখ্যান ২ প্র ৫। শান্তিনি ১।১৫৯, ১৬১, ১৬৯; ২।৫৬৯, ৫৭৫, ৫৮২। Pers. 331. Sadh. 17. ১৫২। বেদাহমেতং,—আত্মজী ২৭৩। শান্তিনি ১।১৫৯, ১৬১, ১৬৩, ১৬৯, ১৮৩, ২৩৫; ২।৫৫৯, ৬৫১। ১৫৩। এতজ্ জ্ঞেয়ং,—শান্তিনি ১।২৮৪। ১৫৪। সংপ্রাপ্যৈনং,—ব্যাখ্যান ১ প্র ৯। শান্তিনি ১।১০, ১৫৯, ২৩৩, ৩০০; ২।৩৭৪। ১৫৬। যশ্চায়মস্মিন্ —ধর্ম্মজী ১।১—১৩, ২১৬; ৩।২৭১। শান্তিনি ২।৩৭৬, ৬১৫।

পরিশিষ্ট সমাপ্ত

অতিরিক্ত পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সর্বপ্রথম সংস্করণ

১। ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ—সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাংলা অক্ষরে ॥

‘ব্রাহ্মধর্মঃ গ্রন্থের প্রাচীনতম এবং প্রথম সংস্করণ—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটী, বেঙ্গল, ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, এক নং পার্ক ষ্ট্রীট কলিকাতায় আছে। নং বঙ্গ ২১৯ A.

ইহাতে কেবল সংস্কৃত মূল ও সংস্কৃত টীকা বাঙ্গালা অক্ষরে আছে। ইহার আকার ৭´´×৪´´; পত্রসংখ্যা ১১০+৸/০+অশুদ্ধ শোধন এক পৃষ্ঠা। আখ্যাপত্রে আছে, “ও তৎসৎ/ব্রাহ্মধর্ম্ম/তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিতঃ/ ১ আশ্বিন ১৭৭২ শক/”

ইহার বিষয় সন্নিবেশ এইরূপ :—প্রথম খণ্ড (১-৬৩ পৃঃ), দ্বিতীয় খণ্ড (৬৪-১১০ পৃঃ)। ইহার পর ‘ধর্ম্মবীজং’ (পৃঃ/০); ‘ব্রাহ্ম-প্রতিজ্ঞা’ (পৃঃ৵০-৶০) ‘প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ’ (পৃঃ।০); ‘অথ সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা-প্রকরণং।’ (৷/০-৷৶০); ‘প্রাতঃস্মর্ত্তব্যং’ (পৃঃ ৸/০); ‘অশুদ্ধশোধন—এক পৃষ্ঠা ॥ (এ সকলের পত্রাঙ্ক পুনরায় / হইতে গণনা করিয়া ৸/০+অশুদ্ধশোধন পর্যন্ত)।

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমুদয় বচন একটানা ভাবে মুদ্রিত, সংখ্যা করা নাই। মূলের নীচে সংস্কৃত টীকা, এই টীকাতে মূলের শব্দগুলিতে কোটেশন চিহ্ন দিয়া ব্যাখ্যার শব্দ পৃথক করা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) ‘তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং’ ইত্যাদি বচনটি ও ১৫৬ সংখ্যকের ‘যশ্চায়মস্মিনাত্মনি··· সর্ব্বানুভূঃ’ অংশটি তখনও যোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক ‘উক্তা ত উপনিষৎ’ ইত্যাদি (বর্তমান ১৫৭ সংখ্যক) বচনের পরিবর্তে, প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক একই (“এষ আদেশ” ইত্যাদি, বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ সংখ্যক) বচন রহিয়াছে। বর্তমান ‘শান্তিপাঠ’গুলি [“ওঁ আপ্যায়ন্তু···তে ময়ি সন্তু ॥” (ব্রাঃ ধঃ ১ম খণ্ড) “ওঁ” ঋতং···বক্তারম্। (ব্রাঃ ধঃ ২য় খণ্ড) প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে যোজিত হয় নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ‘ওঁ’ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।’ আছে ॥

দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭টি অধ্যায় আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায় পরে বর্জিত হয়।

(মহর্ষির আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এই অধ্যায়ে ছয়টী শ্লোক আছে, তাহার বিষয়, আহার, পান প্রভৃতির সংযম :—

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ

নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽন্যহন্যপি। ধাত্রৈব সৃষ্টাহ্যাদ্যাশ্চ প্রাণি-সোঽত্তার এব চ ॥ অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং। অপুণ্যং লোক-বিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন জয়েৎ স্ত্রিয়ং। নেন্ধনেন জযেদগ্নিং ন পানেন সুরাং জয়েৎ ॥ শিশ্নোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু। মোহরাগ-বশাক্রান্তইন্দ্রিযার্থবশানুগঃ ॥ ততোবিহারৈরাহারৈর্মো-হিতশ্চ যথেপ্সয়া। মহামোহে সুখে মগ্নোনাত্মানমববুধ্যতে ॥ যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু। যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

‘অত্তা’ ভক্ষয়িতা ‘আদ্যান্’ ভক্ষণার্হান্ ‘প্রাণিনঃ’ ‘অহনি অহনি অপি’ প্রতিদিনমপি ‘অদন্’ ভক্ষয়ন্ ভক্ষয়ন্ ‘ন’ ‘দুষ্যতি’ ন দোষাভাগভবতি। ‘হি’ যস্মাৎ ‘ধাত্রা’ বিধাত্রা পরমেশ্বরেণ ‘এব’ আদ্যাঃ চ’ ভোজ্যাশ্চ ‘অত্তারঃ এব চ’ ভোক্তারশ্চৈব ‘প্রাণিনঃ’ ‘সৃষ্টাঃ’ সমুৎপাদিনাঃ। ‘অতিভোজনং অনারোগ্যং’ রোগাভাবায ন হিতং ‘অনায়ুষ্যং’ আয়ুষে ন হিতং অস্বর্গং চ’ স্বর্গায চ ন হিতং। ‘অপুণ্যং’ ‘লোকবিদ্বিষ্টং’ বহুভোজিতয়া লোকৈর্নিন্দনাৎ ‘তস্মাৎ তৎ’‘পরিবর্জ্জযেৎ’ ন কুর্য্যাৎ’। ‘স্বপ্নেন’ নিদ্রযা ‘নিদ্রাং ‘ন জয়েৎ’ ॥ ‘কামেন’ ‘স্ত্রিং’ ‘ন’ ‘জযেৎ’। ‘ইন্ধনেন’ কাষ্ঠেন ‘অগ্নিং’ ‘ন’ ‘জযেৎ’ ‘পানেন’ সুরাং’ ‘ন’ ‘জযেৎ’। ‘অপ্রাজ্ঞঃ অবিবেকী ‘শিশ্নোদরকৃতে’ শিশ্নোদরনিমিত্তং ‘বহু যথা ভবতি তথা ‘বিঘসং’ ভোজনং ‘করোতি’। ‘মোহরাগবশাক্রান্তঃ’ মোহেন অজ্ঞানেন যোরাগঃ প্রসক্তিঃ তদ্বশেন আক্রান্তঃ সন্ন্ ‘ইন্দ্রিযার্থবশানুগঃ ইন্দ্রিযার্থানাং বিষযাণাং বশবর্ত্তী চ ভবতি ॥ ‘তত’ তদনন্তরং আত্মনোযথাপ্তুমিচ্ছা যথেপ্সযা’ তয়া ‘যথেপ্সয়া’ যুক্তঃ ‘বিহারৈঃ আহারৈঃ মোহিতঃ চ’। ‘মহামোহে সুখে’ ‘মগ্ন’ নিমগ্ন সন্ ‘আত্মানং’ অপি ‘ন’ ‘অববুধ্যতে ন জানাতি কিমুতান্যৎ বক্তব্যমিতি ॥ যুক্তৌ নিয়তাবাহারবিহারৌ যস্য সঃ যুক্তাহারবিহারঃ তস্য ‘যুক্তাহারবিহারস্য’ ‘কর্ম্মসু’ যুক্তা নিযতা চেষ্টা যস্য তস্য ‘যুক্তচেষ্টস্য’। এবং ‘যুক্তস্বপ্নাববোধস্য নিযতনিদ্রা জাগরণস্য ‘দুঃখহা’ দুঃখনিবর্ত্তকঃ ‘যোগঃ’ ‘ভবতি’ ॥

ইতি দ্বিতীয়খণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় খণ্ডে (বর্ত্তমান ৬৪ সংখ্যক) 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্' ইত্যাদি বচনটি এই গ্রন্থে নাই, এটি ইহার পর যোজিত হয়।

এই পুস্তকে যাহা 'ধর্ম্মবীজং' তাহাই পরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার বর্তমান দ্বিতীয়বচনের 'স্বতন্ত্রম্' স্থানে এই পুস্তকে 'আনন্দং' ও 'সর্ব্বশক্তিমৎ' স্থানে 'বিচিত্রশক্তিমৎ' পাঠ আছে; এবং 'সর্ব্বব্যাপী', 'সর্ব্বাশ্রয়ম্', 'ধ্রুবম্', 'পূর্ণম্', 'অপ্রতিমম্' শব্দগুলি নাই। ইহার প্রথম বচনের প্রথমে বর্তমানের 'ওঁ' শব্দটি নাই।

'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা' বর্তমানকালে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণম্' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা'র প্রথমে আছে—"ওঁ অদ্য অমুকশকে অমুকমাসি অমুকদিবসে ব্রাহ্মধর্ম্মং গৃহ্লামি।" এই গ্রন্থে, বর্তমানের ন্যায় (নবম সংস্করণ) "ওঁ তৎসৎ ১, ২, ৩, ৪ করিয়া "ব্রাহ্মধর্মবীজম্" এবং তৎপরে 'অস্মিন্ ব্রাহ্মধর্মবীজে বিশ্বস্য ব্রাহ্মধর্মং গৃহ্লামি।' নাই। প্রথম 'প্রতিজ্ঞা'তে গোড়ার "ওঁ" শব্দটি নাই। 'প্রতিজ্ঞা'গুলির বাকি বর্তমান নবম সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

'অথ সংক্ষেপব্রহ্মোপাসনা প্রকরণং' অংশে এই সকল বিষয় আছে :—ওঁ যো-দেবোঽগ্নৌ…" মন্ত্রটি, 'ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং॥" তিনটি মন্ত্রাংশ। 'সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং'……হইতে 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥' পর্যন্ত তিনটি মন্ত্র (শ্লোক সংখ্যা, ৩৯ ১২ এবং ১৩, ব্রাহ্মধর্ম্ম, প্রথম ভাগ); তৎপরে 'উক্ত শ্রুতিনিষ্পন্নার্থ' নামে দশ পংক্তি সংস্কৃত গদ্য,—"যঃ পরমেশ্বর পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্ববিষয়হীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং শুখাশুখং চিরং বিহিতবান্। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃ পয়ঃ পৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।" তৎপরে 'স্তোত্রং' (ওঁ নমস্তে সতে তে জ্জগৎকারণায়' প্রভৃতি); 'প্রার্থনা'—(কেবল 'অসতোমা সদ্গময়……পাহি নিত্যম্।' 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।" এই সংস্কৃত প্রার্থনাটি), 'গায়ত্রী' ও তাহার সংস্কৃত টীকা :—'ওঁ' ইতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা 'তৎ সবিতুঃ' তস্য সবিতুঃ জগৎপ্রসবিতুঃ প্রেরকস্য সর্ব্ব[illegible]মানাং অন্তর্যামিনো-বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ 'দেবস্য' দ্যোতনাত্মকস্য পরমেশ্বরস্য 'বরেণ্যং'

বরণীয়ং 'ভর্গঃ' ভর্গং তেজঃ জ্ঞানং শক্তিঞ্চ 'ধীমহি' ধ্যাযেম বযং। 'ধিয়ঃ' বুদ্ধিবৃত্তীঃ যঃ সবিতাঃ 'নঃ' অস্মাকং 'প্রচোদযাৎ' প্রেরযতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায়। কীদৃশোভর্গঃ 'ভূর্ভূবঃ স্ব' ভূর্ভূবঃ স্বরাদিসর্ব্বলোকপ্রকাশকঃ॥

'পাঠ্যশ্রুতি', অর্থাৎ বর্তমান 'স্বাধ্যায়ের' প্রথম হইতে 'ন বিভেতি কদাচন, ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ' পর্যন্ত বাক্যাবলী; ইহা উদাত্তাদি স্বরচিহ্ন যুক্ত। ইহার পর 'ওঁ য একোঽবর্ণোবহুধা… সংযুনক্তু'। 'ইতি সংক্ষেপ-ব্রহ্মোপাসনা প্রকরণং॥

'প্রতিজ্ঞাস্মরণার্থশ্লোকাঃ' ও 'প্রাতঃস্মর্তব্যম্' এ দুটি অংশ এ পুস্তকে বর্তমান নবম সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই গ্রন্থের সর্বশেষ পৃষ্ঠায় আছে :—

অশুদ্ধশোধন

পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২	ভস্মৈ	তস্মৈ
১০	১০	মঞ্চমঃ	পঞ্চমঃ
১৪	৬	অস্মাল্লোঁকাৎ	অস্মাল্লোকাৎ
২৭	৬	শ্রোতাংসি	স্রোতাংসি
১০৩	২	ধর্ম্মত্রেব	ধর্ম্ম এব

২। প্রথম বাংলা সংস্করণ। বাংলা ভাষায়, আগাগোড়া বাংলা অক্ষরে লেখা, এবং উপরে বর্ণিত প্রাচীনতম পুস্তকের একই সময়ে (১লা আশ্বিন ১৭৭২ শক) মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত মূল বচনগুলি নাই, শুধু বঙ্গানুবাদ আছে। এই গ্রন্থ প্রথম বর্ণিত 'বাঙ্গালা অক্ষরে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় লিখিত' পুস্তকের একসঙ্গে ও পৃথকভাবে—এই উভয় প্রকারেই—প্রকাশিত হইয়াছিল। একত্রে বাঁধানো ও প্রকাশিত একখণ্ড পুস্তক Royal Asiatic Society, Bengal, Oriental Library, No. 1 Park Street, Calcuttaতে আছে; সং 'বঙ্গ' ২১৯A. আর একখানা পুস্তক ডাঃ অনিলকুমার সেনের নিকট আছে। নীচে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

প্রথম বাংলা সংস্করণ।*

* আমাদের নিকট [illegible] গ্রন্থটি আছে তাহার একটি পত্র (চতুর্থ অধ্যায় ৫৭-৫৮ পৃঃ) কর্ত্তন করিয়া পুস্তক হইতে অপসৃত করা হইয়াছে। কর্ত্তিত পত্রের গোড়ার অংশ পুস্তকে গ্রথিত

"বাঙ্গালা ভাষায়—আদ্যোপান্ত বাঙ্গালা অক্ষরে, সংস্কৃত মূলবচনগুলি ইহাতে নাই। কেবল মূলের বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার আকার ৭"×৪"; পত্রসংখ্যা ৮৫+।৶০+অশুদ্ধশোধন পৃষ্ঠা। আখ্যাপত্রে আছে,—ওঁ তৎসৎ / ব্রাহ্মধর্ম্ম / তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত / ১ আশ্বিন ১৭৭২ শক /

ইহার বিষয়-সন্নিবেশ এইরূপ :—প্রথম খণ্ড (পৃঃ ১-৪৯); দ্বিতীয় খণ্ড (পৃঃ ৫০-৮৫), ইহার পর 'ধর্ম্মবীজ' (পৃঃ /০); 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা' (পৃঃ ৵০-৶০); 'সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা' (পৃঃ ।০-/০), 'গায়ত্রীর অর্থ'-(পৃঃ ।৶-অশুদ্ধ, শুদ্ধ-'৵০), 'প্রাতঃস্মরণীয়' (পৃঃ দেওয়া নাই ৶০ হইবে); অশুদ্ধশোধন এক পৃষ্ঠা।

প্রত্যেক অধ্যায়ের সমুদয় বচন—বঙ্গানুবাদ—একটানাকারে মুদ্রিত, সংখ্যা করা নাই। বর্তমান 'শান্তিপাঠ'গুলির বঙ্গানুবাদ যোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডে (বর্তমান ১৩৮ সংখ্যক) 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি বচনটির বঙ্গানুবাদ যোজিত হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সমাপ্তিসূচক 'উক্তা ত উপনিষৎ' ইত্যাদি (বর্তমান ১৫৭ সংখ্যক) বচনের বঙ্গানুবাদের পরিবর্তে, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে উভয়ের সমাপ্তিসূচক একই বচনের ('এষ আদেশঃ' ইত্যাদি, বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের ১৩৮ সংখ্যক) বঙ্গানুবাদ রহিয়াছে।' দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষে 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।' আছে॥

দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭টি অধ্যায় আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায় পরে বর্জিত হয় (আত্মজী,—১৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই অধ্যায়ে ছয়টি শ্লোক আছে; তাহার বিষয় আহার পান প্রভৃতিতে সংযম :—

"চতুর্থ অধ্যায়"

"প্রতিদিন প্রাণিদিগের মাংস ভোজন করিয়াও ভোক্তা দূষ্য হয় না কারণ পরমেশ্বর ভক্ষ্য ভক্ষক উভয় প্রকার প্রাণিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতিভোজনে রোগ জন্মে, আয়ুঃক্ষয় হয়, পারলৌকিক সুখ প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধক ঘটে, সৎকর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মে এবং লোক নিন্দা হয়; অতএব অপরিমিত ভোজন করিবেক না।

নিদ্রাদ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবেক না, কাম দ্বারা স্ত্রীকে জয় করিবেক না,

রহিয়াছে। এই পুস্তকখানিতে তৃতীয় অধ্যায়ের পরবর্ত্তী প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রথমে (অমুক) অধ্যায় প্রভৃতি কথাগুলির উপরে এক সংখ্যা কমাইয়া মুদ্রিত কাগজ সাঁটিয়া দিয়া অধ্যায় সংখ্যা ১৬ করা হইয়াছে।

কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে জয় করিবেক না এবং পানদ্বারা সুরাকে জয় করিবেক না।

অজ্ঞানী ব্যক্তি শিশ্নোদরের নিমিত্তে বহু ভোজন করে, আর মোহাসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থের বশীভূত হয়।

অনন্তর সে যথেচ্ছা আহার বিহারে মুগ্ধ হইয়া মহামোহজনক সুখেতে মগ্ন থাকে; আত্মাকে জানিতে পায় না।

যে ব্যক্তি নিয়মিতরূপে আহার বিহার ও কর্মানুষ্ঠান করে এবং নিয়মিতরূপে নিদ্রা যায় ও জাগ্রত থাকে, তাহার এ প্রকার যোগদ্বারা দুঃখ নাশ হয়।"

দ্বিতীয় খণ্ডে বর্তমান ৬৪ সংখ্যক 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্' ইত্যাদি বচনটির বঙ্গানুবাদ নাই।

এই পুস্তকে যাহা 'ধর্ম্মবীজ', তাহাই পরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে :—ইহার প্রথম বচন : "১ এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেবল এক পরমব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য পদার্থমাত্র ছিল না। তিনিই এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। ২ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, নিত্য নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় বিচিত্র শক্তিমান্ হয়েন। ৩ বর্তমান সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ৪ বর্তমান সংস্করণের ন্যায় তবে শেষের লাইনে 'উপাসনা'র পর 'হইয়াছে' বসিবে।

'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা',-বর্তমান কালে 'ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ' নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের 'ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞা' :—ওঁ অদ্য অমুকশকে অমুকমাসে অমুকদিবসে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেছি। ১ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা, মুক্তির কারণ, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, পূর্ণানন্দ, মঙ্গলস্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতিদ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন দ্বারা, তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব। সর্বস্রষ্টা পরব্রহ্মরূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না। ৩ রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, প্রতিদিবস যে কালে চিত্তের স্থিরতা হইবেক, সেইকালে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মেতে মনকে সমাধান করিব। ৪ বর্তমান সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ৫ কুকর্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে সচেষ্ট হইব। ৬ যদি মোহদ্বারা কোন কুকর্ম দৈবাৎ করি তবে একান্ত তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া সাবধান হইব। ৭ প্রতি বৎসরে এবং সাংসারিক তাবৎ শুভকর্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব। হে পরমেশ্বর! সম্যকরূপে এই পরম ধর্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং”

‘সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা’—অংশটী এইরূপ :—

“ওঁ যে প্রকাশবান্ পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে স্থিতি করিতেছেন, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা, যিনি তাবৎ সুখদুঃখের † নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, পরব্রহ্ম; সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দে সমাধান করি।

সর্বব্যাপী নিরবয়ব, সর্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধস্বভাব, সর্বজ্ঞ, সর্বান্তর্য্যামী, পরাৎপর স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্বকালে প্রজাসকলকে যথোপযুক্ত সুখদুঃখ বিধান করিতেছেন। তাহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার প্রশাসন দ্বারা উপযুক্তমত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ুসঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

প্রার্থনা

হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মপালনে আমারদিগকে যত্নশীল কর এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গল ও নির্মলানন্দস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পূর্ণ সুখলাভ করিতে সমর্থ হই।

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু-প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ইতি সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা।

---

† আমাদের নিকট যে গ্রন্থটী তাহাতে এই স্থলে ‘শুভাশুভের’ মুদ্রিত আছে, কিন্তু রয়েল এশিয়াটীক সোসাইটীর গ্রন্থাগারের পুস্তকটীতে ‘সুখদুঃখের—মুদ্রিত কাগজ সাঁটিয়া দেওয়া আছে।

গায়ত্রীর অর্থ :

সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা সর্বলোকপ্রকাশক সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

‘প্রাতঃস্মরণীয়’ :

হে পরমাত্মন্ তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রবিত্ত হই।

অশুদ্ধ শোধন

পত্র	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮	৪	অরমাত্মা	পরমাত্মা
৮৩	৮	ব্যধিকে	ব্যাধিকে

এই বঙ্গানুবাদ বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুস্তকের একসঙ্গে ও পৃথকভাবে—এই উভয় প্রকারেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। ‘নবম সংস্করণ’। (১৯৩৭)। ৭১/৪″×৫″; কাগজে ও কাপড়ে উভয় প্রকারে বাঁধাই। আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাবলিকেশন সবকমিটির সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রনাথ নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত। ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত।” সমস্ত বাংলা অক্ষরে। বিষয় সন্নিবেশ, —আখ্যাপত্র (২ পৃঃ) নবম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন (১ম পৃঃ)। তারপর ‘অধ্যায়ের বিষয়’ হইতে তৃতীয় পরিশিষ্ট ব্যাখ্যা-সূচী পর্যন্ত (১৫+৩৬৮ পৃঃ) বর্তমান দশম সংস্করণে অনুসৃত হইয়াছে। (প্রকাশকের নিবেদন দ্রষ্টব্য)

সমাপ্ত